✻ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA

India's Largest Selling Daily

৫০ বর্ষ, ১৪৮ সংখ্যা

শনিবার, ১ আশ্বিন ১৩৭৮ (২৭ ভাদ্র ১৮৯৩ শক) Saturday, Sept. 18,

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

কোন উচ্ছৃংখলতাই সরকার বরদাস্ত করবেন না

—রাজ্যপাল ডায়াস

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার মহাকরণে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলির প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে আলোচনাকালে রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস বলেন, এখন পশ্চিমবাংলায় পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। এই সময় কোন উচ্ছৃংখলতাই সরকার বরদাস্ত করতে পারেন না।

সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত (মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি বাদে) প্রথমে মহাকরণে রোটানডটায় এবং তারপর রাজভবনে সাত ঘণ্টার উপর এই আলোচনা চলে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, বন্যা ও শরণার্থী সমস্যা ছাড়া বর্তমানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন সম্পর্কে বৈঠকে আলোচনাকালে রাজ্যপাল এই মন্তব্য করেন বলে জানা যায়।

আরও জানা গিয়েছে যে, রাজ্যপাল রাজ্যের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিজেই দেখবেন বলে জানান।

রাজ্যের সর্বত্র প্রশাসন কাঠামো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে রাজ্যপাল প্রত্যেক জেলার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি মত বিনিময়ের যে কর্মসূচী স্থির করেছেন সেই অনুসারে এদিন প্রথম বৈঠকটি হয় প্রেসিডেন্সি বিভাগের চারটি জেলা—চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক ও এস পি প্রভৃতির সঙ্গে। এরপর ২০ অথবা ২১ সেপটেমবর চুঁচুড়ায় গিয়ে রাজ্যপাল বর্ধমান ডিভিশনের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তারপর ২৩ তারিখে শিলিগুড়িতে জলপাইগুড়িতে ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলির প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

উল্লেখযোগ্য, অনেকদিন বাদে পশ্চিমবঙ্গের একজন রাজ্যপাল এইভাবে ঘুরে ঘুরে জেলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় অগ্রণী হয়েছেন। 'সামগ্রিকভাবে রাজ্যের সমস্যা অনুধাবনই' এর উদ্দেশ্য বলে জানা গিয়েছে।

মহাকরণে সকালের বৈঠকে শ্রীডায়াস বলেন, নিয়মানুবর্তিতা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকারী অফিসারদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ, সরকারী দফতরখানা ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের কেন্দ্র হতে পারে না। অফিসারদের উদ্দেশ্যে তিনি নাকি আরও বলেন,—আপনাদের কোন

পঞ্চম পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য

সি পি এম নেতা হাজতে

বৃহস্পতিবার সকালে বড়তলা পুলিশ কলকাতা করপোরেশনের সি পি এম দলের কাউনসিলার শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দে'কে গ্রেফতার করে। আসামীর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন এবং পশ্চিমবঙ্গ শৃংখলা রক্ষা আইন অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়েছে। শুক্রবার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রী এম এন দাসের আদালতে আসামীকে হাজির করা হয়েছিল।

ম্যাজিসট্রেট এই সি পি এম পৌর পিতাকে ২২ সেপটেমবর পর্যন্ত জেল হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন। অন্য বিচারাধীন বন্দীরা যাতে আক্রমণ করতে না পারে, তারজন্য তাঁকে পৃথকভাবে রাখা হবে।

অভিযোগ এই যে, উত্তর কলকাতায় গোয়াবাগান এলাকায় দুই দলে পর পর কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। বৃহস্পতিবার সকালে আসামী লক্ষ্মীকান্ত দের নেতৃত্বে এক দল লোক গোরাচাঁদ বসু রোডে জমা হয়। এই সময়ে সাদা পোষাকে পুলিশ হাজির হলে আসামী ও অনুগামীরা পালাবার চেষ্টা করে। পুলিশ ধাওয়া করে লক্ষ্মীকান্ত দে'কে একটি পোরটফোলিও ব্যাগ সমেত গ্রেফতার করে। অন্য আসামীরা পালিয়ে যায়।

আরও অভিযোগ, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দের পোরটফোলিও ব্যাগে একটি রিভলবার, পাঁচটি তাজা কারতুজ এবং কিছু নথিপত্র পাওয়া যায়। শ্রী দে স্বীকার করেন যে, তাঁর রিভলবারের লাইসেনস নেই এবং আগ্নেয়াস্ত্র রাখার কোন সন্তোষজনক কারণও তিনি দেখাতে পারেননি।

আসামীর তরফ থেকে জামিনের আবেদন করে বলা হয় যে, আসামী কলকাতার পৌর পিতা, প্রতিষ্ঠাবান সি পি এম নেতা এবং কয়েকটি বাড়ির মালিক। সুতরাং তাঁর পালাবার সম্ভাবনা নেই।

ম্যাজিসট্রেট জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করেন।

ওমেগা দলের চারজন মুক্ত

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপটেমবর—আজ বি বি সি-র এক সংবাদে বলা হয়েছে, পূর্ববঙ্গ কর্তৃপক্ষ চারজন সদস্যবিশিষ্ট ওমেগাদলকে মুক্তি দিয়েছেন।

চলতিমাসের গোড়ার দিকে এ'দের গ্রেফতার করা হয়েছিল। এ'দের মধ্যে দুজন মহিলা আছেন।

—ইউ এন আই

বন্যার জল ভেঙ্গে শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছেন বাগদা সীমান্ত দিয়ে।

কাজের হিসাব রাখা হবে

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্য সরকারের প্রতিটি কর্মচারীর দৈনন্দিন কাজকর্মের হিসাব রাখার জন্য আলাদা ডাইরি রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। আজ, শনিবার থেকেই ওই ব্যবস্থা কার্যকর হবার কথা।

হাজিরা খাতায় সই করে যে সব কর্মচারী কর্মবিরতি পালন করছেন তাঁদের আদৌ বেতন দেওয়া হবে কিনা তা যাচাই করার জন্যই ওই ব্যবস্থা। জেলা শাসকদেরও ওই ডাইরি চালু করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের ব্যাপারে নিরপেক্ষ দেশগুলিকে সোচ্চার হতে হবে

রাষ্ট্রপুঞ্জে শ্রীটি এন কল

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ১৭ সেপটেমবর—ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শ্রী টি এন কল রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরপেক্ষ গোষ্ঠীকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলা দেশে শোচনীয় মানবিক বিপর্যয় সম্পর্কে যদি এই গোষ্ঠী সুস্পষ্ট মতামত জানাতে না পারেন তাহলে ঐসব নিরপেক্ষ দেশের মন্ত্রী সম্মেলনে ভারত যোগদান করতে পারে নাও করতে পারে। আগামী সপ্তাহে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গোষ্ঠীর মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

গতকালের সভায় এক জোরালো বক্তৃতায় শ্রীকল বলেন, নিরপেক্ষ দেশগুলি যদি বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রস্তাব দেবারও সাহস না দেখাতে পারে তা হলে সারা বিশ্বের কাছে তারা নিন্দিত হবে ও নিরপেক্ষতার মৌল ধারণাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আজ রাত্রে নিরপেক্ষ দেশগুলির দ্বিতীয় অধিবেশন বসলে বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের কঠোর মনোভাব জানাবার জন্য পররাষ্ট্র সচিব এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত যুক্ত ইস্তাহারে বাংলাদেশ সমস্যার "রাজনৈতিক মীমাংসার" কথা বাদ দেওয়া উচিত বলে মরক্কোর প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন। তারপরই শ্রীকল বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ওই কথা বলেন। অবশ্য মরক্কোর ওই প্রতিনিধি বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের দেখাশুনা করার ব্যাপারে ভারত যে বিপুল দায় নিয়েছে তার জন্য সহানুভূতি জানান।

নাইজেরিয়া মরক্কোর এই বক্তব্য সমর্থন করে।

আলজিরীয় প্রতিনিধি ভারতের প্রতি তাঁর দেশের সৌহার্দ্য প্রকাশ করেন এবং শরণার্থী সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। এশিয়ার দুটি বিরাট দেশ পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হবে সেজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এর মীমাংসার জন্য নিরপেক্ষ দেশগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীআগা শাহী এর আগে

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ভাই-এর বিপদে ভাই এগিয়ে এসেছে

—ডি পি ধর

স্টাফ রিপোরটার

'বন্ধু' নয়—ভাই, ভাই বিপদে পড়েছে। ভাই-এর পাশে ভাই আছে ও চিরকাল থাকবে।

দুদিন মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রীনজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজুদ্দিন সহ অন্যান্য মন্ত্রী জাতীয় পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকের পর শ্রী ডি পি ধর ওই মন্তব্য করেন।

ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়ের নীতি-নির্ধারক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী ডি পি ধর শুক্রবার সন্ধ্যায় কলকাতায় একটি হোটেলে বসে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন।

শ্রী ধর বলেন, বাংলা দেশের নেতাদের সংগে কথা বলে তিনি এই ধারণা নিয়ে আজ শনিবার সন্ধ্যায় দিল্লি রওনা হয়ে যাচ্ছেন। দিল্লিতে তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের এক রিপোরট দেবেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ' একটি বাস্তবসত্য। এই সত্য ঘটনা সকল দেশের মেনে নেওয়া উচিত।

জনৈক রিপোরটার জিজ্ঞাসা করেন, বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু কি? উত্তরে একটু হেসে বলেন, বাংলা আমাদের ভাই, ভাই-এর বিপদে সাহায্যের জন্য ভাইকে এগিয়ে আসতে হয়। আমরাও তাই এগিয়ে এসেছি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের মধ্যে কোন বিরোধ দেখেছেন কিনা—এইরূপ এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ওদের মধ্যে যে 'ইউনিটি' দেখেছি তা এর আগে কোথাও দেখা যায়নি। বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

ব্লাড ব্যাংকের সব কর্মীই কাজে হাজির

স্টাফ রিপোরটার

সেনট্রাল ব্লাড ব্যাংকের ২৮ জন কর্মী শুক্রবার যথারীতি তাঁদের কাজে যোগ দিয়েছেন। রাজ্য সরকারী কর্মীদের আন্দোলনের জন্য গত মঙ্গলবার থেকে তাঁরা কাজে আসছিলেন না।

ওই অনুপস্থিতির ফলে রক্ত সংগ্রহ ও সরবরাহের কাজে খুবই অসুবিধা দেখা দিচ্ছিল। রাজ্য সরকার এ সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন এবং ওই ২৮ জনের জায়গায় নতুন লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিয়ে বসেন।

এদিকে রাজ্য সরকারের ওই নির্দেশের কথা প্রচারিত হওয়ায় শুক্রবার বহু লোক ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে ভিড় করেন। তাঁদের দাবি,—কাজ চাই। ওদিকে স্বাস্থ্যদফতরও এদিন পুরানো প্যানেল ঘেঁটে নতুন লোক নিয়োগের তোড়জোড় করছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই সেই ২৮ জন এদিন নিজেদের কাজে যোগ দেন।

শুক্রবার বিকাল তিনটা পর্যন্ত মহাকরণে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার কর্মবিরতি আন্দোলনের চতুর্থ দিনে রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ প্রকাশের সময় কমিয়ে এনে অপরাহ্নের আড়াই ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। এদিন বেলা তিনটার আগে পর্যন্ত মহাকরণে দফতরগুলিতে কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় স্বাভাবিক ছিল এবং ফাইলপত্র মোটামুটি চলাচল করেছে বলে সরকারী সূত্রে জানা যায়।

সন্ধ্যায় সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, বরখাস্তের প্রতিবাদে বর্তমান আন্দোলনের টেমপো পড়ে যাচ্ছে। কর্মীদের উপস্থিতির সংখ্যাও বাড়ছে, তবে এর কারণ কি তা তিনি জানেন না। আর কয়েকদিন পরে বেতন দিবস বলেই কি উপস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসছে—জনৈক সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে ওই মুখপাত্র বলেন, হতে পারে।

তবে, তিনি এটা পরিষ্কার করে দেন যে, সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত যেখানে কাজের সময় সেখানে বিকাল ৩টার পর কাজ না করাকে কর্মবিরতি বা সিট ওয়ারক বলে গণ্য করা হবে। সেই অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আন্দোলন চলবে, তীব্রতর হবে

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীদের কো-অরডিনেশন কমিটির মুখপাত্ররূপে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এদিন ঘোষণা করেন যে, আজ শনিবার বেলা ১টার পর কর্মবিরতি ও রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ মিছিল হবে। পূজার আগে পঞ্চমীর দিন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। এবং বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহৃত না হলে পূজার ছুটির পর আন্দোলন তীব্রতর হবে।

শুক্রবার বেলা তিনটার পর দেখা যায় মহাকরণের দফতরগুলি কর্মীশূন্য। নীচে ক্যানটিন হলের সামনে বিক্ষোভ জমায়েত—নানা ধ্বনি চলেছে।

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

কৃষকরাই শ্রমিক আন্দোলনে শক্তির উৎস

—মনোরঞ্জন রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা

আসানসোল, ১৭ সেপটেমবর—সিটুর প্রতিনিধিদের সভায় জেনারেল সেকরেটারি শ্রীমনোরঞ্জন রায় সেকরেটারির রিপোরট দাখিল করেন। তিনি বলেন, শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে কৃষকরাই হবে প্রধান শক্তির উৎস। তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের সংগ্রামী শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে তোলবার জন্য কর্মীদের আহ্বান জানান।

এই লক্ষ্যের কথা মনে রেখে তিনি সিটুর কর্মসূচীতে কৃষকদের দাবিগুলিও অন্তর্ভুক্ত করেন। ঋণ পরিশোধ স্থগিত, উচ্ছেদ বন্ধ করা প্রকৃত উৎপাদকদের এবং ভূমিহীনদের জমির স্বত্ব দান—এইসব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কর্মসূচীতে বর্তমান প্রভিডেনট ফানড ও ই এস আই'র নিয়মাবলী সংশোধনের জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য রিপোরটে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখা এবং বৈদেশিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রীকরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের লভ্যাংশ দেশে পাঠানো বন্ধ রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিদেশী ব্যাংক ও তৈল কোমপানীগুলিরও রাষ্ট্রীকরণের সুপারিশ করা হয়েছে।

আজ বৃষ্টি হতে পারে

শনিবারের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে সন্ধ্যার দিকে বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

শুক্রবারের সর্বোচ্চ তাপ ৩৫.২ সেঃ (৯৫.৩২ ফঃ); সর্বনিম্ন তাপ ২৭.৭ সেঃ (৮১.৮ ফাঃ)।

নব কংগ্রেসে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির অন্তর্ভুক্তি

হায়দরাবাদ, ১৭ সেপটেমবর—তেলেঙ্গাণা প্রজা সমিতির কর্ম পরিষদ আজ স্থির করেছেন, সমিতি নব কংগ্রেসর অন্তর্ভুক্ত হবেন।

সমিতির সভাপতি শ্রীচেন্না রেড্ডি সাংবাদিকদের বলেন, প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য আগামীকাল সমিতির রাজ্য পরিষদের বৈঠকে পেশ করা হবে।

সমিতির কর্মপরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ৩১ জন সদস্যের মধ্যে ২৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অনুপস্থিত দুজন এখন বিদেশে। —ইউ এন আই

রাস্তায় খোয়া ফেলে জোড়াতালি—পুজোর আগে। —নিজস্ব চিত্র

পাক জেট বিমানের ভারতীয় সীমানা লঙ্ঘন

শিলং, ১৭ সেপটেমবর—পাকিস্তানের দুটি জেট বিমান আজ সকালে খাসি-জয়ন্তিয়া পার্বত্য এলাকায় সীমানা লঙ্ঘন করে ভারতীয় অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। ভারতীয় বিমানবাহিনী তৎপরতার সঙ্গে তাদের পিছু ধাওয়া করে বলে জানা যায়।

পাক বিমান দুটি শ্রীহট্টের কোন বিমান বন্দর থেকে এসেছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, পূর্ব সীমান্ত এলাকায় গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পাক বিমানের কার্যকলাপ বেড়েছে।

গত মাসেও গাড়ো পার্বত্য এলাকায় একটি অজ্ঞাতনামা বিমান দেখা গিয়েছিল। বিমানটি প্রচণ্ড বেগে উত্তর থেকে দক্ষিণে উড়ে যায়।

—ইউ এন আই

অধ্যক্ষের গুলিতে ছাত্রের মৃত্যু

ঝরিয়ার রাজা শিবপ্রসাদ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী শ্রীকান্ত গোবিন্দের গুলিতে কমার্স বিভাগের ছাত্র শ্রীভৃগুনাথ সিং প্রথমে আহত হয়ে পরে হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। অধ্যক্ষ ঐ ছাত্রটির উপর ছয় দফা গুলি চালান। অধ্যক্ষ এবং তাঁর এক পরিচারককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ধানবাদের নিজস্ব সংবাদদাতা ঘটনা সম্পর্কে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দিন কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচন উপলক্ষে ছাত্রদের মধ্যে লড়াই হয়েছিল এবং কয়েকজন আহতও হয়েছিলেন। ঐ ঘটনার জন্য অধ্যক্ষ ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক ভৃগুনাথকে কলেজ থেকে সাসপেনড করেন। ছাত্ররা প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। ঐ বিক্ষোভ প্রদর্শনকালেই টেলিফোনে পুলিশকে ডাকা হয়। দুজন পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিতেই নাকি পূর্বোক্ত গুলিচালনার ঘটনা ঘটে।

ঐ ঘটনার পর ছাত্ররা অধ্যক্ষের গাড়িতে আগুন লাগান, তাঁর গ্যারেজের ভিতরেও আগুন লাগান। নিহত ভৃগুনাথের মরদেহ নিয়ে তাঁরা একটি মিছিল বার করেন। ঝরিয়া-ধানবাদ রোডে গাড়ি চলাচল প্রায় তিন ঘণ্টা বন্ধ হয়ে যায়।

পরে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ কয়েকগাড়ি সশস্ত্র পুলিশ সহ ঘটনাস্থলে যান এবং অবস্থা আয়ত্তে আনেন।

পূর্ব বাংলায় 'অসামরিক' মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপটেমবর—আজ অপরাহ্নে ঢাকায় পূর্ব বাংলার 'অসামরিক' মন্ত্রি পরিষদের ১০ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৯ জন মন্ত্রীই শপথ নিয়েছেন। বাকি একজন কেন শপথ নেননি, তা জানা যায়নি। সরকারীভাবেও এর কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

সকালের দিকে গভরনর ডাঃ এ এম মালিক দশজন মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করেন। তাঁরা হলেন সর্বশ্রী এ এস এম সুলেমান আবু কাশিম, এস হক, এম ইশাক, এ হক, আব্বাস আলি খান, এ কে এম ইউসুফ, এম আমেদ, এম চৌধুরী এবং এম ও মজুমদার। এ'দের মধ্যে কে সেই ব্যক্তি যিনি শপথ নেননি বা নিতে পারেননি? এই প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

শ্রীসুলেমানকে কৃষক শ্রমিক পারটির প্রেসিডেনট বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীদের কয়েকজন নাকি আগে আওয়ামী লীগের লোক ছিলেন।

এই মন্ত্রিপরিষদকে 'অসামরিক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ফৌজী আইন বলবৎ থাকায় এই মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা কার্যত খুবই সীমাবদ্ধ।

অন্য যে-খাবারই আপনি খান্‌ তার শক্তি সঞ্চার করতে জটিল পরিপাক ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, আর তা সময় সাপেক্ষ।

গ্ল্যাক্সোজ-ডি শক্তিদায়ক পাউডারে পরিপাকের ব্যবস্থা আগেই করে রাখা আছে ব'লে শরীর এর পুষ্টিগুণ পলকে আত্মস্থ করে নেয়।

গ্ল্যাক্সোজ-ডি-এর শক্তি যোগানোর ক্ষমতা আপনি নিজেই পরীক্ষা করুন।

ক্লান্ত হ'লেই দু-চামচ গ্ল্যাক্সোজ-ডি জলে বা চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে নয়ত এমনি খেয়ে দেখুন।

নিমেষে আপনি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম ফসফেট ও গ্লাইসেরোফসফেট সমৃদ্ধ।

গ্ল্যাক্সোজ-ডি নিমেষে শক্তি যোগায়

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান খাদ্যের (আর্ডারঙ)।
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা ও উড়িষ্যার — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
আন্দামানে ও রাঁচি . . ২ পয়সা

Tele : ANANDRABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার:—

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০ ০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯০.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ টাকা	xxxx
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	xxxx

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

ইম্পিরিয়াল রিকনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
পোস্ট ব্যাগ নং ১৬ (জি পি ও)
কলিকাতা-১

২৪০ - ১৫ - ২৮৫ - ২০ - ৩৬৫ - ২৫ - ৪৬৫ - ৩০ - ৫৮৫ - ৩৫ - ৬২০ টাকা বেতনক্রমে এবং এই কর্পোরেশনের রুল ও রেগুলেশন অনুসারে প্রদেয় মহার্ঘ ভাতায় ও বাড়িভাড়া ভাতায় স্টেনোগ্রাফার পদসমূহের জন্য দরখাস্ত আহবান করা যাইতেছে। পদটিতে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, মেডিক্যাল এবং লিভ ফেয়ার কনসেশনের সুযোগ পাওয়া যাইবে। স্টেনোগ্রাফাররূপে অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং অন্ততঃ মিনিটে শর্টহ্যাণ্ডে ১২০টি কথা ও টাইপরাইটিং-এ মিনিটে ৬০টি কথার স্পিড থাকিলে গ্র্যাজুয়েটগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখে প্রার্থীর বয়স ৩০ বৎসরের কম হওয়া চাই।

অন্ততঃ নিম্নলিখিত বিবরণী ও বায়ো-ডেটা উল্লেখে দরখাস্ত ইম্পিরিয়াল রিকনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, পোস্ট ব্যাগ নং ১৬, কলিকাতা-১ ঠিকানায় এমনভাবে পাঠাইতে হইবে যাহাতে উহা কর্পোরেশনে ৪ঠা অক্টোবর ১৯৭১ তারিখে বা তৎপূর্বে পৌঁছায়।

ক। পুরা নাম (বড় হাতের অক্ষরে)
খ। ঠিকানা
গ। জন্মতারিখ
ঘ। ম্যাট্রিকুলেশন হইতে শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা (মার্কশীটের অবিকল নকল দাখিল করিতে হইবে।)
ঙ। যে সকল প্রতিষ্ঠানে চাকরী করিয়াছেন তাহা উল্লেখে অভিজ্ঞতা এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত বেতনের পরিমাণ।
চ। দুইজন রেফারির নাম।

দরখাস্তের খামের উপরে পদের নাম লিখিয়া দিতে হইবে।

কর্পোরেশনের কোনো ডিরেক্টর/অফিসিয়ালের সহিত প্রার্থিগণ এই বিষয়ে সাক্ষাৎ করিবেন না। (৯৯৪০-এ)

কর্মখালি

৮—১০ টন ডিজেল রোড রোলার অভিজ্ঞ ড্রাইভার সত্বর আবশ্যক। অনুসন্ধান করুন, হরিপদ মিত্র, ১৬৬, শরৎ বোস গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১। (সি ১৪৯৬)

কর্মখালি

PUBLIC SERVICE COMMISSION, WEST BENGAL
EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO POSTS OF INSPECTOR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES, WEST BENGAL, SEPTEMBER, 1971.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

It is notified for information of the candidates concerned that due to unavoidable reasons the above mentioned examination scheduled to be held on the 22nd, 23rd & 24th September, 1971, is postponed. The revised dates and other particulars of the examination to be held later will be announced in the newspapers in due course.

The Admit Cards sent to candidates should be carefully preserved by them for future use and reference. If any eligible candidate is not in receipt of the Admit Card, he/she should report the fact immediately to the Commission's office at Bhabani Bhavan, Alipore, Calcutta-27 with relevant documents. (118)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

স্থায়ীপদে নির্ধারিত স্কেলে সত্বর একজন কেমিস্ট্রিতে অনার্স/এম এস-সি শিক্ষক আবশ্যক। সম্পাদক, বাল্যগোবিন্দপুর জ্ঞান কর্ম বিদ্যাপীঠ, পোঃ বাল্যগোবিন্দপুর, মেদিনীপুর। (৯৯৮৪)

পাত্রী চাই

ব্যানার্জী (২৯), সম্ভ্রান্তবংশ, কেঃ সঃ কর্মচারী (৪২৫)। উপযুক্ত পাত্রী চাই। বক্স নং ৯৮২৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৬১৩)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

বিক্রয়—মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেনে আংশিক খালি টিনের বাড়ী এবং বর্ধমানে মঙ্গলকোটে ৮ বিঘা ধানি জমি, ইংলিশ পিয়ানো এবং আমেরিকান রেফ্রিজারেটর। ৮৪ নং সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা-১৪ সকাল। (সি ১৬২০)

বাড়ি-ঘর ফ্ল্যাট ভাড়া

৩০/৪০, একটি পৃথক ব্যবস্থা সম্বলিত ঘর চাই—রঞ্জিত মিত্র, পোঃ বক্স নং ২২০৭, কলিকাতা-১। (সি ১৪৮০)

ব্যক্তিগত

এতদ্বারা বম্বে ডাইং-এর নিজস্ব দোকান "বারগেন কাউণ্টার" ১৩এ, রাসেল স্ট্রীট, (কলিকাতা-১৬) তাহাদের পৃষ্ঠপোষকবৃন্দের বিশেষ সুবিধার্থে অদ্য শনিবার ১৮/৯/১৯৭১, সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকা পর্যন্ত খোলা থাকিবে।

বিশেষ আকর্ষণ রেডিমেড সার্ট ও পাজামা সুটের উপর চমকপ্রদ ডিসকাউণ্ট। (১০৪)

আমি অনেকদিন ধরিয়া বুকের রোগে ভুগিতেছিলাম। সাধক প্রবর শ্রীশ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের (৩২/৪ মহারাণী ইন্দিরা দেবী রোড, বেহালা) আশীর্বাদে ভাল হইয়াছি। বংশীধর নায়েক, গ্রাম নহনী, পোঃ পেগর পাড়া, কটক। (সি ১৭০৮)

ভালো পোষাক পরা শিশুকে দেখতেও বড় ভালো লাগে। বিশেষ ডিসকাউণ্টে পোষাক পরিচ্ছদ ক্রয়ের জন্য আসুন—ইণ্ডিয়া'জ হবি সেন্টার, ১/এ, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় আর আপনার বন্ধুদের প্রশংসা বা ঈর্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত হোন। দোকান আজ রাত্রি ৭-৩০টা পর্যন্ত খোলা! (৯৯৬৬ এ)

ক্রয়-বিক্রয়

৬—৮ টন ডিজেল রোড রোলার নূতন/পুরাতন চালু অবস্থায় খরিদ/ভাড়া করিতে একান্ত ইচ্ছুক। অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। ফোন নং ৪৬-৮১০৭, এইচ মিত্র, ১৬৬, শরৎ বোস গার্ডেন রোড, কলি-৩১। (সি ১৪৯৫)

বিক্রয়: ভাল শাল প্রাপ্য ৯/১১ ফুট। জেনারেল ইনজিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোং, ২৪ গোরাচাঁদ রোড, ফোন: ৪৬-১৭১৮। (১০৯.এ)

তীর্থ ও প্রমোদ ভ্রমণ

২৩/১০ লাক্সারী বাসে আহারসহ ২০ দিনে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ ৩৫৫। "ট্যুরিস্ট সেণ্টার" রেল গেট, শ্রীরামপুর। (সি ১৪৯০)

নতুন তীর্থ। ১, ম্যাঙ্গো লেন, কলি-১। ২৫/৯ নেপাল কাঠমাণ্ডু ইত্যাদি ১৩৫। ২৮/৯ পুরী কোনারক ইত্যাদি ৫৫। ৪/১০ নেতার হাট রাঁচি ইত্যাদি ৫৫। ১৬/১০ বৃন্দাবন সহ উত্তর ভারত। (সি ১৬৫২)

যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম

সুলভে বিলাতী দুই যোড়া "আইসক্রীম মেসিন" চালু অবস্থায় বিক্রয়। শ্রীবাণেশ্বর ধাড়া, সাং ভুবনেশ্বরপুর, পোঃ+থানা তমলুক, জেলা মেদিনীপুর। (সি ১৫০৭)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

বায়োকেমিক গৃহ চিকিৎসা

ডাঃ চ্যাপম্যান বায়োকেমিস্ট্রি বাংলা সংস্করণ দাম ছয় টাকা। প্রকাশক—হরেন অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, ৩৪নং স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১। (৮৭১৪এ)

ঔষধ ও চিকিৎসক

যৌন ব্যাধি কি?

কেন? ও তার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অন্যতম প্রতিষ্ঠান—এ রায়, ইণ্ডিয়া ক্লিনিক, ১১৬/১/১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। ফোন : ৩৪-৩৯৪০। (৮৮০০এ)

হোটেল রেস্তোরাঁ

প্যালেস হোটেল

কাভরু রোড, রাঁচি-২ ফোন নং: ২২৬৯৪, ২৪ ঘণ্টা জল বাথরুম সংলগ্ন ঘর প্রতি ঘরে ফোন। সুপরিবেশে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান। (সি ৫৯৫)

টাইপরাইটার

২টি রেমিংটন পোর্টেবল বিক্রয় এবং পুরাতন টাইপরাইটারও কিনি। আর মুখার্জী, ৪৩, গড়পার রোড, কলি-৯। (সি ১৪৯৯)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ
কলিকাতা-২০

হায়ার সেকেণ্ডারি, প্রি ইউ এবং স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কশীট দেখাইয়া কলা ও বিজ্ঞানের নূতন শিক্ষাবর্ষে প্রথম বার্ষিকী ডিগ্রি ও প্রি ইউ ক্লাসে ভর্তি আরম্ভ হইবে। পাশের হার অতি উচ্চ, আসন সংখ্যা সীমিত এবং ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া হয়। নিম্নোক্ত বিষয় পড়ান হয়: (১) ডিগ্রি ক্লাস: অনার্স—ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল এবং মনোবিজ্ঞান। পাস: ইংরেজি, ভার্নাকুলার (বাংলা এবং হিন্দি) অথবা বিকল্প ইংরেজি, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, সেকেণ্ড ল্যাংগুয়েজ (সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি), এডুকেশন, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান এবং রসায়ন 'এ'। ভূগোল অনার্সে বিশেষ স্টাইপেণ্ড। এই শিক্ষাবর্ষ হইতে বি এস-সি অ-গণিত বায়ো-কেমিস্ট্রি গ্রুপ খোলা হইবে।

(২) প্রি-ইউ ক্লাস: ইংরেজি, ভার্নাকুলার (বাংলা এবং হিন্দি) অথবা অল্টারনেটিভ ইংরেজি, ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, বাণিজ্যিক ভূগোল, ভাষা (সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি), গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান ও জীববিদ্যা। (৯৭৭৮)

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন
৩৯, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিঃ-৬

এইচ-এস, এস-এফ এবং পি-ইউ পরীক্ষার ফল ঘোষণার তারিখ হইতে ভর্তি আরম্ভ। ভর্তির সময়—সকাল ৭টা হইতে বেলা ১০-৩০টা পর্যন্ত।

প্রাতঃকালীন ক্লাস ইংরেজী, বাঙ্গলা, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র ও ভূগোলে অনার্স সহ বি-এ। এই বৎসর হইতে পাস কোর্সে 'এডুকেশন' প্রবর্তিত হইবে। পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যায় অনার্স সহ বি এস-সি (বায়োলজিক্যাল ও ফিজিক্যাল উভরই)। পি-ইউ—আর্টস ও সায়েন্স। ইচ্ছামত কম্বিনেশন লওয়ার সুযোগ। মেধাবী ছাত্রীদিগকে উদার কনসেশন দেওয়া হয়। (৯৯৬০)

নীলাম

জুয়েলারী নীলাম

অদ্য রবিবার, বেলা ১০॥ ঘটিকায় ভিক্টর ব্রাদার্স (গভঃ নীলামদার) ৫৯/সি, পার্ক স্ট্রীটে, কলিকাতা-১৬ হীরা-পান্নার নেকলেস, ব্রেসলেট, কানপাশা, আংটি, বোতাম ইত্যাদি মনোমুগ্ধকর সৌখীন জড়োয়া গহনা প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিবেন। অদ্য ২টায় জিনিষ দেখা যাইবে। (সি ১২৬৯)

রেলওয়ে

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

আদ্রাতে ক্লাস থ্রি স্টাফের জন্য ঠিকাদারের ইট দ্বারা স্যানিটারী ফিটিংসসহ ২৪ ইউনিট টাইপ ২ কোয়ার্টার্স (দ্বিতল) নির্মাণ ৫-১০-১৯৭১ হইতে ১৬-১০-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত কাজের দিন ডিভিসনাল ক্যাশিয়ার, আদ্রা-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত ৫, টাকার মানি রিসিট দেখাইয়া প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে বায়না হিসাবে ৪,৫০০, টাকা সহ সীলকরা টেণ্ডার (টেণ্ডার নোটিস নং: জি/২২/এস/২১/৭১) ১৯-১০-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত এবং ঐ সময়ে খোলা হইবে।

বায়নার টাকা ব্যতীত টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইবে।

ডিভিসনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট (এঞ্জিনিয়ারিং)/আদ্রা
পিআর/এসই/পিএ/১/এজি—১১৬
(৯৯৪২)

নোটিশ

কলিকাতা-৭ অধীন ১১৩ মনোহর দাস চক ঠিকানায় মেসার্স দে ব্রাদার্স ৭-৯-৭১ তারিখে বড়বাজার এলাকায় পঃ বঃ সেল ট্যাক্স ডিক্লারেশন ফরম নং বি/৪ ৩৭৫২৬২ হইতে বি/৪ ৩৭৫২৭৫ ইত্যাদি সম্বলিত একটি হ্যাণ্ড ব্যাগ হারাইয়াছেন। যদি কেহ উহা পাইয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে জানাইবেন এবং যদি কোন ব্যক্তি/কোম্পানী ফরমগুলি ব্যবহার করেন, তবে কোম্পানী তজ্জন্য দায়ী নহেন। (সি ১৭০৫)

টেণ্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, ১নং বস্তি ইমপ্রুভমেণ্ট ডিভিসন, সি পি ডব্লু ডি, ২৩৪/৪, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, (মেজানিন ফ্লোর), কলিকাতা-২০, সি পি ডব্লু ডি-এর এবং রাজ্য পি ডব্লু ডি, এম ই এস, রেলওয়ের অনুমোদিত ও যোগ্য ঠিকাদার এবং স্বয়ংশাসিত সংস্থা, সরকারী আণ্ডারটেকিং, কর্পোরেশনের অনুমোদিত ও তালিকাভুক্ত ঠিকাদার এবং যাঁহারা কোনো সম্পাদন সংস্থায় সন্তোষজনকভাবে কাজ সম্পাদন করিয়াছেন ও আয়কর পরিশোধের হালসময়ের শংসাপত্র আছে তাঁহাদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য শতকরা হারে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করিতেছেন এবং উহা ২৪-৯-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে:

(১) উত্তরে পিকনিক গার্ডেন রোড, দক্ষিণে বেদিয়াডাঙ্গা রোড, পশ্চিমে বণ্ডেল (রেলওয়ে সাইডিং) রোড এবং পূর্বে জি এস বোস রোড ও বেদিয়াডাঙ্গা ফার্স্ট লেন (১৩নং ব্লক) সীমানার মধ্যে স্যানিটারি ম্যাট্রিন, জলসরবরাহের জন্য পাইপলাইন ইত্যাদি সংস্থাপনসহ বর্তমান রাস্তা, ফুটপাথ ড্রেন-এর উন্নয়ন কাজ।
সাব-হেড: রাস্তা, ফুটপাথ ও ড্রেন।
অনুমিত ব্যয়: ১,২৫,৫১৬, টাকা।
বায়নার পরিমাণ: ৩,১৩৮, টাকা।

(২) দক্ষিণে বেদিয়াডাঙ্গা রোড, পূর্বে পিকনিক গার্ডেন রোড, পশ্চিমে বোসপুকুর রোড (১৫নং ব্লক) সীমানার মধ্যে সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং টিউবওয়েল ইত্যাদি সংস্থাপনসহ বর্তমান রাস্তা, ফুটপাথের উন্নয়ন কাজ।
সাব-হেড: রাস্তা, কালভার্ট এবং ফুটপাথ।
অনুমিত ব্যয়: ১,১০,৪৫৭, টাকা।
বায়নার পরিমাণ: ২,৭৬০, টাকা।

ঐদিনই বেলা ৩-৩০টায় টেণ্ডার খোলা হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া/স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া/ট্রেজারিতে বায়নার টাকা জমা দিতে হইবে এবং প্রাপ্ত চালান টেণ্ডারের সহিত জমা দিতে হইবে অথবা ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কর্তৃক গ্যারাণ্টি প্রদত্ত কোনো শিডিউল ব্যাঙ্কের 'ডিপজিট অ্যাট কল রিসিট' আকারেও জমা দেওয়া যায়। ২২-৯-৭১ তারিখ পর্যন্ত প্রতি কাজের জন্য ১০, টাকা (দশ টাকা) আদায় (অফেরতযোগ্য) দিলে তাঁহার অফিসে যে কোনো কাজের দিন বিকাল ৫টা পর্যন্ত টেণ্ডার ফরম ও শর্তাবলী পাওয়া যাইবে। যে সকল ঠিকাদার উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বায়নার টাকা জমা দিবেন না তাঁহাদের টেণ্ডার সরাসরি বাতিল করা হইবে।

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার
(৯৯১১)

ত্রিপুরা সরকার
এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিস, আগরতলা ডিভিসন নং ১
আগরতলা

১৯৭১-৭২ সালের টেণ্ডার নং ৩৪ আহবায়ক সংক্ষিপ্ত নোটিস।

নিম্নলিখিত কাজের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, আগরতলা ডিভিসন নং ১, আগরতলা, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক রেলওয়ে, সি পি ডবলিউ ডি, ও সন্নিহিত রাজ্যের প্রকৃত অভিজ্ঞ সম্পত্তিপন্ন ও তালিকাভুক্ত রেজিস্টার্ড ঠিকাদারদের (যথোপযুক্ত শ্রেণীর) নিকট হইতে ২৪-৯-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত পি ডবলিউ ডি ফরম নং ৮-তে দফাওয়ারি দরের ভিত্তিতে সীলকরা খামে টেণ্ডার পুনরায় আহবান করা হইতেছে:—

"রাজবাড়ি নর্থ হইতে মিলিটারী রোড পর্যন্ত চওড়া করা সহ আর এম এস চৌমোহনী হইতে কর্নেল চৌমোহনী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও চওড়া করা/আর এম এস চৌমোহনি হইতে কর্নেল চৌমোহনি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও চওড়া করা/বর্তমান সার্ফেসের রিসেকশনিং এবং ওয়াটার বাউণ্ড ম্যাকাডাম দ্বারা রাস্তা চওড়া করা, অনুমিত ব্যয়: ৮৩,২২৪, টাকা, বায়নার পরিমাণ ৮৩৩, টাকা। কাজ শেষ করিবার সময় ৬ (ছয়) মাস।

২০-৯-৭১ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন বেলা ১টা পর্যন্ত (অনুরূপ ধরনের কাজ সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতার দলিলগত প্রমাণ এবং আয়কর পরিশোধের হালসময় পর্যন্ত বৈধ শংসাপত্র দেখাইয়া) নিম্নবর্ণিতের অফিসে অফেরৎযোগ্য ৫, (পাঁচ) টাকা মূল্যে শর্তাবলী ও টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। বায়নার টাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া/ট্রেজারিতে/সাব-ট্রেজারিতে জমা দিতে হইবে এবং প্রাপ্ত চালান অথবা কোন শিডিউল্ড ব্যাঙ্কের উপর কাটা "ডিপজিট অ্যাট কল" রসিদ টেণ্ডারের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে, অন্যথায় টেণ্ডার বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। সম্ভব হইলে টেণ্ডার সেইদিনই বেলা ৩-৩০টায় খোলা হইবে। (৯৯০৯)

নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, হাউসিং কনস্ট্রাকশন ডিভিশন নং ৪, ২১ ক্যেণ্ডারডাইন লেন, কলিকাতা-১২ কর্তৃক নির্ভরযোগ্য, সম্পত্তিপন্ন, অভিজ্ঞ, প্রকৃত বাহিরের স্যানিটারি ও প্লাম্বিং ঠিকাদার এবং রুল অনুযায়ী পি ডাব্লিউ ডির রেজিস্টার্ড স্যানিটারি ও প্লাম্বিং ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় ও বায়নার পরিমাণ প্রত্যেকের পার্শ্বে যথাক্রমে দেওয়া হইল। (১) ডায়মণ্ডহারবার রোডে (সেণ্ট এলিজাবেথ গার্লস স্কুলের বিপরীত দিকে) ইণ্টিগ্রেটেড সাবসিডাইজড হাউসিং স্কীম অধীনে ফ্ল্যাট নির্মাণ—স্যানিটারী ও প্লাম্বিং কাজ—গ্রুপ ১—৭২টি ফ্ল্যাট; ৬৩,৪০০, টাকা; ১২৬৮, টাকা। গ্রুপ-২—৬৪টি ফ্ল্যাট, ৫৬,২০০, টাকা, ১১২৪, টাকা। (২) ডায়মণ্ডহারবার রোডে (সেণ্ট এলিজাবেথ গার্লস স্কুলের বিপরীত দিকে) লো ইনকাম গ্রুপ হাউসিং স্কীম অধীনে ফ্ল্যাট নির্মাণ—স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ; ৮১,৩০০, টাকা; ১৬২৬, টাকা। টেণ্ডার আহবানের বিস্তারিত নোটিস, স্পেসিফিকেশন, বিশেষ শর্তাবলী, দফার তফসিল ইত্যাদি উপরোক্ত এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে যে কোন কাজের দিন (শনিবার বাদে) বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে দেখা যাইবে। টেণ্ডার উপরোক্ত এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার কর্তৃক ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত তাঁহার অফিসে গৃহীত হইবে।

৩৬৭৫(২) আই পি আর/এ/৭১
(১১৪)

খুলনায় ২ জন পাক গান-বোট চালক খতম

মুজিবনগর, ১৭ সেপ্টেম্বর—খুলনায় হরিনগরে গত ১০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের গেরিলাদের শক্তিশালী গ্রেনেডের মুখে পড়ে ২ জন পাক গানবোট চালক নিহত হয়। এই খবর দিয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা।

বিলম্বে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায়, বরিশালের বানারিপাড়ায় গত ৯ সেপ্টেম্বরে ২৮ জন পাক সেনা এবং রাজাকর মুক্তিবাহিনীর হাতে খতম হয়। এখানে সম্প্রতি একটি পাক সামরিক শিবির খোলা হয়েছে।

সংবাদে বলা হয়েছে, গেরিলারা ওই শিবির সংলগ্ন একটি পুকুর সাঁতার কেটে পার হয় এবং গ্রেনেড ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে শত্রুসেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংকার ভেঙে চুরমার করে ফেলা হয়। শত্রুসেনাও খতম করা হয়। এই সংঘর্ষে গেরিলাদের কেউ কেউ আহত হয়। —পি টি আই

সিমলা বৈঠকে পঃ বঙ্গের কংগ্রেস (নব) সদস্যরা যোগ দিতে পারবেন

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর—নব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস (নব) কমিটি ভেঙে দেওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিখিল ভারত কংগ্রেস (নব) কমিটিতে নির্বাচিত সদস্যদের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না।

আগামী ৮ অকটোবর থেকে সিমলায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (নব) যে অধিবেশন শুরু হচ্ছে তাতে ওই রাজ্যের সদস্যদের যোগ দিতে দেওয়া হবে।

ভোটার তালিকায় নাম তোলার তারিখ পেছোবার আবেদন

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা

২৪ পরগণা জেলা সি-পি-এম-এর সম্পাদক শ্রীনীরেন ঘোষ এম পি এক বিবৃতিতে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি, সংশোধন প্রভৃতির ব্যাপারে সময় সীমা আরও একমাস পিছিয়ে দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ বিষয়ে সেপটেম্বর-এর মধ্যে আবেদন করার জন্য নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিলেও ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোটার তালিকা নির্বাচন অফিসগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংকটের মুখে

—সমর গুহ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর—বাংলা দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে একটি সর্বদল পরামর্শদাতা কমিটি এবং পাল্টা গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করায় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম এখন এক সংকটের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন সংসদ সদস্য অধ্যাপক সমর গুহ।

তিনি বলেছেন, সোভিয়েটপন্থী নেতাদের নিয়ে এই সর্বদল কমিটি গঠন করাতেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আর এটা করা হয়েছে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ, মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব সম্প্রসারিত করা না হলে সোভিয়েট রাশিয়া ও তার সহযোগী দেশগুলির কাছ থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য পাওয়া যাবে না।

লেডি হার্ডিঞ্জ শীল্ড পুলিশের

স্টাফ রিপোর্টার

লেডি হার্ডিঞ্জ শীল্ডের ফাইনাল খেলায় পুলিস ২—০ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে দিয়েছে। গোল করেন এলবার্ট ও রাউথ।

আজ থেকে দিল্লিতে বাংলাদেশের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপটেম্বর—আগামীকাল থেকে এখানে বাংলাদেশ সম্পর্কে তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হচ্ছে। দেশের সব প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সংসদ সদস্য, আইনবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং ৩০টি দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই সম্মেলনে যোগ দেবেন।

সম্মেলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানানো হয়েছে—নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়া, সি পি আই-এর অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি এবং সি পি এম-এর শ্রী পি রামমূর্তি ও শ্রীবাসব পুন্নিয়াও সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।

এর আগে শোনা গিয়েছিল যে, নব কংগ্রেস এবং দুই কম্যুনিসট পার্টি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করবে না। তবে ওই দলগুলির মুখপাত্ররা জানিয়েছেন—দলের নেতারা ব্যক্তিগতভাবে সম্মেলনে যাচ্ছেন।

সম্মেলনে অন্য যেসব নেতৃবৃন্দ যোগ দেবেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী (জনসঙ্ঘ), শ্রীকর্পূরী ঠাকুর (সোস্যালিসট পার্টি), শ্রী এন জি রঙ্গ (স্বতন্ত্র), আচার্য জে বি কৃপালনী, শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন এবং শ্রী এম সি চাগলা। কয়েকটি রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষও যোগ দিচ্ছেন।

ব্রিটেন, আফগানিস্থান, সিংহল, নেপাল, ইনদোনেশিয়া, মালয়েশিয়া লেবানন, ইউ এ আর এবং অসট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরাও সম্মেলনে যোগ দেবেন। —ইউ এন আই

নব কংগ্রেস ও সি পি আই যোগ দিচ্ছে না

পি টি আই জানাচ্ছেন, আগামী কাল থেকে যে সমেলন শুরু হচ্ছে নব কংগ্রেস ও সি পি আই তাতে যোগ দিচ্ছে না।

তবে সি পি এম-এর পক্ষ থেকে শ্রী পি রামমূর্তি ও শ্রী এম বাসবপুন্নিয়া সম্মেলনে উপস্থিত থাকছেন।

বাংলাদেশ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন বিশ্ববিবেক জাগাবে

—রাষ্ট্রপতি গিরি

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপটেম্বর—রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে এক বার্তায় বলেছেন, বাংলা দেশ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আন্তর্জাতিক সমাজের বিবেককে জাগ্রত করার ব্যাপারে সাহায্য করবে।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে রাষ্ট্রপতি শুভেচ্ছা পাঠিয়ে বলেছেন, আমি আশা করি এবং বিশ্বাস রাখি যে, বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানের উপায়ও পথের একটা সন্ধান শীঘ্রই পাওয়া যাবে। আগামীকাল এখানে এই সম্মেলন আরম্ভ হচ্ছে।

তিনি আরও বলেছেন, আন্তর্জাতিক সমাজের পক্ষে আছি হিসাবে আমরা বাংলা দেশ শরণার্থীদের সাময়িকভাবে আশ্রয় দিয়েছি। আমাদের সীমান্ত পথ আমরা বন্ধ করে দিলে তা আমাদের পক্ষে অমানবিক কাজ হত এবং আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিরোধী হত। —পি টি আই

মাদ্রাজে রাষ্ট্রপতি

মাদরাজ, ১৭ সেপটেম্বর—রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি এয়ার ইনডিয়ার একখানি বিমানে আজ নয়াদিল্লি থেকে মাদরাজ এসেছেন। —পি টি আই

বাংলাদেশ আইনজীবী সমিতি

বাংলাদেশ আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে জানান হয়, গত ১৫ সেপটেম্বর মুজিবনগরে শাহ আমাল বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের আইনজীবীদের এক সভায় বাংলাদেশ আইনজীবী সমিতি গঠন করা হয়। বাংলা দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মুস্তাক আমেদ-এর সভাপতি এবং কাজী আবদুল খালেক সম্পাদক।

ত্রিপুরায় হাসপাতালের ভিতরেও পাক গোলা

১৭ সেপটেম্বর—বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল জুড়ে মুক্তিবাহিনী পাক সামরিক বাহিনী ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়, মুক্তিযোদ্ধারা ১০ থেকে ১৪ তারিখের মধ্যে নোয়াখালি, কুমিল্লা এবং শ্রীহট্ট জেলাতেই ৯৮ জন পাক সেনা ও তাদের দালাল ২৫ জন রাজাকরকে খতম করেছেন।

বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তিবাহিনী রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল হল লক্ষ্মণ ও ফেনীর মধ্যে। মুক্তিযোদ্ধারা এখানে প্রায় ৫০ ফুট লম্বা একটি রেল সেতু উড়িয়ে দেয়। মতিগঞ্জে ও সোনাপুরেও মুক্তিবাহিনী সাফল্য লাভ করে।

অন্য এক খবরে জানা যায়, ত্রিপুরার একটি মহকুমা শহর কামালপুরে পাক গোলাগুলি এসে পড়লে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীরা তার পাল্টা জবাব দেন। কিন্তু তিন ব্যক্তি পাক গোলায় নিহত হন। সরকারী হাসপাতালের সীমানার মধ্যেও কয়েকটি গুলি পড়ে বলে।

পুণায় দিশি মদ খেয়ে এপর্যন্ত ৫৬ জনের মৃত্যু

১৭ সেপ্টেম্বর—পুণোলি থেকে দিশি মদে আক্রান্ত যে ৯৬ জনকে বোম্বে আনা হয়েছিল তার মধ্যে ৫ জন আজ ভোরে মারা যায়। এ নিয়ে এ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল মোট ৫৬। আরও ৬ জনের অবস্থা আশংকাজনক।

গত পরশু পুণোলিতে প্রায় ২০০ জন গ্রামবাসী দিশি মদ খেয়েছিল। ... পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

গ্র্যাণ্ড পূজা সেল
শান্তিনিকেতন ব্যাগের উপর রিবেট ৫০%—৬০%। লোকেনির কটেজ (নিতাইবাবুর দোকান), নর্থ রেঞ্জ ৮১—৮৩, নিউ মার্কেট। (সি ১৪০১)

এক্সাইড ও লুকাস ব্যাটারী বিক্রয় ও সার্ভিসিং এবং অটোমোবাইল মেরামত
দক্ষিণ কলকাতায়
ব্যানসেন অটো ইলেকট্রো
১১৩ শরৎ বোস রোড, কলিকাতা—২৯
ফোন: ৪৬-৯৪৮২
(৯৬৮৯এ)

মেলোটোন

"মাধুরী" তিন ব্যাণ্ড টেবিল ট্র্যানজিস্টার
মেলোটোন রেডিও কোং
১১৪এ, অরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৪
ফোন-৫৫-৬৪৮৭

৩ বছর পরে
আবার পাওয়া যাচ্ছে।
বিহারের কুটির শিল্পের সামগ্রী (বেডকভার, দরজা ও জানালার পর্দা, টেবিলক্লথ, গৃহসজ্জার উপকরণ, দরি, সুতীর কারপেট, শার্টিং, ভাগলপুরী চাদর এবং বিহারের নানারকম হ্যাণ্ডিক্র্যাফট)
১০% বিশেষ পূজা রিবেট
২৫ সেপ্টেম্বর, '৭১ পর্যন্ত
বিহার এমপোরিয়ম
(বিহার সরকারের একটি সংস্থা)
১৪৫, রাসবিহারি অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
ফোন: ৪৭-৫৬৪৭
(৯৮২০এ)

P3 ৪৮০
• সুঠাম গঠনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তৈরী
ELASTIC STRAP

অর্থাৎ ... সাপোর্ট
ছোট • মাঝারী • বড়

আবার এসেছে!
বোম্বের ফ্রক এবং বেল-বটম্ সেট
এইমাত্র খোলা হয়েছে! নূতন ডিজাইন, অপূর্ব আইডিয়া, সুলভ মূল্য বাচ্চাদের নিয়ে
গড়িয়াহাটের হরলালকায়
আসুন
রকমারী ডিজাইনের বাহার অফুরন্ত স্টক
হরলালকা
টেক্সটাইলস
• ২০৬/১, রাসবিহারী এভেন্যু

সব ঋতুতেই চলে
ভিকো
(রেজিঃ)
সূতী হ্যাণ্ডলুম শাড়ী
সেরা জিনিসের প্রতীক
"VEECO" REGD Fabrics
রূপবতীর জন্য শাড়ি
•
ভিকো শাড়ি
খুশি করবার প্রতিশ্রুতি দেয়।
•
রুচিসম্পন্নদের মনোলোভা ভিকো শাড়ি
Manufacturers:
K. S. VEE & Co.
89, Rangai Gowder St.
COIMBATORE-1.
॥ সকল বড় বড় দোকানে পাওয়া যায় ॥
OSR
(৯৩০৫)

কিনুন
নগদ অথবা সহজ কিস্তিতে
ট্রানজিস্টার রেডিও টেপ রেকর্ডার
TELEFUNKEN

কেসিসি
সেলস এম্পোরীয়াম
৫৩৬, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
৬৬, ভূপেন্দ্র বোস এভিনু কলিকাতা-৪
১৪কে, দমদম রোড কলিকাতা-৩০
ফোন ২২৯৪১৭
২২৭০৫৪
I44

হরলালকার SALE এ
আরো নূতন নূতন স্টক দেওয়া হ'ল
মূল্য ৩০% ৪০% কম
• কলেজ স্ট্রীট (YMCA বিল্ডিং)
• ৪৫ সি, গ্রে স্ট্রীট
• ৫২/১/১, কলেজ স্ট্রীট

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

জাতীয় সাঁতার ও ব্যাডমিনটনের স্থান ও কাল ঘোষিত

দিল্লী, ১৭ সেপটেম্বর—এবারের জাতীয় সাঁতার হবে ২৪—২৮ অকটোবর আমেদাবাদে। জাতীয় ও আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিনটন হবে ১২—১৯ ডিসেম্বর, মাদ্রাজে।

ভারত-সিংহল সাঁতার দ্বন্দ্ব হবে কলামবোয় ৬ ও ৭ নবেমবর। ভারতীয় সাঁতারু দল নির্বাচিত হবে জাতীয় সাঁতারের পর। —পি টি আই

পূজায় চাই নূতন শাড়ী—তাই জানাই আমন্ত্রণ
শাড়ীর মেলা
নিউ বেনারসী হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট জং (পূবে) কলিকাতা-১ ফোন: ৩৪-৮৮৮৩

রাজ্য ওয়াটারপোলো দল গঠনের প্রশিক্ষণ না প্রহসন চলছে

স্টাফ রিপোরটার

অকটোবরে জাতীয় ওয়াটার পোলো চ্যামপিয়নশিপের জন্য বাংলা দল গঠনের উদ্দেশ্যে গোলদীঘিতে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ২৪ জনকে ডাকা হয়েছিল কিন্তু অর্ধেকও হাজিরা দিচ্ছে না। প্রশিক্ষণ দায়িত্ব অতীতের তিনজন খেলোয়াড়ের উপর ন্যস্ত।

এই প্রশিক্ষণ সম্পর্কে খ্যাতনামা ওয়াটার পোলো খেলোয়াড় দিলীপ দেব কথা প্রসঙ্গে জানালেন, যৌথভাবে তিন কোচের ভাণ্ডার দাঁড়িয়ে কোচিং এর দাপট সামলাতে খেলোয়াড়রাতো হিমসিম খাচ্ছে। ও'রা জলে নেমে তালিম দিলে খুবই ভাল হয়। তাছাড়া, নির্বাচক কমিটির সদস্যদের অবশ্যই এ সময় হাজির থাকা উচিত। কিন্তু একজন ছাড়া আর কাউকে হাজির দেখা যায় না। আগেই দল গড়ে এবং কয়েকজন বাড়তি খেলোয়াড় নিয়ে নিবিড় কোচিং করলেই ভাল হত। অনুশীলনের পর ক্লাস করা উচিত কিন্তু সেটাও হচ্ছে না। পুরো ব্যাপারটাই মনে হচ্ছে প্রহসন।

রাজ্য সাঁতার চ্যামপিয়নশিপস হাস্যকর হয়ে পড়েছে

স্টাফ রিপোরটার

সাঁতারের মান যে কোথায় নেমেছে শুক্রবার গোলদীঘিতে রাজ্য সন্তরণে তার নমুনা পেলাম। দু' দিনে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে কোন রেকরডই নেই। তিনটি রেকরড হল শুধু বালক বিভাগে। এছাড়া, সাঁতারুদের উৎসাহের অভাবে এবং বিভিন্ন ক্লাবের দলাদলিতে ৪টি বিষয়ের প্রতিযোগিতাই হল না। পুরুষদের ২০০ মিটার বাটার ফ্লাই-এর ফাইনালে দু'জন সাঁতারুর নাম ছিল, কিন্তু দু'জনেই অনুপস্থিত। মহিলাদের ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলেতে প্রতিযোগী মাত্র দু'জন এবং তার অন্যতম ন্যাশনালের গীতা দে না আসায় অনুষ্ঠানটি পরিত্যক্ত হয়। ১৬ বছরের নীচে পুরুষদের ৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেতে একা বৌবাজার টীম হাজির। পুরুষদের ফ্রি স্টাইল রিলেতেও একই ঘটনা। এরই ফলে কর্মকর্তারা চারটি বিষয়ের প্রতিযোগিতা হবে না ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন।

পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সাঁতারুর অভাব, প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব। আগে যে সব রেকরড আছে তার চেয়ে অনেক বেশী সময়ে সাঁতারুরা সাঁতার কাটলেন।

১৫ বছরের নীচে বালক বিভাগে ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে বৌবাজারের সুধীর দাস ৫ মিনিট ৯·২ সেকেনডে রাজ্য রেকরড প্রতিষ্ঠা করে এবং এটি জাতীয় রেকরডের থেকে কম সময়। অবশ্য রাজ্য রেকরডের সময় জাতীয় রেকরডের সময়ের চেয়ে অনেক কম। রাজ্য রেকরড ছিল সুব্রত দাসের ৫ মিঃ ১৫·৫ সেঃ।

১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে (বালক ১৬ বছরের নীচে) ন্যাশনালের কল্যাণ পাল ১ মিনিট ২৩ সেকেনডে জাতীয় রেকরডের থেকেও কম সময়ে রাজ্য রেকরড প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৬৮ সালে শিবশঙ্কর ধরের রাজ্য রেকরড হয় ১ মিঃ ২৩·৩ সেকেনড। জাতীয় রেকরড ১ মিঃ ২৩·২ সেঃ।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে (বালক ১৪ বছরের নীচে) বৌবাজারের অশীষ দাস ১ মিঃ ১৯·৯ সেকেনডে রাজ্য রেকরড করে। এই বিষয়ে রতন ব্যানারজির রেকরড ছিল ১ মিঃ ২১·২ সেঃ।

আন্তঃ জেলা টেবল টেনিসে

বর্ধমানের 'ডাবল'

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার ইডেনের ইনডোর স্টেডিয়ামে বর্ধমানের পুরুষ দল হাওড়াকে ৫—০ খেলায় হারিয়ে আন্তঃ জেলা টেবল টেনিস চ্যামপিয়ন হল। গতদিন তাদের বালক ও মহিলারা যথাক্রমে আন্তঃ জেলা চ্যামপিয়ন ও রানার আপ হয়েছিল।

বর্ধমানের খেলোয়াড়রা হাওড়াকে হারিয়েছে; শ্রীকান্ত চৌরাশিয়া ২১—১৫, ২১—১৫ স্মরণ দাসকে; দিলীপ চ্যাটারজি ২১—৫, ২১—১৪ প্রদীপ চ্যাটারজিকে; অজিত বসু ২১—১৬, ২১—১০ রবীন জয়সওয়ালকে; শ্রীকান্ত চৌরাশিয়া ১৯—২১, ২১—৮, ২১—১৯ প্রদীপ চ্যাটারজিকে; অজিত বসু ২১—১৮, ২১—১৭ পয়েনটে স্মরণ দাসকে।

এদিন রাজ্য টেবল টেনিসের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা শুরু হয়। আজ শনিবার সকালে বালিকা, মহিলা ও পুরুষদের এবং বিকালে বালিকা ও পুরুষদের প্রথম ও দ্বিতীয় রাউনডের খেলা হবে।

কলকাতা রেসের অশ্ব ঘোষণা

অশ্ব ঘোষ

১ম বাজী ॥ ম্যাজিক ব্যাগ; ২য় বাজী ॥ গডেস অফ লাক, মিঃ লম্বু, রকেটি (ফ্লুক); ৩য় বাজী ॥ হোমরুল, জেট ক্লিপার; ৪র্থ বাজী ॥ মাচ এডো, কীর্তি, গোল্ডেন ল্যান্স (ফ্লুক); ৫ম বাজী ॥ দি সুদর্শন, স্টেপটো; ৬ষ্ঠ বাজী ॥ সত্যকাম, প্রিন্স দীপ, অমৃত বাণী।

আজকের পক্ষীরাজ মাচ এডো
(রেস আরম্ভ শনিবার বেলা ২-৩০ মিঃ)

অলউইন
সাইজ অনুসারে দাম এবং পরিবার অনুসারে সাইজ
উৎসবে বিশেষ ডিসকাউণ্ট
মিনি ৩০ কমে
স্নো ৪০ কমে
প্রিন্স ৪৫ কমে
কুইন ৫০ কমে
কিঙ ৬০ কমে
আপনার নিকটবর্তী অলউইন ডিলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন
জোনাল অফিস : ৬১, দিলারজং রোড, কাশীপুর, কলিকাতা-২। শো-রুম : ২১৬বি, গানফাউণ্ড্রি, হায়দ্রাবাদ। পশ্চিমবঙ্গ : আসানসোল : মেসার্স পি. জে. জেনস অ্যাণ্ড কোং। কলিকাতা : মেসার্স হরি মিউজিক হাউস; মেসার্স ব্যালেরিনা; মেসার্স ইলেকট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউটর্স; মেসার্স ইস্টার্ন ইলেক অ্যাণ্ড ট্রেডিং কোং; মেসার্স ইস্ট ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোং; মেসার্স ইস্টার্ন ট্রেডিং কোং; মেসার্স জি. এস. ব্রাদার্স; মেসার্স মডার্ন ইলেক্ট অ্যাণ্ড রেডিও এম্পোরিয়াম; মেসার্স এন. বি. সেন অ্যাণ্ড ব্রাদার্স; মেসার্স শুগেন'স। দুর্গাপুর : মেসার্স দুর্গাপুর মোটরস। খড়্গপুর : মেসার্স ভাণ্ডারী অ্যাণ্ড সন্স। শিলিগুড়ি : মেসার্স সিনহল ব্রাদার্স।

উদ্যমী লোকেরা যোগ দিন!
তৃতীয় নিখিল ভারত
সিজার্স স্কুটার দৌড়শক্তি প্রতিযোগিতা

প্রথম ও দ্বিতীয় নিখিল ভারত সিজার্স স্কুটার দৌড়শক্তি প্রতিযোগিতার আশ্চর্য সাফল্য দেখে সিজার্স প্রস্তুতকারকেরা এ বছর তৃতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন।

প্রতিযোগিতাটা কী নিয়ে?
এটা দ্রুতগতির পরীক্ষা নয়। এ হচ্ছে ভারতে তৈরী স্কুটারের দৌড়শক্তি আর নির্ভরযোগ্যতার পরীক্ষা। এই পরীক্ষার দুটি পর্যায়:
(১) প্রাথমিক পরীক্ষা হবে বোম্বাইতে ১৭ই অক্টোবর ১৯৭১, এবং কলিকাতা, পাটনা, দিল্লী, লখনউ, রায়পুর, মাদ্রাজ, এর্ণাকুলম, বিজয়ওয়াড়া ও আজমীর এই নয়টি কেন্দ্রে একসঙ্গে ৩১শে অক্টোবর ১৯৭১।
(২) প্রতিটি প্রাথমিক পরীক্ষায় সময়ের বিচারে শীর্ষস্থানীয় দুজন ক'রে প্রতিযোগীকে ডাকা হবে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য। এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে লখনউতে আগামী ১৩ই ও ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭১।

যোগদানের শেষ তারিখ: ১১ই অক্টোবর ১৯৭১

প্রবেশ ফী নেই:
১. যে কোনও ভারতীয় নাগরিক এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন। তবে তাঁর চালু ড্রাইভিং লাইসেন্স অবশ্যই থাকা চাই। ২. প্রতিযোগীদের প্রবেশপত্র পূরণ করতে হবে ও তাতে নাম সই করে প্রবেশপত্রে দেওয়া ঠিকানায় জমা দিতে হবে। ৩. বিভিন্ন পেট্রল স্টেশনে, অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন এবং ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানীর বিভিন্ন অফিসে এই প্রবেশপত্র পাওয়া যাবে। যাবতীয় নিয়মকানুন প্রবেশপত্রে দেওয়া হয়েছে। ৪. প্রতিযোগিতা চলাকালীন প্রতিটি প্রতিযোগীর জীবনবীমার ব্যবস্থা করবেন প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারাই এবং তার জন্যে প্রতিযোগীদের টাকা দিতে হবেনা।

প্রতিযোগিতায় যোগদানের আগে নিয়মগুলি ভাল ক'রে পড়ে নেবেন।

রায়পুর পুলিশ, কোচিন ল্যামব্রেটা ক্লাব ও এফ. আই. এ.এ.র যৌথ উদ্যোগে এবং নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহের সহায়তায় এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে: এ.এ.ই.আই, ইউ. পি. এ.এ, এ.এ.ইউ.আই, ডবলিউ. আই. এ. এ. এবং মাদ্রাজ মোটর স্পোর্টস ক্লাব।

পুরস্কার
প্রাথমিক পরীক্ষায়

বিজয়ী	নগদ পুরস্কার ৮০০ টাকা
রানার-আপ	নগদ পুরস্কার ৪০০ টাকা
১২টি যোগ্যতা পুরস্কার	প্রতিটি ৩০ টাকা

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায়

বিজয়ী	নগদ পুরস্কার ৫০০০ টাকা
রানার-আপ	নগদ পুরস্কার ২০০০ টাকা
সান্ত্বনা পুরস্কার	১০০০ টাকা
৫টি যোগ্যতা পুরস্কার	প্রতিটি ২০০ টাকা

সিজার্স সিগারেট প্রস্তুতকারকদের দ্বারা সংগঠিত

খেটে খাই, ষোল-আনা তৃপ্তি চাই — সিজার্স সব সময় তৃপ্তি দেয়।

শতাব্দীর একটি নাম
ডাঃ নরেন্স
এন্টি বল্ড
হেয়ার অয়েল

ইষ্টকিষ্ট:
কিং এণ্ড কোং, কলিকাতা
(সকল শাখা)
(১৫৫২এ)

নৈনোল
কেবল দুই ফোঁটায় আরাম
চক্ষু জ্বালা, লাল চক্ষু, ফোলা, ঘা, জল পড়া, ইত্যাদিতে খুব উপকারি।

দিল্লী কেমিক্যালস্ এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ
৪ দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী।
স্টকিস্ট : আমিন অ্যাণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ, ৮০ কলুটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১
ভারত অ্যাণ্ড কোং, ৫৫/৭৪ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, কলিকাতা।

পূজা সেল!
অসম্ভব কম দামে পুরুষ ও বাচ্চাদের জামাকাপড়!
শাড়ীতে
বিশেষ ডিসকাউণ্ট
৩০% থেকে ৪০%
আমদানি করা ব্রেসিয়ারে
৫০% ডিসকাউণ্ট
MANJULA
৬/৩বি লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলকাতা

উৎসবের মরশুমের জুতো
আসন্ন উৎসবের দিনে চাই এমন কিছু যা চোখে পড়বে এবং চোখে পড়াবে। এবারের বাটার পসরা অন্যান্য বছরকে হার মানিয়েছে। উৎসবের সাজে সাজানো বাটার দোকানে নিজে এসে একবার দেখে যান পদশোভার কী বিচিত্র আয়োজন। রুচি, রং, শৈলী, উপকরণ—সব দিক দিয়েই সর্বাধুনিক। যে যেমনটি চান তাই পাবেন, নানান উপাদানে নানা রঙে আর নকশায় তৈরি বাটার জুতোয় উৎসবের মেজাজ। আরামে পরার দিক থেকে এ জুতোর জুড়ি নেই।

বন্দে মাতরম
আনন্দবাজার পত্রিকা
শনিবার, ১ আশ্বিন, ১৩৭৮

দিনের বাণী

নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

শত্রুরা এখনও সক্রিয়

আবার নাশকতা। ষড়যন্ত্রীরা এবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই, অভীষ্ট অনেকখানিই পূর্ণ। করিমগঞ্জের অদূরে একখানি যাত্রিবাহী ট্রেন উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ২৬০ মিটার রেলপথ সম্পূর্ণ ধ্বংস, যাত্রী-বোঝাই ছয়টি কামরা লাইনচ্যুত। বেশ কয়েকজন আহত, প্রাথমিক সংবাদ—একজন নিহত। নিহতের সংখ্যা অবশ্যই আরও বাড়িতে পারে। আরও উদ্বেগজনক সমাচার গাড়িটিতে সামরিক বাহিনীর লোকেরাও ছিলেন। স্পষ্টতই বোঝা যায়, ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য একাধিক। এক, পরিবহণ তথা যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করা। দুই, সামরিক বাহিনীকে বিপাকে ফেলা। শত্রু এক ঢিলে দুই পাখি মারিতে চাহিয়াছিল, সম্পূর্ণ সফল না হইলেও ঢিলটি দুইকেই স্পর্শ করিয়াছে। সাময়িকভাবে ত্রিপুরার সঙ্গে রেল-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাছাড়া, অন্তত একজন জওয়ান অতর্কিতে প্রাণ হারাইলেন। এই বিস্ফোরণ অতএব ফাঁকা আওয়াজ মাত্র নহে। ইহার অন্তর্নিহিত বার্তাটি এখনও না ধরিতে পারিলে ভবিষ্যতে গভীরতর দুর্ভোগ অনিবার্য।

আসামে এটাই প্রথম নাশকতার ঘটনা নহে। বস্তুত গত জুলাই হইতে বাংলা এবং আসামে একের পর এক ঘটনা ঘটিয়াই চলিয়াছে। ত্রিপুরা এবং মেঘালয়ও অক্ষত নাই, তবে সবচেয়ে বেশী সংক্রমিত মনে হয় কাছাড় করিমগঞ্জ অঞ্চল। পাক বাহিনীর গোলাবর্ষণের ফাঁকে ফাঁকে ওই এলাকায় চলিয়াছে নিয়মিত অন্তর্ঘাত। ইহার পিছনে কাহার হাত বুঝিতে অসুবিধা নাই। মুক্তিযোদ্ধা গেরিলার প্রত্যুত্তরে পাক-হানাদারেরা অন্তর্ঘাতে দক্ষ ভাড়াটিয়া চর-বাহিনী মাঠে নামাইয়াছে। সে সংবাদ আজ আর গোপন নাই। ইয়াহিয়ার এটা আর-এক রণনীতি। আমেরিকায় তালিম-লওয়া সে সব নকল গেরিলার লীলাক্ষেত্র ছিল এককালে কাশ্মীর,—এখন ভারতের পূর্বাঞ্চল। শরণার্থীদের ভিড়ে মিশিয়া এই চরেরা অবশ্যই দলে দলে ভারতে ঢুকিয়াছে হয়তো এখনও ঢুকিতেছে। কিন্তু নাশকতার প্রকৃত বলিবে মস্তিষ্ক যাহাদেরই হোক, ক্রীড়াশীল সব কয়টি হাত পরদেশী নহে। করিমগঞ্জের ধর্মনগর সেকশনে ট্রেন ঘায়েল হওয়ার পর কাছাকাছি গ্রাম হইতে পাক-চর ধরা হইয়াছিল। এবার যে সাত জন ধরা পড়িয়াছে তাহারা ইয়াহিয়ার সাকরেদ হইলেও জাতিপরিচয়ে নাকি ভারতীয়। এই খবর অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ।

পেশাদার চর দুই-চারিজন সব দেশেই হয়তো জন্মায়। কিন্তু বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক নাশকতার কর্মসূচী বলিতেছে—এখানে জন্মাইতেছে ঝাঁকে ঝাঁকে; সকলে হাতেনাতে ইয়াহিয়ার সেবা করিতেছে এমন নাও হইতে পারে। কিন্তু তাহারা নিশ্চয় দুশমনের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছে। তাহা না হইলে রাশি রাশি বিধ্বংসী মাইন খুঁজিয়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই রাশি রাশি চরও ধরা পড়িত। সৈন্যবাহিনীর সতর্কতার ফলে ইতিমধ্যে একাধিক বড় রকমের বিস্ফোরণ এড়ানো সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু সেই সব অস্ত্র যাহারা পাতিয়াছিল তাহারা ধরা না পড়িলে বিপদ যে থাকিয়াই যায় এবারকার ঘটনা তাহা জানাইয়া গেল। সুতরাং, জরুরী প্রয়োজন আজ চিড়িয়াদের সেই বাসাগুলি ভাঙা। সেটা শুধু সামরিক বাহিনীর কর্তব্য হইতে পারে না। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব অনস্বীকার্য। বিষয়টা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্ন, স্থানীয় পুলিসের কর্তব্যের এলাকা। তাঁহারা ব্যর্থ হইলে অবশ্যই অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে পাকিস্তানকেও জানাইয়া দিতে হইবে—ভারতে অন্তর্ঘাত চালানোর খেসারত অনেক। কিন্তু তাহার আগে প্রয়োজন—নিজের ঘর সাফাই করা। সরাসরি জানাইয়া দেওয়ার সময় আসিয়াছে—বিভীষণ বা মীরজাফরের ঠাঁই এখানে নাই। দেশদ্রোহিতা পাপ। আর পাপের 'বেতন' যদি মৃত্যু হয় তবে ভারতীয় নাগরিক হইলেও কেহ যেন কোনও দাক্ষিণ্য ভোগ না করেন। অন্তর্ঘাতীদের শাস্তি উদাহরণমূলক হোক,—এটাই কাম্য।

রাজনীতি — অন্য রাজ্যে

সাম্প্রতিক কয়েকটি সিদ্ধান্তে নব-কংগ্রেস-নেতৃত্বের সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় মিলিয়াছে। সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক উভয় দিকেই—কেননা একটা নহিলে আর-একটা চলে না। এবং মনে হয় সবটারই লক্ষ্য নানা রাজ্যে আগামী নির্বাচন—বোধ হয় ছয় মাসও বাকী নাই। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি রাখিয়া দিলে পরিণামে নির্বাচনেই অসুবিধা।

ফলে প্রথমেই নেতৃত্বকে বলিতে হইয়াছে যে যে রাজ্যে নব-কংগ্রেস শাসনে আসীন সেই সেই রাজ্যে আপাতত মুখ্যমন্ত্রী-বদল আর নয়; মুখ ফুটিয়া এই আশ্বাসটা দিতে হইল কেন? অব্যবহিত হেতু হিসাবে মনে আসে তিনটি রাজ্যের নজির—রাজস্থান, অন্ধ্র আর মহারাষ্ট্র। রাজস্থানে শ্রীমোহনলাল সুখাড়িয়াকে বিস্তর বুঝাইয়া-সুঝাইয়াও কাজ হয় নাই, আবার মঞ্চ হইতে তাঁহার প্রস্থানেই যে সব সমস্যা জল হইয়া গিয়াছে তাহাও বলা চলে না। দলের ভিতরের চাপে শেষ পর্যন্ত শ্রীসুখাড়িয়া সরিয়া যদিও দাঁড়াইলেন তবু স্থিতি বা স্বস্তি ঠিক ঠিক বোধ হয় ফিরিয়া আসিল না যদি আসিত তাহা হইলে ওই রাজ্যে অ্যাড হক কমিটী বসানোর দরকার হইত না।

বরং অন্ধ্রে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডির নিষ্ক্রমণে দলীয় ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব মনে মনে খুশীই হইয়াছেন। বস্তুত শ্রীরেড্ডিকে গদি ছাড়িতে বাধ্যই করা হইয়াছে। নেতৃত্বের হিসাব ও আশা সম্ভবত এই যে, শ্রীরেড্ডি চলিয়া গেলে তেলেঙ্গানার বিদ্রোহীরা দলে আবার ফিরিয়া আসিতে সহজেই সম্মত হইবেন। তাহাতে খালি দলেরই নয় রাজ্যের মুশকিলেরও সমাধান।

নূতন অ্যাড হক তালিকায় অন্ধ্রও আছে। সিদ্ধান্ত যেখানে যেখানে ঘোষিত হইয়াছে সেখানে তো হইয়াছেই, বাকী কোথায়, পরবর্তী তালিকায় কাহারা, তাহা লইয়াই এখন যা জল্পনা। ইহার পরে কি মধ্যপ্রদেশ কিংবা ত্রিপুরা? দুই মুলুকেই বিদ্রোহী অংশ গোঁকে তা দিতে পারেন, এই ধারণায় যে অ্যাড হক-এর শিকা ছিঁড়িলে মুখ্যমন্ত্রীদের বিদায় দেওয়া কঠিন হইবে না। মহারাষ্ট্রের চিত্রটি অবশ্য তুলনায় কিছু অস্পষ্ট। এই রাজ্য সুশাসিত বটে, সেই হিসাবে সারা দেশের রীতিমতো দর্শনীয় গর্ব কিন্তু সেখানেও আলাদা 'বিদর্ভ' রাজ্যের দাবি দানা বাঁধিতেছে। মনে হয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সেইটাই ভাবনা। এই আদরের মুলুকে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা ঢুকিয়া পড়ুক তাঁহারা স্বভাবতই সেটা চান না। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনায়েক। তাঁহার প্রশাসনিক নৈপুণ্য সম্পর্কে সংশয় নাই, কিন্তু বিদর্ভ তো আর সেই দিক হইতে ব্যাপারটাকে দেখিতেছে না! বিদর্ভ একেবারে বিগড়াইয়া গেলেই বিপত্তি। সেইজন্যই, কতটা কেন্দ্রীয় নেতা হিসাবে কতটাই-বা মহারাষ্ট্রীয় নেতা হিসাবে তাহা বলা যায় না, তবে শ্রীচাবন আগেভাগেই গাহিয়া রাখিয়াছেন যে, নির্বাচনের পরেও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বহাল থাকিবেন শ্রীনায়েকই। একটু খটকা বাধিতেছে। মহারাষ্ট্র নব-কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি, সুতরাং ক্ষমতায় কংগ্রেসের কায়েম থাকিয়া যাওয়া লইয়া খটকা নয়। খটকা এইখানে যে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন নির্বাচিত দলীয় সদস্যদের ভোটে। এইভাবে মনোনয়নের অর্থাৎ অগ্রিম চেক লিখিয়া দিবার অধিকার শ্রীচাবনের আছে কি? অথবা শ্রীনায়েকের এই ভরসা-বাক্যের দরকার হইয়া পড়িয়াছিল? রঙ্গমঞ্চে "সাহানা-রজনী" বলিয়া একটা কথা আছে। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেও কি শ্রীচাবনের ঘোষণাও তেমনই একটি আশ্বাসবাণী? মুখ্যমন্ত্রীরা যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকিবেন, হইবেও-বা এই সিদ্ধান্তটা লওয়া হইয়াছে বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া—এক কথায় শ্রীনায়েকের প্রয়োজনে।

খুচরা পয়সা, পাইকারী দুঃখ

দেশে খুচরা পয়সার টানাটানি দেখা দিয়াছে। এক কথায়—উধাও। তবে বাতাসে উড়িয়া যায় নাই। শোনা যায় এই অন্তর্ধানের পিছনে কিছু জাদুকরের হাত আছে, তাহারা নাকি পয়সার ভিতরে টাকার সন্ধান পাইয়াছে। ফলে যাহা ছিল সিকি আধুলি কিংবা পাঁচ-নয়া দশ-নয়া তাহা গলিয়া ধাতুপিণ্ড হইয়াছে। তাহার নগদ মূল্য খুচরায় কুলায় না। এই রূপান্তর উপলক্ষেই লোকান্তর—খুচরা বাজার হইতে একেবারে দেশান্তরী। টানাটানি অবশ্য টাকারও। অধিকাংশ মানুষেরই পকেটে টাকা নাই। বিশেষত এই পূজার বাজারে। ঈশ্বরগুপ্তের ভাষায় পরিস্থিতির বিবরণ: "কী হইবে কী করিবে ভেবে লোক মরে/দেনা ঝাঁকি হাত খাঁকি, চাকি নাই ঘরে!" পূজার বাজারে অবশ্য খুচরা পয়সার বিশেষ কোনও ভূমিকা নাই। তাহাতে চাঁদা চুকাইয়া দেওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না; জামা জুতা তো পরের কথা, খুচরা পয়সায় দুই খিলি পূজা-স্পেশাল পান মেলে কি না সন্দেহ। সুতরাং, পূজার সময় বলিয়া নহে খুচরা পয়সার অভাব বোধ হয় আরও বেশী অনুভূত হইবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। যথা: ট্রামে বাসে, মুদির দোকানে।

শ্রীকৃষ্ণের মতো টাকারও অষ্টোত্তর শতনাম। টাকার আধ্যাত্মিক মহিমাও অনস্বীকার্য। সে মহিমা কিন্তু পয়সাতেও বিলক্ষণ। বস্তুত যাহা টাকা তাহাই পয়সা। যাহা পয়সা তাহাই টাকা। ইংরাজীতে কথা আছে—পেনির উপর নজর রাখ, পাউণ্ড লইয়া ভাবনা নাই। খুচরা পয়সার উপর কিছু কিছু মানুষের আকর্ষণ প্রমাণ করিতেছে আমাদের দেশের মানুষও এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন নহেন। কেহ কেহ খুচরাকে টাকা বানাইতেও জানেন। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যও অবশ্যই আছে। টাকার প্রধান গুণ, লোকে বলে ইহা শরীরকে গরম রাখে, মনকে প্রফুল্ল। সে-কারণেই নাকি টাকার আর-এক নাম সিলভার-টনিক। একালে বোধ হয় পেপার-টাইগারের মতো পেপার-টনিক বলাই ভাল। পেপার-টনিকের যত গুণই থাক, প্রধান দোষ—নোটখানা ভাঙাইলেই উবিয়া যায়। খুচরা পয়সার সবই দোষ, সরব, কিন্তু কাজের বেলায় নিষ্কর্মার ঢেঁকি, গর্জনের সঙ্গে বর্ষণের কোনও মিল নাই। খুচরা পকেটের ওজন বাড়ায়, কিন্তু বোধ হয় পকেটধারীর ওজন কমায়। বড়মানুষি খুচরাটা ফেরত না লওয়া।

লজ্জার মাথা খাইয়া স্বীকার করিব—সে বড়মানুষি দেখাইবার ক্ষমতা সকলের নাই। ট্রামে টাকাটি দিলে টিকিটের সঙ্গে প্রাপ্য খুচরা পয়সাগুলিও অবশ্যই গুনিয়া লইতে হইবে। অন্যত্রও তাহা না করিয়া উপায় নাই। সাধারণ গৃহস্থের জীবন যেমন খুচরা সুখ-দুঃখের যোগফল, তাহার সংসারও তেমনই খুচরা-পয়সানির্ভর। সেখানে পয়সার বদলে পোস্টকার্ড কী ভাবে সমস্যার মীমাংসা করিবে? পোস্টকার্ডে দুঃখের কথা লিখিয়া জানানো যায়, কিন্তু খুচরার দুঃখ তাহাতে মেটে কি? বিলাতে নাকি একসময় শ্রমিকদের মজুরি মিটাইয়া দেওয়া হইত বীয়ার-এ। একেবারে "লিকুইড মানি"! পোস্টকার্ড সে-রকম কিছু সরস বস্তু নহে। সুতরাং, খুচরা পয়সার বদলে পোস্টকার্ড অনেকের কাছেই নাকের বদলে নরুনের মতো ঠেকিতে পারে। সাধারণের প্রার্থনা তা-ই, পোস্টকার্ড নয়, ব্রাউন্ড পীস, পলিথিনের থলি, প্ল্যাস্টিকের বালতিও নয়,—খুচরা পয়সাই চাই। অস্কার ওয়াইল্ড একবার বলিয়াছিলেন—আমাকে বিলাস সামগ্রী দাও, আমি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিছু চাই না। আমরাও তেমনই বলিতে পারি—টাকা দাও খুচরা চাই না। সেটা যখন কপালে নাই তখন পাবলিকের কথা—ন্যায্য প্রাপ্য নয়া পয়সাগুলি ফেরত দাও,—আর-কিছু চাই না।

ষৎকিঞ্চিৎ

যাঁহারা গ্যাসে রান্না করেন, গ্যাস-সরবরাহের অভাবে তাঁহাদের খুবই অসুবিধার, বলা চলে, সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কলিকাতাতে তো বটেই, পাটনা রাঁচি জামসেদপুর শহরেও গত প্রায় এক মাস ধরিয়া এই সংকট চলিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, কেবল কলিকাতা ও পাটনা শহরেই পাঁচ হাজার গ্যাস-সিলিণ্ডারের অর্ডার জমিয়া রহিয়াছে, সরবরাহ করা সম্ভব হয় নাই। বারৌনি তৈল-শোধনাগার জলবেষ্টিত হইয়া থাকায় সিলিণ্ডারে তরল গ্যাস ভর্তি করা সম্ভব হয় নাই, আর উত্তর-বিহারের রাস্তাগুলি প্রবল বর্ষণে ভাঙিয়া গিয়াছে—গ্যাস-সরবরাহে এই দুইটি কারণই নাকি বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। সরবরাহ স্বাভাবিক হইতেও নাকি আরও তিন-চার সপ্তাহ সময় লাগিবে। সরবরাহ যে-কারণেই ব্যাহত হউক না কেন, যাঁহারা রান্নার কাজে গ্যাস ব্যবহার করেন, তাঁহাদের যে গ্যাস-সরবরাহের অভাবে কী নিদারুণ দুর্ভোগ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। কাজেই সরবরাহ ত্বরান্বিত করার জন্য ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্তৃপক্ষ চেষ্টার যেন কোন ত্রুটি না করেন। প্রসঙ্গত বলিতে হয়, এরূপ সঙ্গত কারণ ছাড়াও মাঝে-মাঝেই গ্যাস-সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার কথা শুনা যায়। পরিচালনে অব্যবস্থার ফলেই সেরূপ হয় বলিয়া মনে করিতে হয়। ভবিষ্যতে তাহা যাহাতে না হয়, কর্তৃপক্ষ সে দিকেও যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

ছাত্র ধর্মঘটের প্রতিবাদ

শুক্রবার বিভিন্ন ছাত্র সংস্থা ধর্মঘটের বিরোধিতা করে বিবৃতি দেন।

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের সভাপতি শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে জানাচ্ছেন যে, শনিবার কয়েকটি ছাত্র সংগঠন যে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে তা সম্পূর্ণ ছাত্র স্বার্থের বিরোধী ও অযৌক্তিক। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এই ছাত্র ধর্মঘটকে ছাত্র পরিষদ সমর্থন করছে না। পরন্তু প্রত্যেকটি স্কুল কলেজ খোলা রাখবার জন্য সকল ছাত্র ছাত্রী বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

শ্রীমুখোপাধ্যায় আরও বলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন, আজ বাংলার সমস্ত স্কুল কলেজ যথারীতি খোলা থাকবে এবং ধর্মঘটের উদ্যোক্তাদের সংগ্রামী জবাব দেবে ছাত্র সমাজ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুধীর সাহা এক বিবৃতিতে জানাচ্ছেন যে, শনিবার যে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে সেটা সম্পূর্ণই ছাত্র স্বার্থের পরিপন্থী। শুধু তাই নয়, এই ধর্মঘট কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তাঁরা এই ধর্মঘটের তীব্র প্রতিবাদ করছেন। এই সংগে আরও জানাতে চান যে, আজ আইন কলেজের ক্লাশ, অফিসের কাজকর্ম ইত্যাদি নিয়মিত চালু থাকবে।

আইন-শৃঙ্খলাকে যৌথতালিকাভুক্ত করার প্রস্তাবে বাস্তবতা আছে

সংবিধান সংশোধনের নতুন একটি প্রস্তাব সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে ঘোষিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের ডিরেকটর-জেনারেল বলেছেন, আইন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানের যৌথ তালিকার সংশোধন হতে পারে।

সাধারণভাবে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব বর্তমান রাজ্য সরকারের। সংবিধানের সপ্তম তপসিলে রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বাধীন যে ছেষট্টিটি বিষয়ের উল্লেখ আছে তার প্রথম দুটি হচ্ছে "পাবলিক অর্ডার" ও "পুলিশ"। আটক আইন ও ফৌজদারী আইন সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় অবশ্য যৌথ তালিকার অন্তর্ভুক্ত; তবে তার ফলে আইন ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে কেন্দ্রের কোনরকম হস্তক্ষেপের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সংশোধনী আইনে এ সম্পর্কে কী প্রস্তাব করা হবে তা এখনও জানা যায়নি। সি-আর-পি-র ডিরেক্টর জেনারেলের পক্ষে তা ঘোষণা সম্ভবও নয়। বস্তুত তিনি যেটুকু তথ্য প্রকাশ করেছেন তাই নিয়ে তাঁকে হয়ত অনেক বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে, কারণ এই ধরনের বিতর্কমূলক ও মৌলিক সংশোধনের প্রস্তাব উচ্চ পর্যায়ের মন্ত্রীদের দ্বারাই ঘোষিত হয়, আমলাদের মারফত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী এ বিষয়ে কিছু না বলছেন ততক্ষণ "পাবলিক অর্ডার" ও "পুলিশ" সরাসরি রাজ্য তালিকা থেকে যৌথ তালিকায় স্থানান্তরিত করা হবে অথবা আইন ও শৃঙ্খলার আরও কিছু অংশ কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ কর্তৃত্বাধীন করা হবে তা নিয়ে সংশয় থেকে যাবে।

তবে যে ধরনের সংশোধনী প্রস্তাবই হোক না কেন তার উপর বিতর্কের প্রচণ্ড ঝড় উঠবেই। আইন ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব এখন যেভাবে বিন্যস্ত তার কোন পরিবর্তন হলে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা খর্ব হবে এবং সেই অনুপাতে কেন্দ্রের ক্ষমতা বাড়বে। যেসব রাজ্যে শাসক কংগ্রেস ক্ষমতাসীন সেসব রাজ্য সরকার কেন্দ্রের চাপে বা দলীয় শৃঙ্খলার স্বার্থে হয়ত প্রতিবাদে সোচ্চার হবেন না কিন্তু যে দুটি রাজ্যে শাসক কংগ্রেস সরকারে নেই সেখানে প্রতিবাদ, এমন কি প্রতিরোধও অবশ্যম্ভাবী।

তাছাড়া, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিক্ষোভ তো আছেই। সি-আর-পি-কে কেন্দ্র করে কেরলে ও পশ্চিম বাংলায় সি-পি-এম একটি আন্দোলন সৃষ্টির চেষ্টা অনেকদিন করে চলেছে। এই দলের মতে সি-আর-পি একটি দখলদাল বাহিনী, কেন্দ্রীয় সরকার যে বিভিন্ন রাজ্যকে, বিশেষত পশ্চিম বাংলাকে, তাদের উপনিবেশে পরিণত করতে চান তারই পরিচায়ক এইসব রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সি-আর-পি নিয়োগ।

*

বর্তমান ব্যবস্থায় কোন রাজ্যে সি-আর-পি নিযুক্ত হলে তাকে রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হয়। যেমন হয় সেনাবাহিনীকেও। অবশ্য ভারতের যে কোন স্থানে কেন্দ্রীয় সরকার সি-আর-পি বাহিনী পাঠাতে পারেন, কিন্তু সে-বাহিনীকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হবে কিনা তা স্থির করার ভার রাজ্য সরকারের। পশ্চিম বাংলায় দ্বিতীয় যুক্ত ফ্রন্ট-এর আমলে রাজ্য সরকারের বিনা অনুমতিতে এ রাজ্যে কেন্দ্র সি-আর-পি বাহিনী রাখতে পারেন কিনা তা নিয়ে তর্ক উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে, ভারতের যে কোন এলাকায় সি-আর-পি বাহিনী প্রেরণের অধিকার কেন্দ্রের এবং প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নিরাপত্তার জন্য এই বাহিনী নিয়োগের ক্ষমতাও কেন্দ্রের আছে। কিন্তু কেন্দ্রের ক্ষমতা এই গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাজ্য সরকারের বিনা অনুমোদনে এর বেশি কোন ক্ষমতা সি-আর-পি-কে কেন্দ্র দিতে পারেন না।

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী শুধু সি-আর-পি-কে নিয়ে নয়। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব বরডার সিকিউরিটি ফোর্স-এর। বি-এস-এফ গঠনের সময় পশ্চিম বাংলার তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারই ঘোর আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং এই বাহিনী নিয়োগের ফলে সীমান্ত এলাকায় যৌথ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে সীমান্তের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এ আশঙ্কাও তাঁরা বারবার প্রকাশ করেছিলেন। কার্যক্ষেত্রে তাঁদের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে।

বিভিন্ন রাজ্যে নিয়োজিত তৃতীয় কেন্দ্রীয় বাহিনী হচ্ছে ইনডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স। এ বাহিনী এখনও

শংকর ঘোষ

সম্পূর্ণ গঠিত হয়নি। শোনা যায়, এই বাহিনী সম্পর্কে কেন্দ্রের বিরাট পরিকল্পনা আছে। কেন্দ্রের শিল্প প্রকল্পগুলির নিরাপত্তার ভার এই বাহিনীকে দেওয়া হবে এবং এই বাহিনী সম্পূর্ণ গঠিত হলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রকে আর রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর করতে হবে না। এই বাহিনীর দায়িত্ব শুধু প্রকল্পগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে অথবা প্রকল্পের কর্মীদের জন্য যেসব উপনগর গড়ে উঠেছে সেগুলিতেও প্রসারিত হবে তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে শুধু প্রকল্পের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম বাংলার যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের মধ্যে এক দফা লড়াই হয়ে গেছে।

সংবিধান সংশোধনের পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে, সংবিধান প্রণয়নের সময় দেশে যে রাজনৈতিক অবস্থা ছিল তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সংবিধান যে ইতিমধ্যে চব্বিশবার সংশোধিত হয়েছে এবং পঁচিশতম সংশোধনের প্রস্তাব সংসদের অনুমোদন লাভ করেছে তার মূল কারণ এই পরিবর্তন। সংবিধান প্রণেতারা বিচক্ষণ ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁরা ভবিষৎ দ্রষ্টা ছিলেন না। তাঁরা ১৯৪৯ সালে যে-সংবিধান রচনা শেষ করেন সে-সংবিধান যে নিরবধিকাল ভারতের কোটি কোটি মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে পারবে না এই সহজ সত্যটি বুঝেছিলেন বলেই তাঁরা সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থাপত্রও সংবিধানেই সন্নিবিষ্ট করে গেছেন।

মানুষ মাত্রেই সমকালের বন্দী। আমাদের সংবিধান প্রণেতারাও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। সংবিধান প্রণয়নের সময় দূর ভবিষ্যতে কংগ্রেসের দেশব্যাপী সর্বময় প্রভাব ক্ষুণ্ণ হলে কী অবস্থার উদ্ভব হতে পারে তা পুরোপুরি অনুমান করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেটুকু অনুমান তাঁরা করেছিলেন তারই ভিত্তিতে সংবিধান রচিত হয়েছিল, অনুমান বহির্ভূত পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার মোকাবিলার জন্য সংবিধান সংশোধনের নিয়মাবলী তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

সংবিধান প্রণেতারা নিশ্চয়ই মনে করেননি যে, এদেশে কংগ্রেসের অপ্রতিহত প্রভাব চিরকাল বজায় থাকবে। সংবিধান প্রণেতারা সবাই কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে অকংগ্রেসী দলের সদস্যও ছিলেন, নির্দল সদস্যও ছিলেন। অন্তত তাঁরা নিশ্চয়ই এ-আশা পোষণ করতেন যে একদিন তাঁদের দল কেন্দ্রে না হোক, কোন কোন রাজ্যে কংগ্রেসের স্থলাভিষিক্ত হবে। তা সত্ত্বেও কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী সংবিধান প্রণেতারা যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার একচেটিয়া অধিকার অঙ্গরাজ্যগুলিকে দিয়েছিলেন, তার কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন, কেন্দ্রে একদলের সরকার ও রাজ্যে আর এক দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও দুই দলের সরকারই দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সমান ব্যগ্র থাকবেন; এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই সরকারের কোনও মতভেদ থাকবে না।

*

যে সময় সংবিধান রচিত হয় সেসময় এই মনোভাবই স্বাভাবিক ছিল। অঙ্গরাজ্যগুলির প্রাণকেন্দ্র থেকে দিল্লির ভৌগোলিক দূরত্ব অনেক হওয়ায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রাত্যহিক দায়িত্ব রাজ্যকে দেওয়া হয় কিন্তু দেশ রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রের থাকে। তখন কেউই এ-আশঙ্কা করেননি যে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যাতে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার ফলে দেশের নিরাপত্তা ব্যাহত হবে। সঙ্গে সঙ্গে সকলে এ-আশাও করেছিলেন, সেরকম কোন পরিস্থিতি হঠাৎ উপস্থিত হলে রাজ্য সরকার স্বেচ্ছায় যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন যাতে কেন্দ্রের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ না ঘটে।

গত কয়েক বছরে দেখা গেছে, সব রাজ্য সরকারই আইন ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে সমমতাবলম্বী নন। কেন্দ্র বা অন্য রাজ্য যে ঘটনাকে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সেটিকে সামান্য বলে উড়িয়ে দিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দেশের নিরাপত্তার জন্য কারও চেয়ে তাঁরা কম সতর্ক নন এই দাবি করা সত্ত্বেও কোন কোন রাজ্য সরকার অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, এ-নজীরও আছে।

এই গাফিলতির জন্য কেবল রাজ্য সরকারের অকর্মণ্যতাই যদি দায়ী হত তাহলে উদ্বেগের বিশেষ কারণ থাকত না। সেখানে কেন্দ্র রাজ্য সরকারকে সতর্ক করতে পারতেন, প্রয়োজন হলে নিরাপত্তা বাহিনী পাঠিয়ে রাজ্য সরকারকে সাহায্যও করতে পারতেন। কিন্তু সবক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অকর্মণ্যতা বা আলস্য দায়ী নয়। কোন কোন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় পরামর্শ অগ্রাহ্য করেছেন, কেন্দ্রীয় সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। যার ফলে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে এই সব আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী ও অন্তর্ঘাতী শক্তিগুলির পিছনে কোন কোন রাজ্য সরকারের পরোক্ষ সমর্থন আছে।

রাজ্যে এই সব শক্তিগুলির ক্ষমতা ও কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে কেন্দ্রের পক্ষে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। বর্তমান অবস্থায় অভ্যন্তরীণ আইন ও শৃঙ্খলা ও দেশের নিরাপত্তার ব্যবধান লুপ্ত হয়ে গেছে। আইন ও শৃঙ্খলার অবনতির মধ্য দিয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি সম্ভব যাতে আগ্রাসী শক্তি এদেশ আক্রমণে প্রলুব্ধ হতে পারে। তেমনি ব্যাপক অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের ফলে জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রের দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বানচাল করাও সম্ভব। কাজেই আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নটি দেশরক্ষার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করার কাল শেষ হয়েছে। দুটি প্রশ্নই এখন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আইন ও শৃঙ্খলাকে সংবিধানের যৌথ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবে সেই বাস্তব অবস্থাকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রতিযোগিতা যদি সুস্থ হত, যদি সেই প্রতিযোগিতা ক্ষমতাদখলের লড়াইয়ে পরিণত না হত, যদি দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাকে সকল দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হত তাহলে এই প্রস্তাবের প্রয়োজন হত না।

মেয়র নিজের দলের কাউন্সিলারদের হাতে আটক

স্টাফ রিপোর্টার

শুক্রবার কলকাতা পৌরসভায় মেয়র তাঁর নিজের দলের কাউন্সিলার ও তাঁর অনুগামীদের হাতে আটক হন।

আটক করেন সদলে শ্রীকালিমুদ্দিন সামস। তিনি মেয়রের দল ফরওয়ারড ব্লকেরই সদস্য। কেবল তাই নয়, শ্রীসামসের দাবিগুলির অন্যতম তাঁর এলাকার জল ও নিকাশীর সুব্যবস্থা। জল ও নিকাশী কমিটির সভাপতি শ্রীসামস স্বয়ং। শ্রীসামসকে শেষ পর্যন্ত মেয়রের ঘরের সামনে শতরঞ্চি বিছিয়ে অনশনেও বসতে দেখা যায়। ব্যাপারটা অন্যান্য কাউন্সিলারদের কৌতুকের খোরাক জুগিয়েছে। এই সঙ্গে আরও ঘটনা—ক্ষমতাসীন জোটের অন্যতম শরিক নব কংগ্রেসের দুজন সদস্য শ্রীরামপিয়ারি রাম এবং শ্রীলক্ষ্মণ সিংও এদিন অনুরূপ দাবিতে অধিবেশন কক্ষেই অনশনে বসেন।

মেয়র দু দলকেই প্রতিকারের আশ্বাস দেন।

অধিবেশন মুলতুবি

শুক্রবার কলকাতা পৌরসভা কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে অধিবেশন মুলতুবি রাখে।

এদের মধ্যে আছেন নিকিতা ক্রুশ্চেভ, আছেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া কাউন্সিলার আবু হাফিজ মহম্মদ ইসমাইল, নাট্য পরিচালক শ্রীসতু সেন এবং বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের শ্রীসুকুমার রায়।

অধিবেশনের সভাপতি রূপে ডেপুটি মেয়র শ্রীপান্নালাল দাস এদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর সদস্যরা এক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে পরলোকগতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

নোট ছাপাবার ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপটেমবর—নোট ছাপার ব্যাপারে ভারত সরকার আধুনিক এবং সূক্ষ্ম কারিগরীর আশ্রয় নিচ্ছেন। জাল নোট ছাপানো যাতে খুবই অসুবিধাজনক হয়, এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য তাই।

আজ একটি সুইস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই মর্মে ভারত সরকারের চুক্তি হয়েছে যে, তাঁরা এ কাজের জন্য দুটি মেশিন পাঠাবেন, যাতে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় নম্বর ছাপানোর ব্যবস্থা আছে। মেশিন দুটির মূল্য ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। প্রথম মেশিনটি ১৯৭২ সালের ডিসেমবরে ডেলিভারি দেওয়া হবে। দ্বিতীয়টি আসবে তার তিন মাস পরে।

মধ্যপ্রদেশের দেওয়াসে একটি নতুন ব্যাংক নোটের প্রেস বসানো হচ্ছে। নাসিক প্রেসকেও ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

পাক নাশকতায় সাহায্য করলে কঠোর শাস্তি

কাছাড়ের অধিবাসীদের প্রতি আসাম সরকার

শিলং, ১৭ সেপটেমবর—আসামের কাছাড় জেলায় পাক চরদের তৎপরতা ব্যাপক ভাবে বেড়ে যাওয়ায় আসাম সরকার কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা চিন্তা করছেন। গত বুধবার করিমগঞ্জের কাছে ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্তের জন্য বহু ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী আজ সাংবাদিকদের একথা জানান। তিনি বলেন, তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় স্থানীয় জনসাধারণ এ ধরনের নাশকতায় সাহায্য করছেন, তাহলে সরকার স্থানীয় জনসাধারণের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন। সম্প্রতি পাক নাশকতায় লিপ্ত সন্দেহে ৫৮ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতের পরিচয়

গৌহাটি, থেকে পাওয়া এক খবরে জানা যায়, করিমগঞ্জের কাছে গত বুধবার ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত জওয়ানের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তিনি সামরিক বাহিনীর ল্যান্স নায়েক শ্রীজগদীশ চাঁদ।

করিমগঞ্জে টাইম বোমা ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার

করিমগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, গতকাল করিমগঞ্জের কাছে নিলাম বাজারে পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তাঁর কাছে কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া যায়। এছাড়া বদরপুর থানা নয়াগ্রাম এলাকায় ১৫ কেজি বিস্ফোরক পদার্থ, দু বোতল অ্যাসিড, আমেরিকার তৈরি ২টি ব্যাটারি ও টাইম বোমা প্রভৃতি উদ্ধার করা হয়। পাকচরেরা এই বিস্ফোরক পদার্থ ওই এলাকায় রেখেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। করিমগঞ্জে পাকচর সন্দেহে ৪০ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

সম্পাদক সমীপেষু

পত্রপ্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য : মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

অধ্যাপকদের ভাতা

সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদে জানা যাচ্ছে যে, ২৭ আগস্ট সরকারের নির্দেশে বে-সরকারী কলেজগুলির অধ্যাপকদের মাগগীভাতা ৪০ টাকা থেকে ৭০ টাকা কমে যাচ্ছে। স্পনসর্ড কলেজের সংগে সমতা রক্ষার অজুহাতে নাকি এটা করা হচ্ছে। নৈতিক বা আর্থিক কোন দিক দিয়েই এটি সমর্থন-যোগ্য নয়।

আজকের দুর্মূল্যের বাজারের কথা বোধ হয় কাউকে বিশেষ করে বলার প্রয়োজন নেই। আনন্দবাজারের পাঠকদের তো নয়ই, বাজার সরকারের বাজার পর্যালোচনার সংগে তাঁরা পরিচিত। অতএব এই পটভূমিকায় এত টাকা মাসিক বেতন হ্রাসের ফলে অধ্যাপকগণের আর্থিক অবস্থা কি হবে তা বলা বাহুল্য।

আমরা আরও বিস্মিত হলাম এই জেনে যে এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার শাসনকালে। এই সরকারের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত বিবৃতিতে বলেছেন কারও বেতন কমতে পারে না অথচ সরকারী সারকুলার জারী হয়ে গেছে এবং কয়েকটি কলেজের পুরাতন হারে মাগগীভাতার বিল ফেরৎ পাঠানো হয়েছে।

অমারা আরও হতাশ হলাম যে, বেশ কয়েকদিন হল নির্দেশটি প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু অধ্যাপকগণের একমাত্র সংস্থা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। শিক্ষার সংগে জড়িত কোন মহল থেকেই এর বিশেষ কোন প্রতিবাদ এখনও ওঠেনি। সমস্ত ব্যাপারটিই আমাদের কাছে বিস্ময় ও রহস্যপূর্ণ। —অমিয় বসু, কৃপানন্দ রুদ্র, অধ্যাপক, উমেশচন্দ্র কলেজ, কলকাতা-১২।

বিলের গরমিল

শ্রীজ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত, কলিকাতা ২৬ কর্তৃক লিখিত 'জুনের বিল' নির্জলা সত্য ব্যাপার। কয়েকটি মাসের বিলের 'রিডিং' দেখলেই তা বুঝতে পারা যাবে। ২০-২-৭১ তারিখে ৯৬ ইউনিট, ২৩-৩-৭১ তারিখে ৮২ ইউনিট, ২০-৪-৭১ তারিখে ১৩৯ ইউনিট, ২০-৫-৭১ তারিখে ৭৭ ইউনিট, ২৩-৬-৭১ তারিখে ২৯৬ ইউনিট এবং ২০-৭-৭১ তারিখে ১৪০ ইউনিট।

ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসে কয়েকবার ছোটাছুটির পর জবাব পাওয়া যায় (Ref. No. C|15-18| 026063 dated 10-8-71) যে, তাঁদের মিটার রিডিং ভুল হয়েছিল ২০-৫-৭১ তারিখে এবং ৬৩৬-এর জায়গায় ৫৩৬ ছাপা হয়েছিল। সুতরাং তাঁরা দয়া করে 'Rebate allowed' করেছেন এবং ৭৬.৭২ পয়সার বিল দু' মাসে নিতে রাজী হয়েছেন। ফেব্রুয়ারী এবং মার্চের ৯৬ ও ৮২ ইউনিট ওঠার কথা উত্থাপন না করে তাঁরা এপ্রিল, মে ও জুনের ইউনিট যথাক্রমে ১৩৯, ১৭৭ ও ১৯৬ (২৯৬-এর স্থলে) হয়েছে বলে জানিয়েছেন। আমার মনে হয়, প্রায় সকলেই এইভাবে পুজোর মুখে আক্রান্ত হয়েছেন যার জন্য পূর্ণ তদন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া, আজকাল 'বিল' প্রায়ই ২৪।২৫ তারিখ নাগাদ এসে পৌঁছায় এবং রিবেট পাবার দিন, হয় সেইদিনই বা পরদিন পর্যন্ত থাকে। এমন অবস্থায় মাসের শেষে সকলকেই অসুবিধায় পড়তে হয়। আগে অন্তত ১৫।২০ দিন পূর্বে হাতে বিল এসে পড়তো। —কালীপদ আশ, কলকাতা-২০।

॥ ২ ॥

শ্রীজ্যোতির্ময় দাশগুপ্তের 'জুনের বিল' (২৭-২৮ আগস্ট) শীর্ষক পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আমার ধারণা, কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই আওতাভুক্ত অধিকাংশ গ্রাহকদের মনের কথা তিনি তাঁর পত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

আমি বাগমারী সি আই টি বিল্ডিংস-এর একজন বাসিন্দা। অন্যান্য বাড়ীর বিল দেখে তাঁর চিঠির যথার্থতা অনুধাবন করেছি। আমি লক্ষ্য করেছি, গত জুন মাস থেকে আমার এবং আশেপাশের কয়েকজনের বিল অস্বাভাবিকভাবে বেশী হতে শুরু করেছে।

এই হারে বিল উঠতে দেখে আমি C E S C-এর Revenue officer-এর কাছে জানাই। তাঁর মতে (Refer to no. C 20-47|116111 dated 16th August, 1971)| "our inspection shows that your present consumption has decreased" (ওটা decreased না হয়ে increased হবে) মনে হচ্ছে Type-এর ভুল। কিন্তু আমার বক্তব্য, আশেপাশের সকলেরই কি ব্যবহার বেড়ে গেছে? জানি না কি করে মাত্রাটা দ্বিগুণ কিংবা তিন গুণ হয়। প্রত্যহ যেখানে দু' চার ঘণ্টা লাইট অফ একটা নিত্যকর্মের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কর্তৃপক্ষ মহল এই ব্যাপারে একটু অনুসন্ধান করলে কৃতার্থ হব। —কাজল রায়গুপ্ত, কলকাতা-৫৫।

সংবাদ সত্য নয়

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপটেমবর—আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পর্কিত বিষয়টি যৌথ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্র সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব বিবেচনা করছেন বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা ভিত্তিহীন ও কল্পিত।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, ওই ধরনের কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

পুলিশের গুলিতে পাঁচজন নিহত

স্টাফ রিপোর্টার

শুক্রবার পুলিশের গুলিতে উত্তর কলকাতায় কাশীপুরে ২ জন ও ২৪ পরগনার রহড়ায় ২ জন ও হাওড়ায় ১ জন নিহত হন।

শিলিগুড়িতে এইদিন আততায়ীর গুলিতে বিশিষ্ট একটি হোটেলের মালিক শ্রীহিম্মৎ সিং নিহত হন।

শুক্রবার সকালে কাশীপুর থানা এলাকার রাজাবাগানে পুলিশের গুলিতে শ্রীসিদ্ধেশ্বর কুণ্ডু ওরফে সিদ্ধা (১৯) ও আর একজন অজ্ঞাত-পরিচয় যুবক (২০) নিহত হন।

প্রকাশ, এদিন সকাল আন্দাজ সয়া আটটায় উত্তর কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বে একদল পুলিশ রাজাবাগান এলাকায় তল্লাসি চালাতে গেলে ওখানে বোমা ফাটে ও গুলি ছোঁড়া হয়। গুলিতে পুলিশ কনসটেবল শ্রীমুক্তিলাল ব্যানারজি আহত হন। পুলিশও পাঁচ রাউনড গুলি চালায়। এতে যুবকদ্বয় নিহত হন। পুলিশ সিদ্ধার কাছ থেকে একটি গুলি ভরতি রিভলবার উদ্ধার করে।

উল্টাডাঙ্গায় পুলিশের গুলিতে ১ জন আহত

বেলা আন্দাজ সাড়ে চারটায় উল্টাডাঙ্গা মেন রোড দিয়ে পুলিশ গাড়ি যাবার সময় আরিফ লেনের মোড় থেকে বোমা পড়ে। পালটায় পুলিশ তিন রাউনড গুলি চালায়। এতে একজন যুবক আহত হন।

রহড়ায় পুলিশের গুলিতে ২ জন নিহত

এদিন খড়দহ থানার রহড়ায় পুলিশের গুলিতে শ্রীতপন সাহা ও শ্রীটুকু মল্লিক নিহত হন।

প্রকাশ, রহড়ায় পুলিশ তল্লাসি চালাতে গেলে বোমা পড়ে। পালটায় পুলিশ গুলি চালায়। এতে যুবকদ্বয় নিহত হন।

সিউড়িতে প্রধান শিক্ষক ও সাংবাদিক ছুরিকাহত

সিউড়ি থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, বৃহস্পতিবার রাত আন্দাজ সাড়ে সাতটায় বীরভূম ভোলা প্রধান শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুধীর ঘোষ ও সাংবাদিক শ্রীসূর্য চক্রবর্তী আততায়ীর ছুরিকাঘাতে আহত হন। এঁদের হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

প্রকাশ, এদিন শ্রীঘোষের বাড়িতে বসে কথাবার্তা বলার সময় একদল যুবক ঘরে ঢুকে তাঁদের অতর্কিতে আক্রমণ করে। এতে ও'রা দুজনে আহত হন। এ ব্যাপারে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রাণাঘাট স্টেশনে গ্রেফতার

রাণাঘাট থেকে পি টি আই জানান, দক্ষিণ-কলকাতার টালিগনজ অঞ্চলের বাসিন্দা ১৭ বছরের এক তরুণকে রাণাঘাট প্ল্যাটফরমে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখে চলতি সপ্তাহে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানায়, টালিগনজ পারক ক্লাবের সেকরেটারি লেঃ কঃ পালের হত্যা সহ কতকগুলি হত্যা সম্পর্কে ওই তরুণকে খোঁজ করা হচ্ছিল।

কয়েকটি স্থানে হানা দিয়ে পুলিশ আরও ১২ জন যুবককে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে ছোরা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র এবং রেলযাত্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কতকগুলি ঘড়ি উদ্ধার করা হয়।

শিলিগুড়িতে একজন খুন

শিলিগুড়ি থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান যে, এইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময়ে শহরের জনবহুল রাস্তা হিল কার্ট রোডে বিশিষ্ট একটি হোটেলের মালিক শ্রীহিম্মৎ সিং আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন, পুলিশ এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েকজনকে আটক করেছে।

ব্যাঁটরায় পুলিশের গুলিতে একজন নিহত

বৃহস্পতিবার মাঝ রাতে ব্যাঁটরা থানার কালাচাঁদ নন্দী লেনে তল্লাসী করার সময় পুলিশের ওপর বোমা, গ্রেনেড ইত্যাদি পড়ে। পুলিশ ৪ রাউনড গুলি চালায়। গুলিতে মানিক মজুমদার নামে এক যুবক নিহত হন বলে পুলিশ জানায়। ওই স্থান থেকে পুলিশ ৬টি গ্রেনেড ও একটি ছোরা উদ্ধার করেছে।

ব্যাঁটরা থানায় কো-অরডিনেশন কমিটি

ব্যাঁটরা থানায় স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে একটি সর্বদলীয় কো-অরডিনেশন কমিটি গঠিত হয়েছে। সভাপতি ডাঃ শচীন সামন্ত, সম্পাদক শ্রীশক্তি রায় এবং আহ্বায়ক শ্রীগোপাল হোর।

পূজা বাজার
আধুনিক
শাড়ী ও পোষাক
• জর্জেট প্রিন্টেড শাড়ী ৩৫,
• টেরিভয়েল শাড়ী ১৯,
• রুবিয়া বাটিক শাড়ী ২৭,
• নাইলন ব্রাসো শাড়ী ২২,
• সুতী টাঙ্গাইল শাড়ী ২১,
আশাতীত কম মূল্যে
ছোটদের পোষাক
বড়বাজারে
ঈশ্বর চন্দ্র পাল
গঙ্গা প্রসাদ পাল
কলিকাতা—৭ :: ফোন : ৩৩-৩৫৬১
(১৭৭১এ)

কেরল কোয়ালিশনে নব কংগ্রেসের যোগদান সুনিশ্চিত

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর—শেষ মুহূর্তে অভাবনীয় কিছু না ঘটলে এখন বলা যায় যে, কেরল কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় রাজ্য নব কংগ্রেসকে যোগদানের অনুমতি হাইকমান্ড দেবেন। তা যদি হয় তাহলে সেটা হবে একটা রাজনৈতিক দিকচিহ্ন। কারণ, এই প্রথম নব কংগ্রেস কমিউনিস্টদের সঙ্গে একটি কোয়ালিশন সরকারে যোগ দেবে।

রাজ্য নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রী কে কে বিশ্বনাথন হাইকমান্ডের সমীপে আবেদন জানিয়েছেন যে, পূর্বোক্ত অনুমতি যেন ২০ তারিখের মধ্যেই দেওয়া হয়।

২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যোগদান?

ইউ এন আই ত্রিবান্দ্রম থেকে জানাচ্ছেন : নব কংগ্রেস ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কেরল মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে। নব কংগ্রেস বিধানসভা দলের নেতা শ্রীকরুণাকরণ আজ এখানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুতমেননের সঙ্গে কথাবার্তার পর সাংবাদিকদের একথা বলেন। শ্রীকরুণাকরণ আরও বলেন, তিনি নবকংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীবায়ার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। হাইকমান্ড অনুমতি দিলেই নতুন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ করানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সরকার উচ্ছৃঙ্খলতা বরদাস্ত করবেন না

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

অসুবিধা দেখা দিলে সরাসরি আমাকে বলবেন। সরকার আপনাদের সবরকম সাহায্য দেবেন।

পরিচ্ছন্ন, নিরপেক্ষ প্রশাসন চাই

প্রশাসন ব্যবস্থাকে 'পরিচ্ছন্ন, সৎ এবং নিরপেক্ষ' করার জন্য আবেদন জানিয়ে রাজ্যপাল ওই সবঠকে বলেন, জেলার অধিবাসীদের অভাব-অভিযোগ মেটাতে সরকারী অফিসারদের অগ্রণী হতে হবে।

১৬ দফা শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণে আগ্রহ প্রকাশ করে রাজ্যপাল নাকি এই নির্দেশ দেন যে, মনজুর এবং চালু প্রকল্পের ভিত্তিতে প্রতি জেলার জন্য উন্নয়ন দফতর একটি করে 'প্ল্যান' তৈরী করবেন।

পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ

রাত্রে এ বিষয়ে এক সরকারী প্রেস-নোটে জানানো হয় যে, রাজ্যের পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক সাজসরঞ্জাম দুরস্ত এবং তাঁদের জন্য গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাটি অবিলম্বে রূপায়িত করার ব্যাপারে রাজ্যপাল বিশেষ গুরুত্ব দেন। এজন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে।

শরণার্থী শিবিরগুলির পরিচালনার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে তা দূর করে শিবিরগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এই সিদ্ধান্ত হয় যে, উপযুক্তভাবে যাচাই বাছাই করে জেলা শাসকরা শিবিরের কর্মী নিযুক্ত করবেন। এবং শিবিরগুলির ক্ষেত্রে হিসাবপত্র দেখার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

জেলার শাসকগণ রাজ্যপালকে বলেন যে, হাওড়া এবং চব্বিশ পরগণা নিয়ে ওই ডিভিশনের উপদ্রুত জেলাগুলিতে আইন শৃঙ্খলার অবস্থা এখন উন্নতির দিকে। সরকারী কর্মচারীদের বর্তমান আন্দোলন জেলাগুলিতে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

বৈঠক শেষে সরকারী এক মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেন, এটা স্বীকার করতে হবে যে খুনোখুনি, মারামারি, বন্যা, শরণার্থীর স্রোত সত্ত্বেও জেলার প্রশাসনের ভার যাঁদের উপর তাঁরা "ভাল কাজই" করেছেন এবং করছেন।

মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত সচিব শ্রী বি আর গুপ্ত, প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনার শ্রী এস দত্ত মজুমদার, উদ্বাস্তু ত্রাণ কমিশনার ডঃ বি কে ভট্টাচার্য, উন্নয়ন কমিশনার শ্রী জে সি তালুকদার প্রভৃতিও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সাতটি বিচার্য

জানা গিয়েছে, এই সাত-দফা বিষয়ের দিক থেকে প্রতি জেলার সমস্যা বিচার করে দেখা হবে—বন্যার্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন; শরণার্থীদের ত্রাণ ও শিবির; ভূমি সংস্কার আইন; খাদ্য পরিস্থিতি; আইন ও শৃঙ্খলা; শিল্পোন্নয়ন এবং কৃষি উন্নয়ন। বন্যার জল নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্যার্ত এলাকায় ত্রাণের কাজ আরম্ভ করার এবং জরুরি ভিত্তিতে নলকূপ বসাবার সিদ্ধান্ত হয়।

রাজ্যপাল বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে। একদিকে বন্যা, শরণার্থী আগমন, উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ —সব কিছু মোকাবিলা করতে সরকার যখন সংকটের মধ্যে পড়ে হিমসিম খাচ্ছেন, সেই সময় সরকারী অফিসে কাজ বন্ধ করে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করা হলে তা দমন করাই হবে সরকারের কর্তব্য।

জেলা শাসকগণ বিভিন্ন জেলার বন্যার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার মোকাবিলা করার পরিকল্পনা রাজ্যপালকে বুঝিয়ে বলেন। পুলিশ সুপারগণ আইনশৃঙ্খলা, বিশেষ করে উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ দমনে আরও পুলিশ নিয়োগের ওপর জোর দেন।

শ্রীডায়াস নিজেই তাঁদের বক্তব্য নোট করে নেন। দুপুরে তিনি অফিসারদের মধ্যাহ্নভোজ দেন।

অন্ধ্রের নতুন মন্ত্রিসভা ২৭ সেপ্টেম্বরের আগেই গঠিত হবে

হায়দরাবাদ, ১৭ সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী মসকো যাবার আগেই অন্ধ্র প্রদেশের নতুন মন্ত্রিসভা গরিষ্ঠ হবে বলে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির চেয়ারম্যান ডঃ চেন্না রেড্ডি জানান। শ্রীমতী গান্ধী আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর মসকো রওনা হচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা শেষ করে আজ ডঃ রেড্ডি দিল্লি থেকে এখানে ফিরে এসে সাংবাদিকদের বলেন, শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডির যায়গায় নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সেটা প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনার ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠক কবে হবে তা আজ বিকালে অথবা আগামীকাল ঘোষণা করা হবে। এ ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী নব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়ার সঙ্গে আলোচনা করবেন। —ইউ এন আই

উল্লাসবিহ্বল পূজা

আনন্দমুখর ক'রে তুলতে নিন

সেরা cali—cloth

ক্যালি—ক্লথ কাপড়

ক্যালি-সিল্ক—মসলিনের মত হালকা ১০০% পলিয়েস্টার প্রিন্টেড শাড়ী।

ক্যালি-জেম—'সুপার ক্যালি-সিল্ক' বেশী টেঁকসই ১০০% পলিয়েস্টার প্রিন্টেড শাড়ী।

ক্যালিকট—পাতলা ফিনফিনে কটন/পলিয়েস্টার ব্লেন্ডেড শাড়ী।

ক্যালি-নিট—১০০% নাইলন প্রিন্টেড শাড়ী।

ক্যালি-স্টার—পলিয়েস্টার/কটন ৬৭%/৩৩% ব্লেন্ডেড প্রিন্টেড শাড়ী।

ক্যালি-কিং—ধুতি, ক্যালি-কুইন ভয়েলস্, অপরা অর্গ্যান্ডীজ।

গ্লামার কুইন টু×টু ভয়েলস্

'মিনরন' প্রিন্টেড ড্রেস মেটিরিয়াল, ক্যালি-বেল টু×টু ব্লাউজ মেটিরিয়াল।

'ক্যালি-কট' পাতলা ফিনফিনে ড্রেস মেটিরিয়াল।

'ক্যালি-টাওয়েলস' এবং উৎসবের উপযোগী রকমারি কাপড় আর সেই সঙ্গে পরিবারের সকলের জন্যে উপহারের বস্ত্রসম্ভার।

নতুন স্টক থেকে পেতে এক্ষুনি চলে আসুন।

কলকাতার স্টকিস্টবৃন্দ :

১। মেসার্স উষা কমল, লিন্ডসে স্ট্রীট, কলকাতা।

২। মেসার্স উষা কমল, গড়িয়াহাট, কলকাতা।

৩। মেসার্স ভিক্টো, ১৯২, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু, কলকাতা-৭।

নির্বিকল্প সমাধি

থানা, ১৭ সেপ্টেম্বর—নির্বিকল্প সমাধির উদ্দেশ্যে গত ১৫ সেপ্টেম্বর নারায়ণ দাস স্বামী নামে একজন সন্ন্যাসী শিবাজী পারকের একটি ইঁট-ঘেরা ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন।

ঘরটি দৈর্ঘ্যে ২·৬ মিটার, প্রস্থে ২ মিটার। ছাদ করোগেটের শীটে তৈরি। দেয়ালের কাজ করেছে থাকে থাকে সাজানো ইঁট। মেঝে তৈরি কাঠকয়লায়।

তিনি ২১ সেপ্টেম্বরের সকাল ১০টায় সেখান থেকে বেরিয়ে আসবেন বলে ঘোষণা করেছেন। —ইউ এন আই

ইস্পাতমন্ত্রী ও সিদ্ধার্থ রায় আজ দুর্গাপুর যাচ্ছেন

স্টাফ রিপোর্টার

দুর্গাপুরে বিভিন্ন শিল্পসংস্থা, বিশেষ করে ইস্পাত কারখানায় ক্ষমতার তুলনায় উৎপাদন কম হওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে সরেজমিন অনুসন্ধানের জন্য কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী শ্রীমোহন কুমারমঙ্গলম এবং পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আজ (শনিবার) দুর্গাপুরে যাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত সচিব শ্রীবিনয়রঞ্জন গুপ্তও তাঁদের সঙ্গে থাকবেন।

রবিবার ও সোমবার শ্রীরায় ও শ্রীগুপ্ত বীরভূম জেলা সফর করবেন। ওই জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুঁটিয়ে দেখা ছাড়া জেলার উন্নয়নমূলক প্রকল্পাদি নিয়েও তাঁরা স্থানীয় অধিবাসী এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

ভাই-এর বিপদে ভাই এগিয়ে এসেছে

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পাকিস্তান ভেঙে গিয়েছে। মুক্তিবাহিনী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সর্বস্তরের জনগণ এখন এক সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। কোন শক্তি তা প্রতিহত করতে পারবে না।

অপর একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরের চারদিন আগে তিনি মস্কো যাবেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের বাংলাদেশ সমস্যা বিষয়ে আলোচনা হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতির প্রশ্নের জবাবে শ্রী ধর বলেন, বাংলাদেশ সরকারের স্বার্থে যখনই প্রয়োজন দেখা দেবে তখনই স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

আমেরিকা চীনের সাহায্যে পাকিস্তান আবার তার অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন পাবে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি স্পষ্ট জবাব দেন "না"। বাইরের কোন সাহায্যই পাকিস্তানকে বাঁচাতে পারবে না।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর চীনা প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাই-এর নিকট লেখা চিঠির জবাব এসেছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শ্রীমতী গান্ধী রিপ্লাই কারডে চিঠি দেন নি। আবার হেসে বলেন, তিনি দিল্লি ত্যাগ করা পর্যন্ত ওই চিঠির জবাব আসেনি।

চীনের সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থা কিভাবে ফিরে আসবে এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাদের নীতি বজায় রেখে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব। চীনের দিক থেকে সাড়া যদি না আসে—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—কেন পিংপং।

বাংলাদেশ সরকার কিভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জে তাঁদের বক্তব্য উত্থাপন করবেন —এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তাঁদের হয়ে কোন সদস্য রাষ্ট্র প্রস্তাব উত্থাপন করবেন। বাংলাদেশ সরকার 'লবি'তে সদস্য রাষ্ট্রদের মধ্যে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারবেন।

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের যাত্রা

বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীখোন্দকার মোস্তাক আমেদের নেতৃত্বে চারজনের এক প্রতিনিধিদল রবিবার নিউইয়রক যাত্রা করছেন। দলের অন্যান্য সদস্য অধ্যাপক মুজাফর আমেদ চৌধুরী, পররাষ্ট্র সচিব শ্রীমহাবুল আলম, প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত শ্রী এ বি এম ফতে। লনডনের বাংলাদেশ মিশনের প্রধান বিচারপতি আবু সইদ ও ওয়াশিংটনের বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা থাকবেন।

প্রতিনিধি দলের একাধিক সদস্য শুক্রবার সন্ধ্যায় মুজিবনগরের পথে কলকাতায় এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে প্রায় ১৫টি ট্রাঙ্ক ভরতি 'ডকুমেন্ট' আছে। এইসব সেখানে বিতরণ করা হবে।

শ্রী ধর আর একটি প্রশ্নের জবাবে জানান, আগামী ৭ অক্টোবর তিনি পুনরায় মুজিবনগরের পথে কলকাতা আসবেন।

মহাকরণে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

কো-অরডিনেশন কমিটির নেতৃবৃন্দ ভাষণ দিচ্ছেন।

অবস্থার উন্নতি হয়েছে সরকারী মুখপাত্র সাংবাদিকদের কাছে এই ধরনের মন্তব্য করলেও জানিয়ে দেন যে প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে সরকার পিছ-পা হবেন না। সিস্ক ওয়ারক হয়েছে এটা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মীর মাইনে কেটে নেব। তবে, বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং শ্লোগান দেওয়ার জন্য তো বেতন কাটা চলে না। সেজন্য শো কজ নোটিশ বা চারজ শিট দেওয়া কি করা যায় তা ভেবে দেখা হচ্ছে। তবে, উদ্বেগের কারণ নেই এবং কোন অচলাবস্থা দেখা দেয়নি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কেস-বুক চালু হল

আরও জানা গিয়েছে এদিন থেকেই কোন কোন সরকারী বিভাগে কেস-বুক রাখার পদ্ধতিটি চালু করা হয়েছে। এতে প্রত্যেক কর্মচারীকে লিখে রাখতে হবে তিনি দৈনিক কি কাজ করেছেন।

এছাড়া গত ২৭ আগস্ট বাংলা বন্ধ-এর দিন যে কর্মচারীরা এবারের কড়া সারকুলার সত্ত্বেও কাজে আসেননি তাঁদের ক্ষেত্রে ব্রেক অব সারভিস হবে বলে এক সরকারী মুখপাত্র মন্তব্য করেন।

কমিটির স্বীকৃতি প্রসঙ্গে

এই মুখপাত্র আরও বলেন যে, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কো-অরডিনেশন কমিটির কোন প্রতিনিধি ভবিষ্যতে ডেপুটেশনে এলে তা ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব বলে গণ্য করা হবে। কারণ, এই কমিটির স্বীকৃতিদান প্রত্যাহৃত কেন করা হবে না সে সংক্রান্ত শো-কজ নোটিশটিকে যে স্টে-অরডার আদালত আগে দিয়েছিলেন সেটি আদালতের রায়েই সম্প্রতি খারিজ হয়ে গিয়েছে। তাই সরকার তাঁদের স্বীকৃতি দিতে রাজি নন।

সরকারী আরেক মুখপাত্র এটা স্বীকার করেন যে, শিল্পসংস্থার কর্মীদের মত সরকারী কর্মীদের ক্ষেত্রে কাজের চাপ বা ওয়ারক লোড যাচাই করে দেখা কঠিন। সরকারী বিধি-অনুসারে নো অ্যাটেনডেনস—নো পে এটাই নিয়ম। কাজে এসেও, নাম সই করে যাঁরা কাজ করছেন না—তা কী করে প্রমাণ করা যায় ভেবে দেখা হচ্ছে। এদিন উপস্থিতি (সকালের দিকে) একেবারে স্বাভাবিক হয়েছে এই মন্তব্য করে তিনি বলেন, তবে কাজ কতটা হয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।

কো-অরডিনেশন কমিটির বক্তব্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের কো-অরডিনেশন কমিটির সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ শুক্রবার বলেন, ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলন পূজার ছুটির পর তীব্রতর হবে। তবে রাজ্যপাল যদি ৩১১(২) ধারায় বারোজনকে বরখাস্তের আদেশ তুলে নেন, তবে ভিন্নকথা। তাঁদের অভিযোগ, আত্মপক্ষের সুযোগ না দিয়ে ওই কমিটির বারোজন নেতাকে যেভাবে ওই ধারায় ছাঁটাই করা হয়েছে, তা পূর্ব-পরিকল্পিত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছাড়া আর কিছু নয়।

এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীঘোষ ওই কথা বলেন। তিনি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কর্মবিরতি আন্দোলনের সোমবার পর্যন্ত কর্মসূচী প্রকাশ করেন। আজ শনিবার বেলা একটার কর্মচারীরা কর্মবিরতির পর রাজভবনের সামনে ১২ জুলাই কমিটির বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেবেন। সোমবার বেলা তিনটার কর্মবিরতি করে তাঁরা যে যার কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেবেন। এবং তারপর শহীদ মিনারে ১২ জুলাই কমিটি ও মারকেনটাইল ফেডারেশন আয়োজিত সমাবেশে যাবেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মঙ্গল ও বুধবারও বেলা তিনটা থেকে কর্মবিরতি চলতে পারে।

আর বৃহস্পতি ও শুক্রবার এই দুইদিন জরুরী সংগ্রাম তহবিলের জন্য প্রত্যেক কর্মচারীর কাছ থেকে একদিনের বেতন সংগ্রহ করা হবে। এই দুদিন কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার কথা।

শ্রীঘোষ বলেন, বর্তমান আন্দোলনের পিছনে সকলের সহানুভূতি ও সমর্থন দেখে তাঁরা উৎসাহিত হয়েছেন। কিন্তু মুখ্যসচিব হুমকির পর হুমকি দিয়ে চলেছেন। আর এই সঙ্গে তাঁদের অভিযোগ, ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের লোকজন গুণ্ডামি করছেন।

তাঁদের কথা, পূজার আগে সরকার যদি কর্মচারীদের উপর আরও আক্রমণ চালান, তবে পূজার আগে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল হতে পারে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।

যুক্ত কমিটির বিবৃতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের যুক্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীসরল সেনগুপ্ত এদিন বিবৃতিতে বলেন, বারোজন কর্মচারী ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে তাঁরা যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব নিয়েছেন। তাঁরা কোনপ্রকার বিচ্ছিন্ন ও বিপজ্জনক আন্দোলন সমর্থন করেন না। যুক্ত কমিটি মনে করে সর্বস্তরের সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলিকে নিয়ে একটি যুক্ত সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হোক। এই উদ্দেশ্যে আজ শনিবার বেলা আড়াইটায় যুক্ত কমিটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের বৈঠক ডাকা হয়েছে।

"বাংলাদেশে রক্তস্নান"

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ সকালে তাঁর নিজের বাড়িতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে "বাংলাদেশে রক্তস্নান" নামে একটি বই প্রকাশ করেন।

বইটির লেখক লোকসভা সদস্য শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র। তিন শো পাতার এই বইতে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র আছে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কয়েকজনকে বইটি উপহার দেন।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বলেন, বই লেখার আগে অভিজ্ঞতার সংগ্রহের জন্য তিনি দিনের পর দিন শরণার্থী শিবিরে এবং বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ছিলেন।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র আরও বলেন, এই বই থেকে প্রাপ্য অর্থ বাংলাদেশের কল্যাণে ব্যয় হবে। তিনি ইতিমধ্যেই লোকসভা সদস্য হিসেবে পাওয়া ভাতা ৬,৭০০ টাকা দান করেছেন। —পি টি আই

আলিপুর সেনট্রাল জেলের সামনে মহিলাদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা

শুক্রবার বিকালে আলিপুর সেনট্রাল জেলের সামনে কয়েকশত মহিলা বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ এইদিন কয়েকজন মহিলা জেলে তাঁদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে ইনটারভিউ রুমে জনৈক সাদা পোশাকের পুলিশ তাঁদের প্রতি অশালীন আচরণ করেন। প্রতিবাদ জানালে কয়েকজন কারারক্ষী তাঁদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন।

জেল সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তাঁর কাছেও ওই ধরনের অভিযোগ করা হয়েছে। ঐ বিষয়ে তিনি শনিবার তদন্ত করবেন বলে জানান।

পাকিস্তানের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বৈঠকের দিন যতই এগিয়ে আসছে—বাংলা দেশে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পাকিস্তানের উপর আন্তর্জাতিক চাপ ততই বাড়ছে।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—১৫ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের রাজার সম্মানে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় ভোজে সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট পদগরনি আচমকা বাংলা দেশে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আহ্বান জানান। শরণার্থীদের দেশে ফেরার মত উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টির উপরেও তিনি সর্বশেষ জোর দেন। এ অবস্থা থেকেই বোঝা যাচ্ছে—সাধারণ পরিষদের বৈঠকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কোন্ পথ নেবে।

এদিকে নিউ ইয়রকে ভারত এই প্রশ্নে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলিকে একত্র করার চেষ্টা করছে। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে দুটি প্রধান বক্তব্য গৃহীত না হলে ভারত ওই বৈঠক এড়িয়ে যাবে।

ভারতের মূলকথা (১) বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে রাজনৈতিক সমাধান চাই, (২) শরণার্থীদের নিরাপদে দেশে ফেরার মত অবস্থা চাই। তাছাড়াও মুজিবের মুক্তি চাই এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এ-ব্যাপারে কোন কথাই হতে পারে না।

কুয়ালালামপুর এবং প্যারিসে আন্তর্জাতিক সংসদীয় সম্মেলনে ভারত এই বক্তব্য নিয়ে অনেকটা সফল হয়েছে। পাকিস্তান সুবিধা করতে পারেনি।

আরব দেশগুলি আগের মত অতটা ঘুমিয়ে নেই। তবে তারা ভারত-পাক মধ্যস্থতার কথা বলছে। এখনো ওরা সমস্যার মূলে যেতে পারেনি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিংহের সাম্প্রতিক সফরে কলম্বো এবং কাঠমাণ্ডু এখন ভারতের বক্তব্যের দিকে কিছুটা এগিয়েছে। অবশ্য এসব সত্ত্বেও ইয়াহিয়া যেমন ছিলেন—তেমনি আছেন। একটুও বদলান নি।

আততায়ীর গুলিতে কেরালা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য নিহত

কোচিন, ১৭ সেপ্টেম্বর—পুলিশসূত্রে জানা যায়, এখান থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে ক্রাঙ্গানোরের কাছে ইরিয়াদে পাঁচজন আততায়ীর গুলিতে আজ কেরালা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য শ্রী পি কে আবদুল কাদের মারা গিয়েছেন। —পি টি আই

সামরিক ট্রাইবুনালে মুজিবের বিচার শেষ

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর—পূর্ববঙ্গের নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিচারের জন্য যে বিশেষ সামরিক ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর নিকট সেই ট্রাইবুন্যালের শীঘ্রই রিপোরট পেশ করার কথা আছে। আদ্দিস আবাবা রেডিও পাকিস্তানের ইমরোজ পত্রিকা থেকে এই সংবাদ উদ্ধৃত করে।

সরকার নিয়ন্ত্রিত এই সংবাদপত্রে বলা হয়েছে, বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে শেখ মুজিবরের বিচার হচ্ছিল। এই বিচার এখন হয়ে গেছে। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমানকে কোথায় আটক রাখা হয়েছে, তা পত্রিকাটিতে প্রকাশ করা হয়নি। সংবাদপত্রে বলা হয় শেখ মুজিবরের জন বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রতিদিন চিকিৎসকরা এসে তাঁকে দেখে যাচ্ছেন। —ইউ এন আই

চিত্রক

নৌকাডুবিতে বিদেশীর মৃত্যু, গুপ্তচর বলে সন্দেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কাকদ্বীপ, ১৭ সেপ্টেম্বর—শুক্রবার সকালে এখানে সপ্তমুখী নদীতে একটি নৌকাডুবিতে একজন বিদেশী মারা যান। ওই নৌকায় ৪ জন আরোহী ছিল সকলেই বিদেশী। অপর তিনজন কোনক্রমে রক্ষা পান। পুলিশ এদের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করছে, কারণ এদের কাছে চীন ও পাকিস্তানের মানচিত্র, বহু কাগজপত্র এবং ৫টি রিভলবার ও কিছু ধারালো অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। কাকদ্বীপ সারকেলের এস আই শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দত্ত এঁদের গ্রেফতার করেন। মৃত ব্যক্তির নাম মিঃ লিচি।

আরও বেশী মানুষের আরও বেশী কল্যাণের জন্য

HARYANA STATE LOTTERIES

তাঁদের ৩১তম খেলায়

অভিনব পুরস্কার দিচ্ছেন

Rs. 25,00,000

পঁচিশ লক্ষ টাকা

প্রথম পুরস্কার (৫টি)

এবং হাজার হাজার অন্যান্য নগদ পুরস্কার .... আর সেই সঙ্গে

দৈনিক খেলার আকর্ষণ

প্রচলিতমতো ১ম ও ২য় পুরস্কারের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী টিকিট লাকী পুরস্কার পাবে। একনাগাড়ে ৩০ দিন ধরে দৈনিক খেলা। সুতরাং যথেষ্ট সময় আগে কেনা টিকিট পুরস্কার জেতার সুযোগ পাবে এবং একাধিক পুরস্কার পেতে পারে।

প্রতি টিকিটের মূল্য ১৲ টাকা

টিকিট বিক্রী চলছে

আরও তথ্যাদি জানতে হলে আমাদের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন অথবা লিখুন :

দিল্লি—রুম নং ১৮, কণ্টিনেন্টাল হোটেল অ্যানেক্স, কনট প্লেস, ফোন : ৪৩৯৮৯

চণ্ডীগড়—এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, ২য় তল, সেক্টর ১৭, ফোন : ২৬৩৫৭

প্রচারক :

ডিরেক্টর হরিয়ানা স্টেট লটারীজ, চণ্ডীগড়

অন্যান্য চিত্রগৃহে

রূপম ১ ৪ ৭
শচীমার সংসার (৪র্থ সপ্তাহ)

বিনোদিনী বাগবাজার
পদ্মগোলাপ — ১টা
মনে না করো — ৪, ৭টা

পূর্বাশা ৪৬ ২৩০১ ১, ৪।, ৭।টা
দো রাস্তে

নবীনা তাপনিয়া ৪৬-৮০১১ প্রত্যহ ১২, ৩।, ৬।
ওয়াকত

অতীন্দ্র ব্যারাকপুর—৩৪০ প্রত্যহ ১ ৪ ৭টা
WHERE EAGLES DARE

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১১ ১২।, ৩।, ৬।
আন্দাজ

অলকা ফোন—৬৭-২০২৭ ১।, ৪।, ৭।
হামজোলী (রঙ্গীন)

নারায়ণী তাপনিয়া ৫৬-৩৩৩৮ ১, ৪, ৭
কিসমত

পার্বতী হাওড়া—৬৭-২৮১১ ১, ৩৮, ৬।
FATHOM (রঙ্গীন)

সুরশ্রী ৩৫-৩৪৩৬ ১২, ৩, ৬
প্যার

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫৫ ১২, ৩, ৬
অপরিচিত

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭৩৬ ১।, ৪।, ৭।
অভিলাসা

শ্যামলী ৬৭-২৩৫৮ ১, ৪, ৭টায়
দি ট্রেন

জয়া ৫৭-৩৯৩৬ বাতানুকূল ১, ৪, ৭
পুরানি পহ্চান

জেম প্রত্যহ বেলা ১১-৩০ মি:
সুহানা সফর (ইস্টম্যান কলার)

সুচিত্রা ● উত্তম অভিনীত
তারাশঙ্করের
সপ্তপদী
পূরবী ও পদ্মশ্রীতে
৩-৬-৯ ২-৫-৮

তরুণ মজুমদারের
কুহেলি
রাধা ● পূর্ণ ● প্রাচী
(শেষ সপ্তাহ)
(২, ৫, ৮) (২।, ৫।, ৮।) (২, ৫, ৮)

মনোরম ৫ম সপ্তাহ!
মোহনকুমারের প্রাণোদ্দীপক প্রণয় গীতিকাব্য
রাজেন্দ্র কুমার-সাধনা
আপ আয়ে বাহার আয়ী
মোহনকুমার — লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল
অপেরা
প্রত্যহ ৩ ৬ ৮-৪৫টা
এলফিনস্টোন (পাটনা) ৩য় সপ্তাহ
বাটা সিনেমা - প্রভাত টকীজ
(বাটানগর) (চক্রধরপুর)
রূপশ্রী (জলপাইগুড়ি) ২য় সপ্তাহ
চৈন মূর্তি প্যালেজ (চাইবাসা)

বিশ্বরূপা ফোন- ৫৫-৩২৬২
চৌরঙ্গী
নাটক ও নির্দেশনা—রাসবিহারী সরকার
আলো/তাপস সেন / মঞ্চ/সুরেশ দত্ত
ধ্বনি/কমল চৌধুরী/সাজসজ্জা/শ্রীরানী
॥ শুভ উদ্বোধন ॥
২৫শে সেপ্টেম্বর, শনিবার ২।টায়
এবং দ্বিতীয় অভিনয় সন্ধ্যা ৬টায়
মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও একাদশী
প্রত্যহ ম্যাটিনী ২। ও সন্ধ্যা ৬টায়
॥ বুকিং সুরু হয়েছে ॥

রঙমহল ফোন: ৫৫-১৬১৯
আজ : ৬টা * কাল : ২। ও ৬টায়
আশাপূর্ণা দেবীর
উত্তরণ
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ॥ সর্বেন্দু ॥ হরিধন
অজিত ॥ মৃণাল ॥ অমরনাথ ॥ কৃষ্ণ
সন্তোষ ॥ কার্তিক ॥ ইন্দিরা ॥ আরতি
রত্না ও সরযূ দেবী

ফোন: ৫৫-১১৩৯
ষ্টার থিয়েটার
দেবনারায়ণ গুপ্তের
শ্রীমা
বৃহ ও শনি ৬টায় রবি ২। ও ৬টায়

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
আজ ৬ কাল ২। ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
বৃহস্পতিবার ৬টায় যখন একা
২৬শে ও ২৮শে নতুন নাটক ২। ও ৬টায়
হে সময় উত্তাল সময়
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ এ মাসের প্রতি অভিনয়ের টিকিট পাবেন ॥

২য় মহান সপ্তাহ!
এ শতাব্দীর সর্বোত্তম অনুশীলনধর্মী চলচ্চিত্র......
চেতনা
শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
প্রত্যহ ১২।, ৩।, ৬।
রূপবাণী ● অরুণা ● ভারতী

শেষ সপ্তাহ : উত্তম - সুচিত্রার
পথে হল দেরী
শ্রী ১২, ৩, ৬ ইন্দিরা ৩, ৬, ৯

গ্রেস প্রত্যহ ৪টি 'শো'
(১২, ২-৩০ ৫ এবং ৭-৩০)
সোফিয়া লরেন অভিনীত
"ইয়েস্টারডে, টুডে অ্যান্ড টুমরো"
(রঙ্গীন)

জনপ্রিয় ২য় সপ্তাহ
পুরানি পহ্চান
সঞ্জীব তনুজা
ওরিয়েণ্ট (১২।: ৩।: ৬।)
জয়া — বর্ণা — ইন্দ্রধনু
শঙ্কর (মাহেশ) - ছায়াবাণী (বারাসত)

প্রাক পূজা আকর্ষণ—
দিলীপকুমার ॥ ওয়াহীদা রহমান অভিনীত
রাম অউর শ্যাম
খান্না মেনকা নিশাত
১।, ৪৮, ৮ ২, ৫।, ৮। (সালকিয়া)
শ্রীরামপুর টকীজ এবং
মনোজ - সাধনা অভিনীত
ও কৌন থী ?
প্রত্যহ ২।, ৫।, ৮। রূপালী-তে

টেরিকটন
বুশশার্ট
মাত্র ২২. টাকা
টেরিন প্যান্ট—৪২.
টেরিকটন ফুলশার্ট—২৯.
হরলালকা ষ্টোর্স
(ব্রাবোর্ন রোড) ৬ লুকাস লেন,
কলিকাতা—১ ● ফোন ৩৩-৮৭৪১
ও
৩১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
(শিয়ালদহ), কলিকাতা

মুক্ত অঙ্গনে/২১ সোমে ৭টা/(২৭/২৯) সকালে
"নটনীড়"-এর রোমান্টিক হাসির নাটক
"হে বন্ধু বিদায়"
॥ নাটক/নির্দেশনা : বিনয় চক্রবর্তী ॥
হলে বুকিং
(সি ১৪৪০/২)

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ
২১শে সেপ্টেম্বর—সন্ধ্যা ৬টায়
তরুণ অপেরার — ৫৫-৭১২১
অগ্নিস্নান
রচনা পরিচালনা—অমর ঘোষ
শ্রেষ্ঠাংশে—শান্তিগোপাল, বর্ণালী
হলে টিকিট — ৩৫-৫৫৯৮
আসামে বুকিং চলিতেছে। মাতৃ হিন্দু হোটেল,
ওহিদ মার্কেট গৌহাটী। ফোন ৫৯২৪
গৌর তালুকদারের সহিত যোগাযোগ করুন।

মুক্ত অঙ্গন শৌভনিক
৪৬-৫২৭৭
আজ ও কাল ৬-৩০টায়
উটপাখি
২৩শে—দিল্লীতে—এরা কারা

৩৪-৫৫৯৮
কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ
আজ ৬টা কাল ২।টা ও ৬টায়
সমরেশ বসুর
সওদাগর
শ্রেঃ তৃপ্তি মিত্র, জ্ঞানেশ মুখার্জী, রবীন মজুমদার, অপর্ণা দেবী, শ্যামল ঘোষাল, অজয় গাঙ্গুলী, অলকা গাঙ্গুলী, মমতা চক্র, আরতি দাস, তরুণকুমার, রবি ঘোষ।
কণ্ঠসঙ্গীত : হেমন্ত, সতীনাথ, শ্যামল

৪র্থ সপ্তাহ ! সবার ছবি...
শচীমা'র সংসার
রূপম (১, ৪ ৭) সুচিত্রা (৩য়) শ্রীলক্ষ্মী (২য়)

আশাপূর্ণা দেবীর রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
প্রথম প্রতিশ্রুতি
পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত
প্রত্যহ ২।, ৫।, ৮।
মিনার ● বিজলী ● ছবিঘর

ফিলমিস্তানের
আনারকলি
বীণা রায় — প্রদীপকুমার
সঙ্গীত : সি রামচন্দ্র
লবার্টি প্রত্যহ : ১২, ৩, ৬

ছায়া ২, ৫, ৮
আজ ও আগামীকাল
গাইড
দেবানন্দ, ওয়াহীদা
*
কালিকা ২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০
শাওন কী ঘটা
শর্মিলা মনোজ, মমতাজ ও প্রাণ
*
আলেয়া ২, ৫, ৮
অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস
শর্মিলা, শাম্মী কাপুর

জনসংবর্ধিত ১৪শ সপ্তাহ
হাতী মেরে সাথী
রিগ্যাল — প্রিয়া
১১, ২-৩০, ৫-৪৫, ৯ ২, ৫-১৫, ৮-৩০
মিত্রা (২, ৫-১৫, ৮-১৫) এবং অন্যত্র
"ঘর ঘর ফুল খিলে"
বলশ্রী — বীণা
২ ৫-৩০, ৮-৪৫ ১২, ৩, ৬
প্রিয়া-তে প্রত্যহ : বেলা ১১-৩০ মিঃ
"তুম সে আচ্ছা কৌন হ্যায়"

॥ ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ॥
বিশেষ পূজা
রিবেট
● সবরকম জিনিসপত্রের উপর ●
৩০% পর্যন্ত
হাতে-বোনা সিল্ক ও সুতী
তসর লিনেন খাদি রু-সিল্ক শাড়ি
কুর্তা ॥ কামিজ ॥ গরদ শার্ট
: সকলের রুচি ও সম্মতি অনুযায়ী :
শীততাপনিয়ন্ত্রিত
সুপ্রিয়া
২ রাসেল ষ্ট্রীট
মনোমত পরিবেশে কেনাকাটা করুন

তেইশখানি
সুললিত সঙ্গীতসমৃদ্ধ—
অমিয় ভট্টাচার্যের
শ্রেষ্ঠ সুরকীর্তি
০ বিষ্ণুপ্রিয়া ০
নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা
১১৭, রবীন্দ্র সরণি, কলি-৬
৫৫-৭৫৫২

ফেস্টিভ্যাল অফ ব্যালেজ
শনিবার ২৫শে সেপ্টেম্বর ৭টায়
রবীন্দ্র সদনে
চাইকোভস্কির নাট ক্র্যাকার ও সোয়ান লেক
অ্যাডামের জিসেল
স্ট্রাভিনস্কির ফায়ার বার্ড
সেন্টসেইনের ডাইং সোয়ান
ব্যালে টু বাক
ডান্স অফ দি কমেডিয়ান ও
এ ব্যালে টু রিমেম্বার
আজ থেকে অগ্রিম বুকিং
সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
টিকিট : ১০, ৭, ৫, ও ৩,
পরিবেশনা : এডুকেশন কর্নার

শেষ সপ্তাহ
সুচিত্রা • উত্তম অভিনীত
হারানো সুর
উত্তরা : উজ্জ্বলা ও মৃণালিনীতে
১২-৩-৬ ৩, ৬, ৯ ১-৪-৭

কাল সকাল ১০টায় বসুশ্রীতে
রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীতানুষ্ঠান
অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়
ধীরেন বসু
ভাষ্য: দেবদুলাল, প্রদীপ/সংগঠন: বাবু দত্ত
হলে টিকিট : ৩, ও ৫,।

রঙমহলে ২১শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
রক্তে রাঙা কাশ্মীর
নির্দেশনা—অমিয় বসু
পরিবেশনা—
অম্বিকা নাট্য কোম্পানী
১১৭/১, রবীন্দ্র সরণি, কলি-৬।
ফোন—৫৫-২৮৫২
টিকেট—৫, ৩, ২, ১
হলে ও অম্বিকা নাট্য কোম্পানী অফিসে পাওয়া যাচ্ছে।

পূর্ণশ্রী ২, ৫।, ৮।
সাচ্চা ঝুঠা
(গেভাকলার)
* রাজেশ খান্না - মুমতাজ

রামবাবুর ছোট মেয়ে তো রেগেই আগুন—
পুজোর বাজার কোথায় হবে?
ফ্রক, স্কার্ট, বেল-বটম আর স্ল্যাকস্ তো আছেই। যদিও সে এখনও পুরোপুরি শাড়ি ধরেনি, তাহলেও পুজোয় কয়েকখানা শাড়ি তার চাই। দিদির মত সিল্ক আর তাঁতের শাড়ি—তার সঙ্গে মানানসই ব্লাউজ। সবই চাই আজকের ফ্যাশনের। মাকে সে বুঝিয়েছে যে
হরলালকা
হ'ল আসল দোকান যেখানে সব দামেরই জামাকাপড়ের প্রচুর আয়োজন।
এখন বাবা রাজী হলেই হয়।
হরলালকা ষ্টোর্স
৬, লুকাস লেন (ব্রাবোর্ন রোড)
এবং
৩১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
(শিয়ালদহ)
এই দুই দোকানের একটিতে কেনাকাটা করা আমার ইচ্ছা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছাড়া পেলেন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হোসটেলে গুরুতর হাঙ্গামা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস হোসটেলের যে সব ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল তাদের মধ্যে তিনজন—অঞ্জন মুখারজি, প্রশান্ত দত্ত ও সুবীর ঘোষ ছাড়া সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওই তিনজনকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

যাদবপুর থানার তদন্তকারী অফিসার খতেমা রিপোরট দাখিল করার পর আলিপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিসট্রেট শ্রীপ্রতিভাময় মিত্র এই আদেশ দেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হোসটেলের ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা ২২ সেপটেমবর পর্যন্ত মুলতুবি আছে।

ডেপুটি লিগ্যাল রিমেমব্রানসার নিয়োগ সংক্রান্ত ইনজাংসন প্রত্যাহার

পশ্চিমবঙ্গে ডেপুটি লিগ্যাল রিমেমব্রানসার পদে শ্রীরাজেশচন্দ্র ঘোষের নিয়োগ সংক্রান্ত আদেশ প্রয়োগ স্থগিত রেখে কলকাতা হাইকোরটের বিচারপতি শ্রী পি কে ব্যানারজি যে ইনজাংশন জারি করেন প্রধান বিচারপতি শ্রী পি বি মুখারজি এবং বিচারপতি শ্রী বি সি মিত্র তা তুলে নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

হাইকোরটে পুজোর ছুটি

পুজোর ছুটি উপলক্ষ্যে কলকাতা হাইকোরট ৬ নবেমবর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম (তাপ-নিঃ)
আজ : নূতন সূচী
হিন্দী : বেলা ১২-৩০টা, বিকাল ৪টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা
বাংলা : বেলা ১-৩০টা ও বিকাল ৫-১৫টা
ইংরেজি : বেলা ২-৪৫টা ও রাত্রি ৮টা

দি লাইট হাউস
প্রত্যহ ৩টা, ৬টা, ৮-৪৫
রবিবার সকাল ১০-৩০
রুদ্ধশ্বাসে দেখবার মত স্পাই ছবি। রক্তে পাগল খুনী আর প্রেমে বিভোর সুন্দরী জুডো, কারেটে, আর পিস্তল যুদ্ধে, মন ভরে যাবে
THE KILLER LIKES CANDY
JAMES BOND 1971
TECHNICOLOR-TECHNISCOPE (A)
তৎসহ এক্সপো-৭০ জাপান বিশ্বমেলার ছাব দারুণ ভীড়, বিফলতা এড়াতে, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধের টিকিট অগ্রিম সংগ্রহ করুন।

পূজোরে
নতুন বেশভূষায় চাই
নতুন নয়ন সজ্জা
জি কে বি
অপটিক্যালস
১৪/৮এ, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯,
ফোন : ৪৬-৪৫৪৩
শাখা : কলিকাতা, আগ্রা, কানপুর

জাহাজ পৌঁছানোর বিজ্ঞপ্তি

টি. এস. এস. "স্টেট অফ বম্বে" রবিবার ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখে কলিকাতায় পৌঁছানোর কথা। এবং উহা বেলা প্রায় ৩টায় ২২ নং খিদিরপুর ডকে ভিড়িবে বলিয়া আশা করা যায়।

জাহাজ ভিড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রিগণ অবতরণ করিবেন।

আন্দামানস্ কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী পোর্ট ব্লেয়ারের টিকিট ২০-৯-৭১ হইতে ২১-৯-৭১ তারিখের মধ্যে ইস্যু করা হইবে। অন্যথায় রিজার্ভেশনগুলি বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইবে।

মালপ্রাপকগণকে অনুরোধ করা হইতেছে যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের মাল গ্রহণের নিমিত্ত যথাসময়ে তাঁহাদের লাইটার উপস্থিত রাখেন।

দি শিপিং করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ১১, আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা-১

পলিডর রেকর্ড
45 R.P.M. (S.P.)
সুধাকণ্ঠে গেয়েছেন স্বনামধন্য শিল্পী
শ্রীসনৎ সিংহ
"ছোট্ট সোনা বাবুমণি"
ও "শোন ভাই শোন"
সেই সঙ্গে আরও পাবেন
শ্রীমতী জপমালা ঘোষ, শ্রীবটুক নন্দী
(গীটার) প্রমুখ আরও অনেকের রেকর্ড
L. P. রেকর্ডে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ইতিমধ্যেই
অর্জন করেছে আশাতীত সম্বর্দ্ধনা।
polydor
CEEVAS/DPL/15

ফ্লোরাস ব্রেড
একবার খেয়ে দেখুন
নিউ ফ্লোরাস বেকারী এণ্ড কনফেকশনারি
কলিকাতা-১৯

কিনুন
নগদ অথবা সহজ কিস্তিতে
রেকর্ড
ট্রানজিষ্টার
রেডিও
রেডিওগ্রাম
প্লেয়ার্স এবং
HMV রিপ্রোডিউসার
কেসিসি
সেলস এম্পোরীয়াম
পি৩৬, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১
৬৬, ভুপেন্দ্র বোস এভিনু কলিকাতা-৪
২৪কে, দমদম রোড কলিকাতা-৩০
ফোন ২২৯৪১৭
২২৭৫৫৪

PHILIPS
সেরা রেডিও বলতে ফিলিপস
শিয়ালদহে সেরা দোকান বলতে
নিউ রেডিও

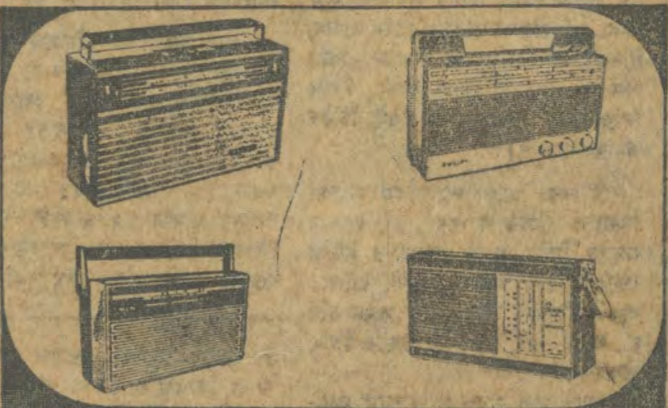

নিউ রেডিও কর্পোরেশন
১১৮-সি আচার্য্য জগদীশ বোস রোড : কলিকাতা-১৪
(নীলরতন হাসপাতালের বিপরীত) ফোন—২৪-৩২৫৭

পূজার কেনাকাটা করুন
আধুনিক ডিজাইনের সর্বভারতীয়
শাড়ী ও তৈয়ারী পোষাক
টেরিলিন, টেরিকটন, সুটিং, সার্টিং ইত্যাদি
বস্ত্র ও পোষাকের অনন্যসাধারণ বিপণি
রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ
২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার কলি-৭ ফোন: ৩৩২৩০৩
* পূজা পর্যন্ত প্রত্যহ (রবি ও সোমসহ) সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকিবে।

সরকার প্রদত্ত বিশেষ রিবেট দেওয়া হচ্ছে
সুতী খদ্দরে ... ২০%
সিল্কে | (রিল) ... ২৫%
(র) ... ৩৫%
২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত; আবার ১১ই অক্টোবর হইতে ২৩শে অক্টোবর অবধি
মুর্শিদাবাদ সিল্ক হাউস
গড়িয়াহাট জংশন, কলিকাতা
শাখা : খাদি সিল্ক ভাণ্ডার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
(৮৪০২এ)

পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ

বিরাট খেলা (প্রথম পুরস্কার : ২১,০০,০০০ টাকা)
প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল : ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
(১৪ সেপ্টেম্বর, '৭১ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য)
একটি প্রথম পুরস্কার ৫০০০ টাকা টিকিট নং : E-414540
দুইটি দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০০ টাকা টিকিট নং H-454227 D-001145
চারশটি তৃতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০ টাকা

D-325366	G-168766	H-127086	D-031130	D-565433	B-824473
E-423056	C-123141	C-514101	B-208179	G-045436	C-902342
D-420290	F-368837	H-239557	A-522956	I-138280	F-430950
B-644491	G-011876	C-359727	C-231274	C-673549	G-234528
D-746827	G-272160	C-798075	F-293064	F-522562	G-025188
G-354626	A-406143	B-328853	A-220682	F-963010	D-094511
A-286559	A-814508	C-529834	H-178440		

বিঃ দ্রঃ—নম্বর ভুল মুদ্রণের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।
ডিরেক্টর পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ, চণ্ডীগড়।

ভাবছেন ?
পুজোর বাজার কোথায় করবেন ?
দেরী না করে আমাদের কাছেই আসুন। বম্বে ডাইং-এর মনোমুগ্ধকর বেড শীট, তোয়ালে প্রিণ্ট আর ছেলেদের জন্যে বিশিষ্ট শার্টিং আর স্যুটিং সংগ্রহ করুন। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের সম্পূর্ণ নূতন ফ্যাশানের শাড়ীও আমরাই দিতে পারি।
ফ্যাব্রিক্স (ষ্টকিস্ট : বম্বে ডাইং)
প-৩৮, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা-১৩
পুঃ আপনাদের সুবিধার্থে এখন হইতে পূজা পর্যন্ত শনিবার ও রবিবার দোকান খোলা থাকিবে।
সময় : সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৮-৩০ মিঃ
(১৬৮০এ)

বোম্বে ডাইং দ্রব্যাদির জন্য
একমাত্র ও অনুমোদিত ষ্টকিস্ট
পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার নানা শহরের বিভিন্ন এলাকায় আমরা বিখ্যাত বোম্বে ডাইং দ্রব্যাদির জন্য একমাত্র ও অনুমোদিত ষ্টকিস্ট নিয়োগ করিতে চাই।
ইচ্ছুক পক্ষদের অবশ্যই সুদৃঢ় আর্থিক সঙ্গতি ও উপযুক্ত শো-রুম-এর সুবিধা থাকা চাই। শো-রুম-এর অবস্থান, ব্যাঙ্কারদের নাম, টেক্সটাইলসে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রাসঙ্গিক বিবরণ উল্লেখ করিয়া আবেদন করুন : রিজিওনাল ডিস্ট্রিবিউটর্স।
হনুৎমল রাওৎমল (টেক্সটাইলস) অ্যাণ্ড কোং,
১২, নূরমল লোহিয়া লেন,
কলিকাতা—৭ ফোন : ৩৩-০৮০৯
(৯৮৪৫এ)

পূজায় নূতন শাড়ী
মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল
এণ্ড সন্স
কলেজ স্ট্রীট জংশন
কলিকাতা-৯
(৯৩৫৩এ)

পূর্ব রেলওয়ে

গত ৬-৭-৭১ তারিখে হোটার এবং মগরাহাটের মধ্যবর্তী স্থানে সংঘটিত রেলওয়ে দুর্ঘটনা, ক্ষতিপূরণের দাবী পেশ করার পদ্ধতি

গত ৬-৭-৭১ তারিখে হোটার এবং মগরাহাটের মধ্যবর্তী স্থানে স্টীম এঞ্জিনের সহিত এস ডি ১০৩ আপ (ই এম ইউ)-এর সংঘর্ষের দরুণ দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের দাবী-দাওয়া নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে অ্যাড-হক ক্লেমস কমিশনার হিসাবে কলিকাতার সিটি সিভিল অ্যাণ্ড সেসনস কোর্টের অবসর প্রাপ্ত চীফ জজ শ্রী পি বসুকে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং তাঁহার অফিস শিয়ালদহে ডিভিশনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফিস বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ পশ্চিম কোনের বিপরীত দিকে শিয়ালদহে বর্তমান সিভিল ডিফেন্স অফিসে অবস্থিত থাকিবে।

দাবীর জন্য দরখাস্ত রেজিস্টারী ডাকে অ্যাড-হক ক্লেমস কমিশনারের নিকট পাঠান যাইতে পারে অথবা স্বয়ং গিয়া তাঁহার অফিসে শনিবার বাদে সমস্ত কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে (শনিবার বেলা ১১টা হইতে বেলা ২টার মধ্যে) দাখিল করা যাইতে পারে। যে সমস্ত দাবীদার স্বয়ং গিয়া তাঁহাদের দরখাস্ত দাখিল করিতে চান, কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ২টার মধ্যে দাখিল করা যাইতে পারে। যে সমস্ত দাবীদার স্বয়ং গিয়া তাঁহাদের দরখাস্ত দাখিল করিতে চান, কোন অসুবিধা হইলে তাঁহাদিগকে শিয়ালদহের স্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। দরখাস্ত দুই প্রস্থ করিতে হইবে এবং উহাতে দরখাস্তকারীর নাম স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং উহার সহিত সত্যতা প্রতিপাদক এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট জুড়িয়া দিতে হইবে যে, দরখাস্তে বর্ণিত বিবরণী দরখাস্তকারীর জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

দরখাস্তে নিম্নোক্ত বিবরণগুলি থাকা চাই :—

১। যাঁহার সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হইতেছে তিনি দুর্ঘটনায় পতিত ট্রেনের যাত্রী ছিলেন কিনা।
২। ঐরূপ ব্যক্তি কি ধরনের আঘাত পাইয়াছেন (মৃত্যু হইয়া থাকিলে মৃত্যুর তারিখ।
৩। আহত বা মৃত ব্যক্তির বয়স।
৪। আহত বা মৃত ব্যক্তির মাসিক আয়।
৫। দুর্ঘটনার ফলে জীবজন্তু বা মালপত্র হারাইয়া থাকিলে, নষ্ট হইয়া থাকিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ।
৬। যে টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করা হইতেছে তাহার পরিমাণ।

দরখাস্ত দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার তারিখ হইতে তিন মাস মধ্যে অ্যাড-হক ক্লেমস কমিশনারের অফিসে পৌঁছা চাই।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট

কাল মহালয়া!

বাকী মাত্র ২৪ ঘন্টা!
তাই আজই চাই ফিলিপস্ রেডিও

PHILIPS

শেয়ালদার বিক্রয়-কেন্দ্রে ফিলিপ্স্ পূজা মডেলের নানারকম রেডিওর স্টক থেকে আপনার পছন্দ মত বেছে নিন।

সারদা রেডিওজ
১১।৬, মহাত্মা গান্ধী রোড
(সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সম্মুখে) কলিকাতা-৯

ফিলেটা—২৪৫্
রেডিওর সঙ্গে মহালয়া পর্যন্ত পূজা সংখ্যা প্রসাদ উপহার

(১৮০৮)

INDIANOIL

আমাদের ইনডেন গ্রাহকদের প্রতি

সম্প্রতি কলিকাতা, প্যাটনা, রাঁচি ও জামশেদপুরে ইনডেন সিলিণ্ডারের বিঘ্নিত সরবরাহের জন্য আমাদের ইনডেন গ্রাহকদের যে অসুবিধা হইতেছে তজ্জন্য আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

উত্তর বিহারের নিদারুণ বন্যার দরুন রাস্তা ভাঙিয়া পড়ায় আমাদের বারাউনি রিফাইনারি হইতে ইনডেন পাঠানোর ব্যাপারে অসুবিধা হইতেছে।

অবশ্য রিফাইনারি হইতে ইনডেন এল পি জি স্টকের চলাচল ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়াছে।

যত সত্বর সম্ভব স্বাভাবিকভাবে ইনডেন সরবরাহ পুনরায় আরম্ভ করার জন্য আমরা সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছি।

অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অসুবিধা উপলব্ধি করিবেন।

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ
(মার্কেটিং ডিভিসন)
১, শেকসপীয়ার সরণি, কলিকাতা-১৬

স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে অবস্থান ধর্মঘট

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট ওয়ার্কার্স অরগ্যানাইজেশন থেকে শুক্রবার অভিযোগ করা হয় যে, অস্ত্রশস্ত্র সহ একদল সি আর পি ও পুলিশ ইনস্টিটিউট ভবনে ঢুকে একজন কর্মীকে গ্রেফতার করে।

ধৃত কর্মীর মুক্তি, এই ঘটনা সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষী পুলিশের শাস্তি ও অন্যান্য দাবিতে কর্মীরা বরাহনগরে সেনট্রাল অফিসের সামনে অবস্থান শুরু করেছেন বলে জানান হয়।

পরলোকে সাংবাদিক শ্রী কে গোপালস্বামী

বোমবাই, ১৭ সেপটেমবর—প্রবীন সাংবাদিক শ্রী কে গোপালস্বামী (৭১) আজ সন্ধ্যায় এখানে পরলোকগমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন টাইমস অব ইনডিয়া পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতার পর ওই পত্রিকার সম্পাদকও হয়েছিলেন। —পি টি আই

সস্তায় করুন
কিস্তিমাত
আনন্দের ভাণ্ডার
সুমঙ্গল
ডিনারের সব রকমের
সব কিছু পাওয়া যায়
৫০% পর্যন্ত ছাড়
ডিনার সাইডেনস্টিকার শার্ট, ডিনার শার্ট আর স্যুটের কাপড়ে
তাছাড়া কাটা-কাপড়ের পিস্ কিনলে বিশেষ সুবিধে!
চৌরঙ্গিতে বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামের উল্টোদিকে ২-এ শেক্স্পীয়ার সরণীতে আমাদের নতুন বাড়িতে আসুন। রবিবারসুদ্ধ সপ্তাহের যে কোনো দিন সকাল সাড়ে ন'টা থেকে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার মধ্যে যে কোনো সময়ে চলে আসুন।
lam-VIN-9A/71 BEN

আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে বিশ্বকর্মা পূজো হচ্ছে।

বিশ্বকর্মা পূজা

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার কলকাতা, শহরতলী ও হাওড়ার কল-কারখানায় সাড়ম্বরে বিশ্বকর্মা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কলকারখানা প্রায় প্রতি পাড়াতেই আছে এবং সব স্থানেই বেশ একটা পূজো পূজো ভাব দেখা যায়।

এদিন আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসেও পূজা হয়। সকালে প্রসাদ বিতরণ ও রাত্রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

বিশ্বকর্মা পূজার আরও একটি আকর্ষণ আছে ঘুড়ির। পাড়ায় পাড়ায় ছাদে ছাদে কাঁসর ঘণ্টা ভেঁপু নিয়ে ঘুড়ি ওড়াতে মেতে যান অনেকেই।

এইদিন ঘুড়ি ধরতে গিয়ে ডালিমতলায় ২০ বছরের এক যুবতী শিল্পী মালাকার ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হন। ব্যারাকপুরে অঞ্জলী সোমও (১১) ছাদ থেকে পড়ে যান তাঁদের হাসপাতালে ভরতি করা হয়। এইদিন আরও ৬ জন ঘুড়ি ওড়াতে বা ধরতে গিয়ে অল্প বিস্তর আহত হন।

মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যার্থে দান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যার্থে সম্প্রতি দত্তবাগান এল আই জি হাউসিং এসটেট টেনানটস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সভাপতি শ্রী সেন এবং সম্পাদক শ্রী ঘোষ চৌধুরী বাংলাদেশ মিশনের হাইকমিশনার শ্রীহোসেন আলির নিকট ৪২৫ টাকা ২৫ পয়সা দেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জে শ্রীকল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভারত বাদে অন্যান্য সব নিরপেক্ষ দেশগুলির কাছে এক পত্রে বলেছেন যে, খসড়া ইস্তাহারে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথা যেন না থাকে। কেননা, তাঁর মতে, এটা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

নিরপেক্ষ দেশগুলির আলোচনা-চক্রে বাংলাদেশের বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা হওয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানের প্রাক্তন সহকারী প্রতিনিধি এবং বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিনিধি শ্রী এস এ করিম স্বাগত জানান। শ্রীকরিম তাঁর পত্রে বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। পরতুগালের বিরুদ্ধে এঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের জনগণের সংগ্রাম থেকে এ সংগ্রাম পৃথক নয়। পাকিস্তানের মত তারাও আঞ্চলিক সংহতির নামে ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

কলের সোজা ভাষায় বক্তৃতার পর সভাপতি ও জাম্বিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীভারনন জনসন সোয়াঙ্গা যুক্ত ইস্তাহারে বাংলাদেশ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে ঐকমত্য স্থাপনে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেন।

বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার শ্রীকল এটা মানতে নারাজ। তিনি বলেন, এটা আভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়, আন্তর্জাতিক সমস্যা। তিনি বলেন, সেকরেটারি জেনারেল উ থানট গত ১৪ সেপটেমবর তাঁর সাংবাদিক বৈঠকে বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের মৌল সমস্যাই হল রাজনৈতিক।

শ্রীকল বলেন, নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর একই নীতি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়। তিনি বলেন, ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় মুক্তিআন্দোলন এবং প্যালেসটেনিয়ান শরণার্থীদের নিজেদের দেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার সমর্থন করে এসেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেই একই নীতি প্রযোজ্য হওয়া উচিত। অথচ এই বাংলাদেশের ঘটনা ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ৯ মাসে ৯০ লক্ষ শরণার্থীর আগমন ইতিহাসের কোন সময়ে ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

বক্তৃতার উপসংহারে শ্রীকল বলেন, ১০ ডিভিসন পাক সামরিকবাহিনী বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোককে কখনই চেপে রাখতে পারবে না। —পি টি আই

সিংহল পাক বিমানকে তেল নেওয়ার সুবিধা বন্ধ করতে নারাজ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপটেম্বর—কলমবো দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ববঙ্গে যাতায়াতে পাকিস্তানী বিমানকে তেল নেওয়ার সুবিধা বন্ধ করার জন্য ভারতের অনুরোধ সিংহল রাখেনি।

গত মে মাসে এই তেল কেনার সুবিধার জন্য পাকিস্তানের প্রস্তাব থাইল্যানড সরাসরি অগ্রাহ্য করে।

ভারী মাল ওঠাচ্ছেন?

ভারীমাল স্থানান্তরিত করার জন্ত হারকিউলস হয়েস্টস্ নানাবিধ উচ্চযানের সরঞ্জাম তৈরী করে, যেমন:
* ½ টন থেকে ৫ টনের জন্ত ইলেকট্রিক হয়েস্টস্
* ½ টন থেকে ২০ টনের জন্ত-চেন পুলী ব্লকস্
* র‍্যাচেট হয়েস্টস্
* ইলেকট্রিক গিয়ার্ড ট্র্যাভেল বা পুশ-পুল টাইপ ট্রলী

বাটলিবয়ের ২৬টি অফিসের মধ্যে যে কোনও একটিতে ইনডেফ-উৎপাদনের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন অথবা এখানে পত্র লিখুন:
বাটলিবয় অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
আর এন মুখার্জী রোড, কালকাতা

মারফি
ট্রানজিষ্টর

গ্রান্ড ফা রেডিওজ এণ্ড ম্যাণ্ডেলটীজ প্রাঃ লিঃ
৮ ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

সকল ক্রেতা এবং কো-অপারেটিভ সোসাইটির সদস্যগণকে আমাদের দোকানে সাদর আমন্ত্রণ জানাই

ঠকর দাস অ্যাণ্ড সনস

৩৫/১ বহু স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। ফোন ২৪-১৮০১

(সবে এসেছে হালফ্যাশনের রেডিমেড পোষাক, ধুতি ও শাড়ী, বিনির শার্ট ও টেক্সটাইল ইত্যাদি)

ভাল ভাল রেডিমেড পোশাক এখানেও পাওয়া যাবে

ওয়াছেল মোল্লা অ্যাণ্ড সনস (প্রাঃ) লিঃ
৮, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

(১৮১৮৪)

শীলা'র আছে
এই পুজার সেরা সংগ্রহ!

শীলা আপনাদের জন্য এই পুজায় সেরা প্রস্তুতকারকদের সেরা সামগ্রী সংগ্রহ করে এনেছেন! আমাদের বিপণিতে এসে দেখুন। আমরা নিশ্চয় জানি, যা দেখবেন সব কিছুই আপনার ভাল লাগবে।

* সারা পরিবারের জন্য পোষাকপরিচ্ছদ
* মহিলা ও ভদ্রজনদের জুতো
* সর্বাধুনিক স্টাইলের হ্যাণ্ডব্যাগ
* উপহারের ও অভিনব সামগ্রী

এই মরশুমে আপনার আপনজনদের শীলা গিফট সার্টিফিকেট উপহার দিন, যাতে তাঁরা নিজেদের উপহার নিজেরাই পছন্দ করে নিতে পারেন!

আপনাদের স্বাগত জানাই

SHEILA

লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
আজ ও আগামীকাল সারা দিন খোলা

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

Advertisement No. 38

Applications are invited for undermentioned posts. Age as on 1.1.1971 must be within the prescribed age limits but is relaxable for Government servants except where otherwise specified. Upper age limit relaxable upto 45 years for certain categories of displaced persons from East Pakistan, repatriates from Burma and Ceylon and for persons who migrated from East African countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania. Upper age limit relaxable by 5 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. No relaxation for others save in exceptional circumstances and in no case beyond a limit of three years. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified. Higher initial pay may be granted to specially qualified and experienced candidates except where otherwise specified.

Particulars and application forms obtainable from Secretary, Union Public Service Commission, Post Box No. 186, New Delhi. Request for forms must specify name of post, advertisement number and item number and should be accompanied by self-addressed unstamped envelopes for each post at least of size 23 × 10 cms, indicating thereon name of post for which forms are required. Commission may remit fee in the case of genuinely indigent and bonafide displaced persons from East Pakistan who migrated on or after 1st January, 1964 and to repatriates from Burma and Ceylon who migrated on or after 1st June, 1963 and 1st November, 1964 respectively. Separate application with separate fee required for each post. Candidates abroad may apply on plain paper if forms are not available, and deposit fee with local Indian Embassy. If required, candidates must appear for personal interview. Closing date for receipt of applications with crossed Indian Postal Order for Rs. 8 (Rs. 2 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) 19th October, 1971 (1st November, 1971 for applicants from abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Treasury receipts not acceptable.

Post at S. No. 4 permanent. Posts at S. Nos. 1, 2, 13, 14, 18 and one post each at S. Nos. 7 and 12 permanent but appointment on temporary basis. Posts at S. Nos. 6, 8 and 11 temporary but likely to be made permanent. Posts at S. Nos. 3, 5, 9, 15, 20, one post at S. No. 7 and 15 posts at S. No. 12 temporary but likely to continue indefinitely. Posts at S. Nos. 16 and 19 temporary but likely to continue. Post at S. No. 10 temporary but likely to continue on a long term basis. Post at S. No. 17 temporary.

Post at S. No. 5 reserved for Scheduled Castes candidate failing which reserved for Scheduled Tribes candidate. Posts at S. Nos. 4 and 16 reserved for Scheduled Tribes candidates failing which reserved for Scheduled Castes candidates. Five posts at S. No. 12 reserved for Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces on or after 1-11-1962 during the Emergency and are later released/invalided owing to disability attributable to Military Service/due to be released, out of which two are reserved for Scheduled Castes candidates and one for Scheduled Tribes candidate belonging to Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers. These posts are to be treated as unreserved if suitable candidates belonging to the reserved categories are not available.

One post each at S. Nos. 7, 11 and 12 and two posts at S. No. 13 reserved for Scheduled Castes candidates. Two posts at S. No. 12 reserved for Scheduled Tribes candidates. These posts are not to be treated as unreserved if suitable candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes communities are not available.

Posts at S. Nos. 6, 16, and three posts at S. No. 20 reserved for Scheduled Castes candidates. Posts at S. Nos. 9, 10, and one post at S. No. 20 reserved for Scheduled Tribes candidates. Two posts at S. No. 20 reserved for Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces on or after 1-11-1962 during the Emergency and are later released/invalided owing to disability attributable to Military Service/due to be released. Candidates belonging to the reserved categories need only apply for these posts.

PART 'A'

1. One Director General, All India Radio, Ministry of Information & Broadcasting. Pay Rs. 2500—125/2—2750. Age limit preferably below 50 years. Qualifications essential (i) Degree of a recognised university. (ii) About 10 years' experience in a responsible capacity in educational, cultural, publicity or professional institution/organisation, including adequate general administrative experience with ability and capacity for organisation. (iii) Knowledge of India's cultural heritage ...

2. One Research Officer (Career Management), Department of Personnel, Cabinet Secretariat. Pay Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. Age limit 40 years. Qualifications essential (i) Master's degree in any subject of a recognised university or equivalent. Or Post-graduate degree or diploma in Public Administration or Business Management/Administration of a recognised university or equivalent. (ii) About two years' experience in job analysis and evaluation and position classification or ...

[illegible]

... Entomology or Zoology of a recognised university or equivalent. (ii) About one year's experience in plant protection work.

17. One Regional Potato Development Officer, Indian Co-operation Mission, Kathmandu, Nepal, Ministry of External Affairs. Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900 plus other allowances as admissible in Nepal. Age limit 35 years. Qualifications essential (i) Master's degree in Agriculture or Botany or ...

[illegible]

উৎসবে,
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে...
"পুষ্পিক মার্কা"
অগুরু
প্রাচীন কাল হইতে গন্ধমাধুর্যে ও স্থায়িত্বে অতুলনীয় প্রসিদ্ধ সুগন্ধি অগুরু উৎসবে, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ও নিত্য ব্যবহারে ভারতের ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হইত। সুগন্ধি হিসাবে আজও ইহার সমাদর অব্যাহত আছে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

পরলোকে কর্মবীর প্রাণবল্লভ সাহা

প্রখ্যাত কর্মবীর মহাপ্রাণ প্রাণবল্লভ সাহা গত ২রা ভাদ্র বৃহস্পতিবার (১৯শে আগস্ট '৭১) অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ৬৪ বৎসর বয়সে তাঁহার নিজস্ব বাটী ৬৪নং মহেশ বারিক লেনে সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন। কর্মজীবনে বহুবিধ কর্মের মধ্যে তিনি বহু সাবানের কারখানার সূচনা ও সর্বপ্রথম কলিকাতায় ঢাকাই সাবান শিল্পের পথ-প্রদর্শক। তাঁহার আনুকূল্যে অনেকেই এই ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। শিলচরে তিনি একজন প্রাচীনতম বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন ও একটি বস্ত্র প্রতিষ্ঠানকে বহু পরিশ্রমে স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই কর্মধারায় তিনি বহুজনের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা ও নাতিনাতনী সহ বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। অদ্য ১লা আশ্বিন শনিবার (ইং ১৮ই সেপ্টেম্বর '৭১) তাঁহার নিজস্ব বাটীতে পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে।

(১৮০১এ)

'হরলিক্স' খাওয়ার জন্যে মগ ১.২০ টাকার
প্রত্যেকটি শিশির সঙ্গে পাবেন—

'হরলিক্স'-রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

চারটি জন্তুর ছবি আঁকা
একটি সেট পরিবারের জন্যে সংগ্রহ করুন...
শিগ্গীর... স্টক থাকতে থাকতে।

শুধু কলকাতাতেই এই সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে

'হরলিক্স'—পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়

হিন্দুস্থান ডেয়ারী এণ্ড ফার্ম · কলিকাতা-২৮
সুরভী বিশুদ্ধ ঘৃত

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

সি এফ এনড্রুজ শতবার্ষিকী কমিটি: সাড়ে ৪টায় বিশপ কলেজে (২২৪ আচার্য জগদীশ বসু রোড) আলোচনা চক্র। সভাপতি: ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। **ভারতীয় জনসঙ্ঘ:** ৪টায় ১১৫এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে কর্মী সম্মেলন। **রামকৃষ্ণ মিশন** (গোল পার্ক): সাড়ে ৬টায় শিবানন্দ হলে সমসাময়িক ইংরাজি উপন্যাস বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা: শ্রী এন ও হাডসন। **গীতবীথি:** সাড়ে ৫টায় প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সমাবর্তন। সভাপতি ডঃ রমা চৌধুরী। **রবীন্দ্র ভারতী প্রদর্শনশালা:** গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ব্যঙ্গ চিত্রের প্রদর্শনীর উদ্বোধন বেলা ১২টায়। **সমাজবাদী মহিলা সমাজ** (১০৬।১এ এস এন ব্যানার্জি রোড): তিনটায় সুবোধ মল্লিক উদ্যানে জমায়েত, পরে রাজ্যপালের কাছে দাবিপত্র পেশ। **এয়ার করপোরেশন এমপ্লয়িজ:** মহাজাতি সদনে ৫টায় বিচিত্রানুষ্ঠান। **ইউনিয়ন কারবাইড কর্মী রিক্রিয়েশন ক্লাব:** রবীন্দ্র সদনে ৫টায় গণদেবতা নাটকাভিনয়।

খাদি মণ্ডল (ই-৭৫ কলেজ স্ট্রীট মারকেট): গান্ধী জয়ন্তী ও পূজা উপলক্ষে ৫টায় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন খদ্দর বিক্রি করবেন।

মাত্র ৪৮ ঘণ্টা
৪০৲ প্যান্ট লেন্থ (গোয়ালিয়র মিলের)
ও
২৭৲ বুশ সার্ট লেন্থ
আজ কাল পরশুর মধ্যে তৈয়ারী করতে দিলে ২৫ তারিখে ডেলিভারি পাইবেন।
থ্রি ডায়মণ্ডস্
THREE DIAMONDS
(শীততাপ নিয়ন্ত্রিত)
চৌরঙ্গী মার্কেট রক্সি সিনেমার পাশে। শপ নং ৫, ৬

উৎসব উপলক্ষে!
বিনামূল্যে!
প্রত্যেকটি
উষা
সেলাই মেশিনের সঙ্গে

২টি প্রয়োজনীয় উপহার!

পশ্চিমবঙ্গ, ভুটান, সিকিম, আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে উষার সমস্ত অনুমোদিত বিক্রয়-কেন্দ্র থেকে নগদ অথবা হায়ার-পার্চেজে ক্রয় করলে।
তাড়াতাড়ি করুন! বিনামূল্যে এই অপূর্ব উপহারের সুযোগ গ্রহণ করুন—৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত অথবা তার আগেই স্টক থাকা পর্যন্ত এই সুযোগ পাওয়া যাবে।
একটা ভাল সবার ভাল উষা

বেতার বার্তা

শনিবার—১৮ সেপটেমবর

১ম অধিঃ—(৪৪৭.৮ মীঃ) ৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ সুবন্ধ, সংগীত—খেয়াল, ভীমসেন যোশী; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ নীলরতন চন্দ্র—গীটার, ইং সং; ৭-৪ নীলরতন চন্দ্র—গীটার; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি; ৭-১৫ বীথিকা ঘোষাল—শ্যামাসংগীত, বং সং; ৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪০ অনুরাধা দাশগুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা নীরেন্দু চৌধুরী—লোকগীতি; ৮-১৫ আধুনিক; ৮-৩০ মায়া মিত্র—সেতার; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ বেতার সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ ক্ষমা ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা অবকাশরঞ্জন; ১০-৪ সমীরকুমার দত্ত—আলাপ ও ধ্রুপদ ১০-৩০ সমরেন্দ্র সিকদার—সরোদ; ১১টা সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১২-৩০ সময় সংকেত, দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত; ১টা আমেদ রেজা—বিচিত্রবীণা, বাং, সং; ১-৪০ সুগম সংগীত—রেবা বন্দ্যোঃ, রঘুনাথ পাণিগ্রাহী ও শোভা গুর্তু; ১-৫০ নীলরতন চন্দ্র—গীটার; ২টা হেমন্ত মুখোঃ—আধুনিক; ২-২৬ আবহবার্তা; ২-৩০ একসপোরট ফ্রন্ট; ২-৩৫ হিন্দী কার্যক্রম; ৩টা খসে পড়ে তারা: বাংলা নাটক, রচনাশৈল চক্রঃ; ৩-৫০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫টা সময় সংকেত, সমরেন্দ্র সিকদার—সরোদ; ৫-৩০ মহিলামহল; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা; ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ মায়া চক্রঃ—লোকগীতি; ৬-৪০ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী পাঠ; ৬-৫০ নীলরতন চন্দ্র—গীটার; ৬-৫৫ কৃষিকথা, বং সং; ৭-৩৫ সমীক্ষা; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৫০ পুষ্পিতা চট্টোঃ—আধুনিক; ৮টা বিচিত্রা: রূপক; ৮-১৫ ক্ষমা ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-৩০ বীথিকা ঘোষাল—নজরুলগীতি; ৮-৪৫ পুস্তক পর্যালোচনা ৯টা অনুরাধা দাশগুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ সংবাদ পরিক্রমা, সং; ৯-৩০ অখিল ভারতীয় সংগীত কার্যক্রম; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ: (৩০০ মীঃ) ১ম অধিঃ—৯টা সংস্কৃত শিক্ষা; ৯-১৫ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১টা হাইলাইটস অব ওয়েসটারন মিউজিক; ১-৪ লণ্ড টাইম ভ্যারাইটি—পপ সংগীত, সং; ২-১০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৮টা বন্দনা সরকার—ভজন; ৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা (ইংরেজী, দিল্লি থেকে); ৮-২৫ মায়া মিত্র—সেতার; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান (দিল্লি থেকে); ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন; ৯-৩০ ইংরেজীতে খেলাধুলো পর্যালোচনা—সুব্রত বসু; ৯-৪৫ ইন্দিরা মানি—পপ সংগীত; ১০টা পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ১০-৩০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান (২২৭.৩ মীঃ) (সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—১১-৩০ মিঃ)।

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান (৫০৮.৫ মীঃ) ১ম অধিঃ—৫-৩০ সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্: দেশগান; ৫-৪৫ কালীপদ দাস—লোকগীতি, সং; ৬-৫ বনানী সরকার—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-২০ বাংলা সংবাদ; ৬-৩০ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-২০ বাংলা সংবাদ (৭-২৫ মিনিটে প্রচারিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি); ৮-৩০ সংবাদ পর্যালোচনা; ৮-৩৫ বাংলা কথিকা; ৮-৪৫ বাংলার সম্পদ—কীর্তন; ৯টা কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০টা সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ—(২৬৫.৫ মীঃ)** ৫টা হিন্দী সংবাদ; ৫-৫ বনানী সরকার—রবীন্দ্রসংগীত; ৫-১৫ কালীপদ দাস—লোকগীতি; ৫-৩০ মায়া চক্রঃ—আধুনিক; ৫-৪৫ পুষ্পিতা চট্টোঃ—নজরুলগীতি; ৬টা বিশেষ ঘোষণা; ৬-৫ নীলরতন চন্দ্র—গীটার; ৬-১০ সমীরকুমার দত্ত—আলাপ ও ধামার; ৬-৩০ মায়া মিত্র—বীণা; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা হিন্দী সংবাদ; ৭-৫ বন্দনা সরকার—অতুলপ্রসাদের গান; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ সাদেকুর রহমান—নজরুলগীতি; ৭-৪৫ লোকগীতি; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৫ দেশগান; ৮-১৫ বাংলা কথিকা; ৮-৩০ উর্দু অনুষ্ঠান; ৮-৪৫ তড়িৎ চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত, সং; ৯-১৫ সংবাদ পরিক্রমা, বং; ৯-৩০ বাংলা কথিকা; ৯-৪০ দেশগান; ৯-৪৫ সাদেকুল রহমান—নজরুলগীতি; ১০টা নীরেন্দু চৌধুরী—লোকগীতি; ১০-১৫ আধুনিক; ১০-৩০ হরিদাস কর ও সহশিল্পিবৃন্দ—পদাবলী কীর্তন; ১১টা সমাপ্তি।

যুববাণী—(৩০০ মীঃ) ১ম অধিঃ—৭টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্: আলোর গান: উষা দাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-৫ দিনের আলোয়: (পাঠ); ৭-১০ রাগরঙ: গৌতম গোস্বামী—খেয়াল; ৭-৩০ যুববাণী: (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৭-৩৫ সুরের আলো: মদনমোহন কর্মকার—গীটার; ৭-৪০ নানারঙের গান: টেকনিক্যাল স্কুল অব মিউজিক গ্রুপ—নজরুলগীতি, গীতি চট্টোঃ—রাগপ্রধান ও আধুনিক এবং চঞ্চলকুমার—লোকগীতি; ৮টা কথিকা/বাংলার সাক্ষাৎকার; ৮-৫ শ্রুতিতরঙ্গ: মদনমোহন কর্মকার—গীটার ৮-১০ গীতাঞ্জলি: উষা দাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-২০ সুরলহরী: যন্ত্রসংগীত; ৮-২৫ দিগন্তের গান: সরস্বতী দাশগুপ্ত—আধুনিক; ৮-৩৫ সংবাদ: (বাংলা সংবাদ); ৮-৪০ সুরকল্লোল: মদনমোহন কর্মকার—গীটার; ৮-৪৫ সিনেমার গান। **৩য় অধিঃ**—৫টা সময় সংকেত, আজ ও কালকের যুববাণী: (অনুষ্ঠান পরিচিতি) ৫-৫ মেঠোসুর: টেকনিক্যাল স্কুল অব মিউজিক গ্রুপ—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ: মদনমোহন কর্মকার—গীটার; ৫-৩০ সংবাদ (বাংলা সংবাদ); ৫-৩৫ দেউল: সরস্বতী দাশগুপ্ত—ভজন; ৫-৪৫ সুরধ্বনি: মদনমোহন কর্মকার—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান: গীতি চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ৬-৩০ বাইরে-দূরে; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা: চঞ্চলকুমার—শ্যামাসংগীত, টেকনিক্যাল স্কুল অব মিউজিক গ্রুপ—লোকগীতি; ৬-৫০ আমার প্রিয় গান: সংযোজনা—গোপা সেন; ৭-১০ রাগরঙ: গৌতম গোস্বামী—খেয়াল; ৭-৩০ গানের বৈঠক: উষা দাস—রবীন্দ্রসংগীত, টেকনিক্যাল স্কুল অব মিউজিক্যাল গ্রুপ—নজরুলগীতি, গীতি চট্টোঃ—রাগপ্রধান, সরস্বতী দাশগুপ্ত—আধুনিক এবং চঞ্চলকুমার—শ্যামাসংগীত ও লোকগীতি।

আগামী ১৯ সেপটেমবর প্রত্যুষে মহালয় উপলক্ষে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে বিশেষ অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী' প্রচারিত হবে। অনুষ্ঠানটি প্রত্যুষ ৪টা থেকে ৪৪৭.৮, ৩০০, ২২৭.৩ ও ৬২.২৪ মিটারে শোনা যাবে।

সুরদাস সংগীত সম্মেলন

৪র্থ এবং সারারাত্রির আসরের শিল্পী: দেবযানী ভট্টাচার্য (কথক), মঙ্গল সেন (সরোদ), কুমার মুখার্জি (কণ্ঠ), হালিম জাফর খাঁ (সেতার), আরতি বাগচী (কণ্ঠ), আমেদ রেজা খাঁ (বিচিত্রবীণা), ভি-আর দেশপাণ্ডে (কণ্ঠ), ভি রাঘবন ও এম জনার্দন (বীণা ও সেতার যুগলবন্দী), পদ্মবতী শালিগ্রাম (কণ্ঠ)। বিশেষ গুণী সম্বর্ধনা: পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ ও শিপ্রা বসু।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্রি জোয়ার আরম্ভ	দিবা ভাঁটা আরম্ভ	রাত্রি ভাঁটা আরম্ভ
শনিবার	৯-৫১	১০-৯	২-১৭	২-১২

দিনপঞ্জিকা

আজ চতুর্দশী: অমাবস্যার নিশিপালন

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

শনিবার, ১ আশ্বিন ১৩৭৮ (২৭ ভাদ্র ১৮৯৩ শক), ১৮ সেপটেমবর ১৯৭১, ২৭ রজব। চতুর্দশী সন্ধ্যা ঘঃ ৫।৫১ মিঃ পর্যন্ত। মঘানক্ষত্র প্রাতঃ ঘঃ ৫।৩৩ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২৭।৩১ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৩৪।৪১ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রদোষ সিদ্ধিযোগমাত্র। অমাবস্যার নিশিপালন। মধ্যচান্দ্র ভাদ্র গৌণ আশ্বিন (কৃষ্ণপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

শনিবার, ১ আশ্বিন ১৩৭৮ (২৭ ভাদ্র ১৮৯৩ শক), ১৮ সেপটেমবর, ১৯৭১, ২৭ রজব। চতুর্দশী দিবা ঘঃ ৫।৮।৪৫ সেঃ পর্যন্ত। মঘানক্ষত্র দিবা ঘঃ ৬।১১।৫৮ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২৬।২৬ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৩৫।৪৬ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্র ও কুলিকবেলাদিদোষ সিদ্ধিযোগমাত্র। অমাবস্যার নিশিপালন। মধ্যচান্দ্র ভাদ্র গৌণ আশ্বিন (কৃষ্ণপক্ষ)।

প্রচুর জল তুলুন
বিসকো
স্পেশাল হ্যাণ্ডপাম্প ব্যবহার করুন
প্রোগ্রেসিভ পাম্পস এণ্ড ফিল্টারস প্রাঃ লিঃ
অফিস:—দাশনগর, হাওড়া-৫ ফোন—৬৬-৩৭৮২

লাক্সল 3 সিন্থেটিক্ এনামেল
বাইরে কিংবা যেকোন জায়গায়
আপনার সাধ্যের মধ্যে একটি নিখুঁত রং
• সমস্তটাই সহজ ভাবেই
• স্বচ্ছন্দে ব্রাস চলে
• পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল
• চকচকে থাকবে—ফিকে হয় না
ব্রিটিশ পেন্টস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
হেড অফিস: ৩২ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬

— কাল মহালয়া —
এবার ফিলিপস রকমারী নূতন ধরনের নানা দামের ট্রানজিস্টার ও রেডিও বের করেছে
আপনার পছন্দসই মডেলটি আমাদের কাছ থেকে এসে বেছে নিন

পাইওনীয়ার ডিলাক্স—৩১৫৲ স্কীপার—৪১৫৲
এ ছাড়াও পাবেন:—

ফিলেটিনা ট্রানজিস্টার	—১৫৫৲	ট্রানস/মেইনস	—২৯৮৲
ফিলেটা "	—২৪৫৲	ভ্যালিয়ান্ট এ সি	—৩৭৮৲
প্রিন্স ডিলাক্স "	—২১০৲	প্রেস্টিজ "	—৪৬৮৲
টেবিল "	—৫৪০৲	মেজর "	—৬০০৲

স্টিরিও এ সি—১০৫০৲
ফিলিপস রেকর্ড প্লেয়ার ও ইলেকট্রোফোন—২৭৫৲ ও ৭৯৫৲
ফিলিপস রেডিও মেরামতের যাবতীয় স্পেয়ার পার্টস কোম্পানীর ন্যায্য দামে পাবেন। দক্ষ কারিগর দ্বারা নির্ভরযোগ্য মেরামত আমাদের বিশেষত্ব।
: আপনাদের সেবায় :
রেডিও ম্যানুফাকচারার্স অব ইণ্ডিয়া ফোন: ২৪-১৩৯২
PHILIPS
৭০, গণেশ চন্দ্র এভিনু, কলিকাতা-১৩ (হিন্দ সিনেমার পাশে)
রবিবারও দোকান খোলা

EXCESS
PUJA STOCK
CLEARING SALE
সেল কাউন্টারে
শাড়ীর দাম
প্রচুর
কমান হইল
বম্বের নূতন
ফ্রক এবং
বেল-বটম সেট
এইমাত্র আসিয়াছে
নূতন ডিজাইন: নূতন আইডিয়া মূল্য সুলভ
গড়িয়াহাটে
আসুন
হরলালকায়
নিশ্চিন্ত আরামে কিনুন
হরলালকা
টেক্সটাইলস
• ২০৬।১, রাসবিহারী এভেনু

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—অশোককুমার সরকার

নির্ভাবনায় এলপার কিনুন

নিশ্চিন্তে এলপার পরুন

আপনার পছন্দমত শালীনশোভন প্যারাগন এলপারের কাপড়। নির্ভাবনায় যতবার ইচ্ছে যেমন খুশি ব্যবহার করুন—কোঁচকাবে না। রকমারি আধুনিক রঙ ও ডিজাইন—বেছে নিন আপনার পছন্দসই কাপড়।
পয়সা ফেরতের অদ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি
যদি আপনি এর তৈরীতে কোন খুঁত পান কিম্বা এলপারের জামাকাপড়ের রঙ নষ্ট হয়ে যায় বা বিকৃতি ঘটে, আমরা জামাকাপড়ের দাম আর সেই সঙ্গে দরজির খরচ ফেরৎ দেব।
• আসল এলপার কিনতে ভুল যেন না হয়—দেখে নেবেন পাড়ের কাছে লেখা আছে এলপার প্যারাগন।
শাড়ী • ড্রেস-মেটিরিয়ালস্ • স্যুটিং • শার্টিং
প্যারাগন টেক্সটাইল মিলস্, বোম্বাই ১৩
প্যারাগন
ELPAR®
এলপার কাপড় বিশ্বাসের প্রতীক
everest/34/PTM Ben
প্রাপ্তিস্থান: মেসার্স জে এস মহমেদালি, টাওয়ার হাউস, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা এবং সকল বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।